সুলোচনা

সুলোচনা

(The Queen of Beating Hearts)

BY

S. G. Mozumder

Author of Tri-lochan & Padma-lochan.

ডি, এম, লাইব্রেরী

৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

নিবেদন

—নারায়ণং নমস্কৃত্য—

যাদের সস্নেহ আশীর্ব্বচন ইহজগতে এখন আর শুনতে না পেলেও

শরৎ-নিশির শিশিরের মত সতত আমারই

মাথার উপর ঝ'র্‌ছে

তাঁদেরই চরণোদ্দেশে

— এবং —

যার কাঁধ আমার অনেক বোঝাই স্বেচ্ছায় ব'য়েছে

ও জানি চিরদিনই বইবে

সেই **তোমারই** কাঁধে

— ও —

যার স্নেহ-শীতল হাত দু'খানি অক্লান্ত সেবায় কতদিনই যে আমার

ক্লান্তি-অবসাদ দূর ক'রেছে ও জানি করবে

সেই **তোরই** হাতে

আজ আমার "**সুলোচনা**" রেখে দিলাম।

১লা জানুয়ারী
১৯২৯, কলিকাতা।

……………এস্, জি, এম্।

উপহার

"সুলোচনার সমস্ত চরিত্র ও ঘটনাগুলি নিছক কল্পনা-প্রসূত"—

S. G. M.

অনেক ছাপার ভুল র'য়ে গ্যালো,—তার জন্য বৃথা কোনও কারণ না দেখিয়েই সুধী জনের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী—

S. G. M.

সুলোচনা

(১)

লালগড়ের রায়েদের বংশ অতি পুরাতন, নাম সুদূরব্যাপী, জমিদারী বহুদূর বিস্তৃত।

মৃত্যুঞ্জয় চাটুয্যে সেই জমিদারীর একজন সামান্য বেতনভোগী গোমস্তা।

তাহারই দাম্পত্য জীবনের প্রথম বৎসরের মধ্যে একদিন সন্ধ্যা-শেষে নৃত্য-গীত-বর্ণ-গন্ধ-রাগে অতিরঞ্জিত হইয়া, প্রত্যেক অঙ্কে ক্রমান্বয়ে—মতদ্বৈধ, মান, মিনতি মিটমাট ও মিলন—সুব্যক্ত করিয়া এক পঞ্চাঙ্ক নাটক অভিনীত হইয়াছিল এবং তাহাদের সাফল্যের আনন্দ তাহারা অভিনয়শেষে পরিপূর্ণ ভাবেই উপভোগ করিয়াছিল—সেখানে বাহিরের কোনও দর্শক না থাকা সত্ত্বেও।

দ্বিতীয় বৎসরে অভিনেতাদ্বয় শেষ অঙ্কটি বাহুল্য বোধে বর্জ্জন করিলেও তখনকার মত তাহাদের নিকট বিশেষ অসম্পূর্ণ বোধ হইত না। কিন্তু অঙ্কোচ্ছেদ এইখানেই শেষ হয় নাই; প্রতি বৎসরে শেষের দিক হইতে এক একটি অঙ্ক কমিয়া পঞ্চম বৎসরে যখন মাত্র প্রথম অঙ্ক অভিনয়ের পরেই যবনিকা পড়িতে আরম্ভ হইল, তখন দেখা গেল—তাহাদের কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে আশাতীত উর্দ্ধে উঠিত ও তাহারা

অপেক্ষাকৃত উৎসাহের সহিত ঘন ঘন আসরে নামিত; ফলে প্রতি-বেশিনীদিগের মধ্যে যাহারা এই প্রকার নাট্যাভিনয়ে বিশেষ আমোদ ও আনন্দ লাভ করিত তাহারা অবসর না থাকিলেও সময় করিয়া মহা-উৎসাহে দর্শকস্থলাভিসিক্ত হইত।

যে পঞ্চাঙ্ক নাটকের প্রথম অভিনয় সুসম্পন্ন করিতে একটি ঘণ্টাও লাগিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় নাই, তাহারই একটি মাত্র অঙ্ক ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমনি সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল যে অনেক সময়ে প্রায় সারারাত্রি অভিনয় করিয়াও তাহা শেষ হইত না।

তথাপি অনিদ্রা-জনিত ক্লান্তি গোমস্তা মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভুকার্য্যে এতটুকু অবহেলা আনিত না অথবা তাহার যোগ্যা পত্নী সুলোচনার গৃহকার্য্যে ঔদাসীন্য সৃষ্টি করিত না।

সেদিন দেওয়ান গোবিন্দরামকে কিসের জন্য যেন একটু প্রফুল্লচিত্ত বলিয়া বোধ হইতে ছিল, সকলেই তাহার মুখে বেশ পরিষ্কার হাসির আভাষ দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইল। বৈকালে দেওয়ানের দুইহাত পশ্চাতে থাকিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মৃত্যুঞ্জয় কিসের একটা কৈফিয়ত দিতেছিল, আর লক্ষ্য করিতেছিল সেটা দেওয়ান বাহাদুরের মনোমত হয় কিনা। অবসর বুঝিয়া মৃত্যুঞ্জয় সাহস করিয়া যথা সম্ভব শুদ্ধ ভাষায় তাহার বক্তব্য বলিয়া অভ্যাস বশে করদ্বয় বক্ষ সমীপে আনিয়া অর্দ্ধসংলগ্ন অর্দ্ধ সংবদ্ধ অবস্থায় কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন ভাবে দেওয়ানের মুখপার্শ্বে দৃষ্টিসংবদ্ধ করিয়া তাহার পাশ্চাৎগমন .করিতে লাগিল। দেওয়ান সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল,—মৃত্যুঞ্জয় চকিতে তাহার প্রচ্ছন্ন হাসিময় মুখ দেখিয়াই চক্ষু আনত করিয়া সংবদ্ধ অঙ্গুলিগুলি বিস্তৃত করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

দেওয়ান কহিল—"তোমার এখন থেকে তিন টাকা মাহিনা বৃদ্ধি হ'ল, কেমন খুসী হ'লে ত' মৃত্যুঞ্জয় ?"। দেওয়ান হাসিল, কারণ সে জানিত—তিন টাকা মাহিনা বৃদ্ধিতে একজন জমিদারী গোমস্তার আয়-ব্যয়ের খাতায় প্রবল বন্যা বা যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন আনে না।—কেরাণী সহসা ডার্বিস্থইপের প্রথম পুরস্কার পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হয় ও ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে,—চারি টাকার স্থলে মাসে সাত টাকা মাহিনা হওয়ায় অর্থাৎ শতকরা পঁচাত্তর ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় মৃত্যুঞ্জয় দেওয়ান বাহাদুরের নিকট প্রায় সেইরূপ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

দেওয়ানের পুরস্কার মাহিনা বৃদ্ধিতেই স্থগিত রহিল না,—বলিল—"এখন তাহ'লে তুমি খাস জমির এলেকা ছেড়ে সদর কাছারিতেই ব'সতে আরম্ভ করো,—সে কাজটার চেয়ে সদরের কাজ কঠিন, মোটা মাইনের সঙ্গে কাজও ত গুরুতর হওয়া দরকার।"

মূহূর্ত্তে মৃত্যুঞ্জয়ের হাসি অন্তর্দ্ধান করিল, ভাবিল—কি ভীষণ শাস্তি! সদরে আসিয়া সাতটি টাকায় তাহাকে যে নিছক অন্নাভাবে ধীরে ধীরে সপরিবারে মৃত্যু পথে যাত্রা করিতে হইবে। ক্ষীণকণ্ঠে সে বলিল—"আজ্ঞে—কি অপরাধে—আজ্ঞে—"

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি দেওয়ানের একটু দৌর্ব্বল্য জন্মিয়াছিল, সে জানিত—যাহারা দেওয়ান গোমস্তা মাহিনা দিয়া রাখে, মাত্র তাহারা ভিন্ন সকলেই জানে—জমিদারী সেরেস্তায় মাহিনা ব্যাপারটা একটা অছিলা মাত্র—তাহাও এত ছোট যে তাহাকে উপহাস বলাই সঙ্গত!

বেশীক্ষণ মৃত্যুঞ্জয়কে এমন অবস্থা-বিপর্য্যয় ও ছলনা-চক্রে না ঘুরাইয়া দেওয়ান গোবিন্দরাম হাসিয়া বলিল—"না গো, গোমস্তা ম'শায়, তোমাকে সাত শ' তেরো নম্বর তৌজির সমস্ত বাঁশড়া মৌজার নায়েব

করার জন্য হুজুরকে ব'লে ছিলাম, হুজুরও অনুমতি দিয়েছেন। শিগ্‌গিরই চিঠি পাবে।"

মৃত্যুঞ্জয় যখন বিস্ফারিত নয়নে—'অ্যাঁ—বাঁশ্‌ড়ার না—য়ে—বী!' বলিয়া বিস্ময়ের শেষ ধাপে উঠিয়া পড়ি-পড়ি করিতেছিল, তখন দেওয়ান গোবিন্দরামের স্ফীত বক্ষ, কুঞ্চিত ভ্রূযুগল কঠোর দৃষ্টি কাহার প্রতি এক অদম্য আক্রোশের বহ্নি উদ্গীরণ করিতেছিল। সে হতভাগ্য বাঁশ্‌ড়ার ভূতপূর্ব্ব নায়েব হরিচরণ। বহুদিন হইতেই দেওয়ান তাহার পদচ্যুতির ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিল। সে ছিদ্র তিন দিন পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া দেওয়ানের সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল, অদ্যপ্রাতে দেওয়ান তাহা জমিদার কুমার প্রদীপ নারায়ণ রায় বাহাদুরের নয়ন-গোচর করিয়াছে এবং ছিদ্রের পরিমাপ জানাইয়া 'বুঝাইল' উহার মধ্য দিয়া অনেক স্বর্ণ-রৌপ্য কেমন করিয়া তরল অবস্থায় উচ্চ রাজকোষে না আসিয়া অন্য কোন নিম্ন-ভূমিতে চলিয়া গিয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয় যখন মহাস্ফুর্ত্তিভরে সজোর পদচালনা করিয়া গৃহে ফিরিল তখন সুলোচনা তিন বৎসরের শিশু পুত্রকে তাহার মসীকৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশাচ্ছাদিত সমস্ত পৃষ্ঠদেশের মৌরশী দিয়া কয়েকখানি ছিন্ন কাপড় সেলাই করিতেছিল। দুর্দ্দম অত্যাচারী শিশুরাজা তাহার জমিদারীর খাসজমীর উপর—চাষী অভাবে নিজেরই হস্তপদাদি দ্বারা হলকর্ষণ ও পাইক অভাবে স্বয়ং কাল্পনিক প্রজাবৃন্দের উপর যথাসাধ্য কিলচড় বর্ষণ করিতেছিল। সুলোচনা সর্ব্বংসহা মাতা ধরিত্রীর মতই তাহাতে এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কখন কখন অজ্ঞাতে বালকের ক্ষুদ্র লঘুদেহভারে সম্মুখে সহসা ঝুঁকিয়া আবার সোজা হইয়া বসিতেছিল। বালক আচম্‌কা ভূমিকম্পের ধাক্কা সামলাইয়া আবার প্রবল প্রতাপে রুদ্রতেজে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিল।

একবার বালক কয়েক পা পিছু হটিয়া গিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মাতার পৃষ্ঠে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এবার তাহার সাহায্যে একজন সশস্ত্র পাইক আসিয়া প্যাঁট্ করিয়া তাহার তীক্ষ্ণধার অস্ত্রটি মাতার অপর অনামিকায় বিদ্ধ করিয়া দিল। সুলোচনা ভ্রূকুটিসহ সূচ্টি অঙ্গুলি হইতে বাহির করিয়া পার্শ্বস্থ একখানি কাপড়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রাখিয়া দিতেই শিশু বিজয়-গর্ব্বে নিজরাজ্য ছাড়িয়া মায়ের ক্রোড়-দুর্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মাতা কঠিন হস্তে তাহাকে ধরিয়া কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া তাহার পৃষ্ঠে ও পশ্চাতে অসংখ্য গোলাবর্ষণ করিয়া সজোরে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। বালক নিজরাজ্য ও বিজিত দুর্গ উভয়ই হারাইয়া আকুল ভাবে উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

মৃত্যুঞ্জয় ছুটিয়া আসিয়া পুত্রকে তুলিয়া লইয়া সামান্য একটী কি বলিতে না বলিতেই সুলোচনা সূচ ও কাপড় রাখিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইল। তার পর চিরনূতন নাটকের প্রথম অঙ্ক অভিনয় হইতে লাগিল। সহসা মৃত্যুঞ্জয় পুরাতন বুলি ছাড়িয়া এক নূতন কথা বলিয়া ফেলিল—"থাকো তুমি তোমার ছুঁচ আর ক্যাঁথা নিয়ে এখানে প'ড়ে— কালই আমি ফ্যালাকে নিয়ে বাঁশড়ায় চ'লে যাবো। দেখ্বো, তখন তুমি কাকেই বা মারো আর কার সঙ্গেই বা কোমর বেঁধে ঝগ্ড়া করো।"

পুরাতন নাটকের মধ্যে প্রথম বারের জন্য নায়কের মুখে বাঁশ্ড়ায় যাইবার নূতন পংক্তিটা শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সুলোচনা থই হারাইয়া থ' হইয়া রহিল। পরক্ষণেই তাহা সুদে আসলে পুষাইয়া লইবার আশায় ও আক্রোশে বলিয়া ফেলিল—"যাও তুমি তোমার বাঁশ্ড়ায় যে চুলো আছে সেখানে, কিন্তু—ফ্যালাকে নিয়ে যাবার নাম ক'রো না আমার সাম্নে,— তা'হলে—"

অভিনয় নূতন পথে চলিল, সুলোচনার কথা শেষ হইতে না দিয়া

মৃত্যুঞ্জয় হাঁকিয়া বলিল---"আমি ত, যাবোই, ফ্যালাকেও নিয়ে যাবো; ওটাকে তোমার গ্রাসের কাছে এগিয়ে দিয়ে আমি চ'লে যাবো—তা ভেবো না।"

চুলোয় যাওয়া মৃত্যুঞ্জয়ের কতকটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু নিজের পুত্রের সম্বন্ধে কোন মাতাকেই ডাইনীত্বের অভিযোগ নির্ব্বিবাদে সহ্য করিতে জগতে কখনো শোনা যায় নাই। তারপরে সুলোচনার মত নায়িকা তাহা সহজে বদ্‌হজম করিবার পাত্রীও ছিল না। স্বামীর নাকের উপর হাত নাড়িয়া তারস্বরে বলিল—"যাও—কালই তোমার যেখানে খুসী সেখানে চ'লে যাও, আর মা কালীর দিব্বি রইল—যদি ফ্যালাকে নিয়ে যাবার কথা বলো তবে আমার মরা মুখ দেখ্‌বে—আর খোকারও—"

নিজেই বাম হস্তে অঞ্চল দিয়া নিজের মুখ সবলে রুদ্ধ করিয়া সুলোচনা কয়েকমুহূর্ত্ত বজ্রাহতার মত দাঁড়াইয়া রহিল। পরক্ষণেই দক্ষিণ হস্তে স্বামীর নিকট হইতে ফ্যালাকে সজোরে ছিনাইয়া লইয়া সপদদাপে ঘরে প্রবেশ করিল। ফ্যালাকে খাটের উপর প্রায় আছাড় মারিয়া ফেলিয়া নিজে উঠিয়া দুই হাতে পুত্রকে এমনি সবলে বুকের মাঝে জড়াইয়া মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল যে ফ্যালার নিঃশ্বাস ফেলিবার কষ্ট হইতে লাগিল। সে সজোরে দুইহাত ও পদদ্বয়ের সাহায্যে মায়ের বাহু-বন্ধন ছিন্ন করিয়া উঠিয়া বসিল। সুলোচনা তাহাকে বাধা দিল না, কিন্তু আরক্ত গণ্ড প্লাবিয়া তপ্ত অশ্রুধারা তাহার অঞ্চল ও উপাধান সিক্ত করিয়া ফেলিল।

অনেকক্ষণ পরে মৃত্যুঞ্জয় সেই ঘরে একবার উঁকি মারিয়া দেখিল—সুলোচনা তখনো ফুঁপাইতেছে। তাহার অঙ্গের বসন বিপর্য্যস্ত, কেশরাশি পাগলিনীর ন্যায় আলুথালু হইয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আর শুনিল—ভগ্নস্বরে, কী দারুণ মর্ম্ম বেদনায়, কী ভীষণ আসন্ন

বিপদের নিশ্চিৎ আশঙ্কায়, স্বকৃত অপরাধের অকপট অনুতাপ জ্বালায়, ভিক্ষা-কাতর-কণ্ঠে সুলোচনা ডাকিয়া বার বার বলিতেছিল—"মা,—মা—আমার কথার কথা শুনো না, আমার অন্তর যে এমন ভয়ানক কথা কখনো স্থান দিতে পারে না,—যদি অপরাধ নেবেই তবে আমার জীবন নিয়ে তার শাস্তি বিধান ক'রো—"

মৃত্যুঞ্জয় আসিয়া ধীরে ধীরে খাটের উপর বসিয়া স্ত্রীর রিক্ত ঘর্ম্মাক্ত পৃষ্ঠদেশে সন্তর্পণে এক হাত রাখিয়া অপর হাতে তাহার মুখ হইতে রুক্ষ বিক্ষিপ্ত কেশরাশি সস্নেহে সরাইয়া দিতে লাগিল। সুলোচনা কিছুক্ষণ কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ক্রন্দন সংবরণ করিয়া তেমনিভাবে পড়িয়া রহিল। সহসা স্বামীর হাতখানি তুইহাতে জড়াইয়া বাহুর মধ্যে মস্তক গুঁজিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"কি হবে গো, কি হবে—এমন কথা বেরোবার আগে আমার জিবটা খ'সে গেল না কেন,—আমার প্রাণটা বেরিয়ে গেল না কেন?"

সহসা বাহিরে দাওয়ার উপর হইতে ফ্যালার চীৎকার ধ্বনি শ্রুত হইল। মৃত্যুঞ্জয় লাফ দিয়া উঠিল, কিন্তু তদপেক্ষা দ্রুত ক্ষিপ্তা ব্যাঘ্রিনীর ন্যায় সুলোচনা অসংবৃত বসনে বিদ্যুৎবেগে ঘরের বাহিরে ছুটিল।

মৃত্যুঞ্জয় বাহিরে আসিয়া দেখিল কাপড়ের স্তূপে আগুণ ধরিয়া লেলিহান শিখাগুলি দাওয়ার চালা লক্ষ্য করিয়া উঠিতেছে, আর তাহার পার্শ্বেই সুলোচনা অজ্ঞান অবস্থায় ক্রন্দনরত ফ্যালাকে বক্ষে সবলে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া আছে। বালক সে কঠিন মাতৃভুজ-বন্ধন ছাড়াইতে না পারিয়া আরো চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয় তড়িদ্বেগে ঘরে প্রবেশ করিয়া তুইহাতে জলপূর্ণকলসী বাহিয়া আনিয়া সেই।অগ্নির উপর ছড়াইয়া দিল। অগ্নি নিভিল।

সুলোচনা ফ্যালাকে, দুইহাতে বুকের মধ্যে এমনি করিয়া ধরিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল যে ফ্যালাকে অগ্নিশিখা স্পর্শও করিতে পারিল না, কিন্তু পড়িয়াই সুলোচনা হতজ্ঞান হইয়া যাওয়ায় সেখান হইতে আর সরিয়া যাইতে পারিল না, ফলে জ্বলন্ত কাপড়ের একটা অঞ্চল যখন হাওয়ায় উড়িয়া ঠিক তাহার মুখের উপর পড়িল তখন অগ্নি নির্ব্বিবাদে তাহার কার্য্য করিয়া গেল। সুলোচনা তাহা একেবারেই বোধ করিতে পারিল না, তাহার পরই মৃত্যুঞ্জয় যাহা করিল তাহা অগ্নির স্বাভাবিক কার্য্য অপেক্ষাও বহুগুণ ভীষণ ও ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইল।

ফ্যালারাম অগ্নিকাণ্ডের পূর্ব্বেই জননীকে খাটের উপর তদবস্থায় দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে তখনকার মত জমীদারী চাল তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। সেইজন্য সে বাহিরে দাওয়ায় শীকারের সন্ধানে যাইবার সময়ে পায়ে সদ্য সেলাই করা কাপড়গুলির একখানি বাধিয়া গেলেও ভ্রুক্ষেপ করিল না। অনন সামান্য বাধায় বীর ফেলারাম কখনই দমে নাই, তাই সে চলিল—কোনে। সেখানে গিয়া সে কেরোসিনের বোতল ও দেশলায়ের একত্র সমাবেশ দেখিল। বহুবার সে পিতা ও মাতা কর্ত্তৃক বিতাড়িত ও প্রহারিত হইয়াছে—যখনই ওই দুইটির একটিতে সে হস্তার্পন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। এখন অবসর বুঝিয়া সে যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত যদ্দৃষ্টং তাহা করিয়া এক লঙ্কা কাণ্ড বাধাইয়া ফেলিল। তাহার পর শূন্যে দুই চারিবার লাথি চালাইলেও যখন অগ্নির আশ্রিত কাপড়খানি কম্‌লির ন্যায় তাহার পাখানিকে ছাড়িতে চাহিল না তখন সে চীৎকার করিয়া মাকে ডাকিয়া আর এক সজোর লাথি ছুড়িল। তখন কম্‌লি পা ছাড়িল বটে কিন্তু সে নিজেই মায়ের বক্ষে বাঁধা পড়িয়া গেল। সেখানে অগ্নির কিঞ্চিৎ উত্তাপ পৌছিলেও তাহার লোলজিহ্বা তাহাকে স্পর্শ

করিতে পারে নাই ; অগ্নি মাতাকে দহন করিল, কিন্তু মাতার বক্ষের ধনকে পারিল না।

পরদিবস সুলোচনার মুখমণ্ডলের উপর একটানা ফোস্কা দেখা দিল।

মৃত্যুঞ্জয় রাজবাড়ীর প্রধান অভিজ্ঞ নিমাই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিয়া নগদ তুইটাকা ভিজিট্ দিয়া তাহার উপদেশ লইল ও আরো কিছু খরচ করিয়া ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করিল। সুলোচনা কিছুতেই কোন আপত্তি করিল না, বা তাহার মুখের যন্ত্রণার কোন প্রকার অভিব্যক্তি প্রকাশ করিল না। সারাদিন মৃত্যুঞ্জয় স্ত্রীর কাছেই রহিল। সন্ধ্যায় উদোই মণ্ডলকে ডাকাইয়া তাহাকে অনেক উপদেশ দিয়া ও ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া একখানি গরুর গাড়ী ডাকাইয়া আনিল ও তল্পিতল্পা গুছাইয়া স্ত্রীর নিকট সস্নেহে বিদায় লইল ; পুত্রকে কোলে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সুলোচনা কাতরদৃষ্টিতে মিনতিপূর্ণনয়নে যতক্ষণ দেখা গেল স্বামীর প্রতি চাহিয়াছিল, কিছুই বলিল না। গাড়ী অন্তর্ধান করিলে পুত্রের হাত ধরিয়া শুষ্কনয়নে ঊর্দ্ধে খড়ের চালার প্রতি শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মৃত্যুঞ্জয় যখন গাড়ীতে উঠিতেছিল তখন একবার তাহার স্বামীকে ফিরিবার জন্য চীৎকার করিয়া অনুনয় জ্ঞাপন করিবার এক তুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই পিতার কোল হইতে প্রত্যাগত ফ্যালা আসিয়া মায়ের অঞ্চল ধরিয়া টানিতেই, সুলোচনা ভয়চকিত-নেত্রে অজ্ঞাত এক অভিশাপের সন্ত্রাসে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ চাহিয়া রহিল। ফ্যালা আবার অঞ্চলাকর্ষণ করিলে ইচ্ছা সত্বেও তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিবার ক্ষমতা তখন তাহার ছিল না ; ইচ্ছা তুইটি কেবল

দুইটি কুণ্ডলির আকার ধরিয়া একটি বুকের মাঝে সঘনে ভীষণ আঘাত করিতে লাগিল ও অপরটি গলনালিতে আবদ্ধ হইয়া তাহার নিঃশ্বাস প্রায় অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল।

মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া গেলে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভরে সে স্বামীর উদ্দেশে বহুবার মনে মনে প্রণাম। করিয়া গ্রামের জাগ্রত কালীমাতাকে অস্ফুট স্বরে বলিল—"মা উনি বলেন নি—ফ্যালাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা উনি একবারও মুখে আনেন নি—"

তারপর তাহার অন্তর-মন যাহাই বলুক না কেন—তাহা জোর করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া সুস্পষ্ট ভাবে সজোর অথচ চাপা গলায় বলিতে লাগিল—"যাও যাও, তুমি যাও,—আজই তোমায় যাবার কথা, আমি সকল অন্তর মন দিয়ে বল্‌ছি—তুমি গেছ বেশ ক'রেছ—ভাল ক'রেছ, খু—ব ভাল ক'রেছ—"

পরমূহূর্ত্তেই তাহার অনিচ্ছাবিরুদ্ধ অজ্ঞান-বিদ্রোহী অন্তরের মর্ম্ম-কেন্দ্রের প্রতি সন্দিগ্ধ ভাবে সভয়ে উঁকি মারিয়া শিহরিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত বিস্তৃত করিয়া যেন কাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইবার বাহু ভঙ্গীর সহিত মর্ম্মের পদাহত ভয়ঙ্করী বাণীকে যেন ডুবাইয়া দিবার প্রত্যাশায় আরো স্পষ্টস্বরে—আরো জোরে বলিয়া উঠিল—"যাও, যাও, চ'লে যাও তুমি, যাও—যাও—"ফ্যালা তখন মায়ের বামহস্তের কঠিন শৃঙ্খলের মাঝে যন্ত্র-পেষিত প্রায় হইয়া, মাতৃ-বক্ষে সভয়ে রুদ্ধ-শ্বাসে পড়িয়া ছিল

(২)

বৃদ্ধ দেওয়ান অন্তিমশয্যায় শায়িত হইয়া কুমার বাহাদুরকে বার বার বলিয়া গেল যে সেই বিরাট জমীদারীর সমস্ত কর্ম্মচারীদের মধ্যে দেওয়ান হইবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র—মৃত্যুঞ্জয়; বাঁশড়া মৌজার নায়েবী দেওয়ার পর দেওয়ান কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার কর্ম্ম-কুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া একশ'তেরো নম্বরের সমস্ত লাটই তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং তাহার ফলে সাত বৎসেরর মধ্যে সেই লাটের আয় প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে—অথচ প্রজাদের প্রতি জোর জুলুমের কোন খবর কখন পাওয়া যায় নাই।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে গোবিন্দরাম কুমার প্রদীপ নারায়ণকে তাহার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে শ্রেষ্ঠ উপদেশ-চুম্বক দিয়া গেল—জমীদারী কার্য্যে কাহাকেও বিশ্বাস করা উচিৎ নয়—আর কর্ম্মচারীদের প্রতি নিজে চতুর নজর না রাখিলে জমীদারের দেনাদার হইয়া পড়া খুব বেশী সময়ের অপেক্ষা করে না। ইহার মধ্যে দেওয়ানের প্রভুপুত্রের অত্যধিক কলিকাতা বাসের প্রতি যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু ছিল তাহা প্রদীপ নারায়ণ ভাল করিয়া বুঝিলেও বহুদিন এককালে গ্রামে বাস করিয়া জমীদারী পর্য্যবেক্ষণ করার প্রতি বিশেষ আগ্রহ মনে স্থান পাইল না।

প্রভুভক্ত কর্ম্মঠ বিশ্বস্ত বৃদ্ধ দেওয়ান গতাসু হইলে প্রদীপনারায়ণ সত্যই কর্ণধারহীণ তরণীর মত অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন এবং গত দেওয়ানের উপদেশ মত মৃত্যুঞ্জয়কে দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে অবিলম্বে সদরে আসিবার জন্য .পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।

বৈশাখ-শেষের তীব্র তপন তেজে সেদিন সারা গ্রামখানি খাঁ খাঁ করিতেছিল। বেলা তুইটার সময়ে পথ ঘাট প্রায় জনমানবহীন। বৃক্ষশাখায় বায়সকুলের দহনজনিত অস্থির কা কা রব ও পথে প্রান্তরে ক্ষুধিত তৃষ্ণার্ত্ত কুক্কুর দলের উত্তেজিত ঘেউ ঘেউ নিনাদ যেন গ্রাম-বাসীদের কর্ণ কুহরে আরো তীক্ষ্ণ হইয়া বাজিতেছিল। এমন সময়ে প্রকৃতিও যেন অস্থির হইয়া বায়ুর শরণাপন্ন হইলেন, সহসা কোথা হইতে একখণ্ড বৃহৎ মেঘ আসিয়া আকাশ প্রায় ছাইয়া ফেলিল, তাহার সহিত ভীষণ প্রভঞ্জন আসিয়া তমাল তাল বট বৃক্ষাদির সহিত রুদ্রতেজে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

এমন সময়ে সেই মহাবাত্যার আশ্রয়েই মৃত্যুঞ্জয়ের অশ্বশকট গ্রামের প্রান্তদেশে ৺কালী মন্দিরের অদূরে কালো-দীঘির নিকটে আসিয়া থামিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় গাড়ী হইতে নামিয়া মহা ব্যাস্ত ভাবে গাড়োয়ানকে কি বলিল। অশ্বদ্বয়ের পৃষ্ঠে কয়েকবার সজোর চাবুক পড়িতেই গাড়ী ছুটিয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল। মৃত্যুঞ্জয় কালো-দীঘির দক্ষিণ পাড়ের উপরস্থ এক অত্যুচ্চ নারিকেল গাছের মাথার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বাক্-রহিত অবস্থায় রাজপথের পার্শ্বেই দীঘির পূর্ব্বপাড়ের উপর উঠিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই উদ্দাম ভয়ঙ্কর প্রভঞ্জনের উন্মত্ত আক্রমণে ক্ষীণতনু নারিকেল বৃক্ষের প্রায় সমস্ত শীর্ণদেহখানি ক্রমাগত একবার এদিকে অবার অপর দিকে নুইয়া পড়িতেছে—যেন তাহাকেই ভূমিসাৎ করিবার নিষ্ফল আক্রোশে রুদ্ধবীর্য্য পবনদেব সোঁ সোঁ করিয়া নিজ মনে সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞানে গর্জ্জন করিতেছে। সেই নারিকেল বৃক্ষের এক ডগায় আবদ্ধ একখানি কোণ-ছিন্ন নানা বর্ণের বড় সতরঞ্চ ঘুড়ি পৎ পৎ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাণপণে বিফল আপত্তি জানাইতেছে, আর

তাহার ঠিক দুইখানি ডগার পরেরটিকে মৃত্যুঞ্জয়-তনয় ফ্যালারাম দুই হাতে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিরাশ্রয় ভাবে শূন্যে ঝুলিতেছে; গাছের মাথাটি যখন একধার হইতে অপর ধারে যাইবার সময়ে প্রায় মধ্যস্থলে আসিতেছে তখন সে তাহার সুদীর্ঘ পদদ্বয় দ্বারা গাছের নারিকেল গুচ্ছের নীচের অংশ জড়াইয়া ধরিবার বারংবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছে।

ঝড়ের বেগে যখন গাছটি প্রায় দীঘির জলের উপর নুইয়া পড়িল তখন সংঘর্ষণের ফলে একটি নারিকেল বৃন্তচ্যুত হইয়া সশব্দে জলে পতিত হইল। মৃত্যুঞ্জয় ঊর্দ্ধদৃষ্টি দণ্ডায়মান অবস্থায় সেই নারিকেল পতনের দ্বিগুণ আঘাত বক্ষে পাইল। তথাপি সে সেইখানেই একবার পলকের জন্য মাত্র চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আবার ঊর্দ্ধপানে এক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

দারুণ ঝড়ের অতুল শৌর্য্যে নারিকেল বৃক্ষের গোড়া মড় মড় করিয়া উঠিল। গাছের মাথা এবার ঘুরিয়া আবার দীঘির উপরে আসিল। সেই মুহূর্ত্তেই ভীষণ ঝঞ্ঝায় বিকট গর্জ্জন ডুবাইয়া এবার 'জয় মা কালী' শ্রুত হইল ও তৎসঙ্গেই মৃত্যুঞ্জয় দেখিল ফ্যালারাম নারিকেল ডগার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দীঘির মধ্যদেশ লক্ষ্য করিয়া লম্ফ প্রদান করিল। মুহূর্ত্তেই ফ্যালারাম সশব্দে বহুদূর পর্য্যন্ত জল ছিটাইয়া দীঘির গর্ভে অন্তর্ধান করিল।

মৃত্যুঞ্জয় পুত্রের নিশ্চিৎ পরিণাম জানিয়া এক অন্তরভেদী—'মা—গো'—বলিয়া ডাকিয়াই দুই হস্তে স্কন্ধস্থ চাদর দিয়া চক্ষুদ্বয় অবৃত করিয়া বসিয়া পড়িল। অনতিপরেই সে চক্ষু খুলিয়া দেখিল জলে অসংখ্য তরঙ্গমালা খেলা করিতেছে, মাঝে লক্ষ বুদ্বুদরাশি জলে ভাসিয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইল যেন সে সেখানেই

অৰ্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া তেমনি ভাবেই বসিয়া আছে; সহসা উঠিয়া সে পাগলের মত পাড় হইতে নামিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে দৌড় দিল।

অনতিদূরেই দেখিল গাড়ীর বাহিরে এক পা রাখিয়া সুলোচনা স্থির গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছে, অশ্বদ্বয় ঘৰ্ম্মাক্ত কলেবরে প্রাণপণে ছুটিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয়কে দেখিয়া গাড়োয়ান রশ্মি আকর্ষণ করিতেই গাড়ীর গতি মন্দ হইয়া আসিল, সুলোচনা ঝাঁপাইয়া রাস্তায় প'ড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় ছুটিয়া সুলোচনাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"ওগো—সব শেষ হয়ে গেছে,—তুমি আর সেখানে—যেও না—" সুলোচনা ধীর গম্ভীর স্বরে শুষ্ককণ্ঠে বলিল—"দেওয়ানীর লোভ ছাড়্‌তে পারলে না—তাই এখানে বাস করার জন্য ফিরে এসেছ—"

স্বামীর হস্ত ধরিয়া দীঘির দিকে তাহাকে প্রায় টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে সে বলিতে লাগিল—"আর একটু বাকী আছে—সেটুকুও দেখে যাও,—আমার মরা মুখ না দেখ্‌লে ত এটা সম্পূর্ণ হবে না।" সুলোচনা প্রায় ছুটিয়াই চলিল, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ও কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল, গাড়োয়ান সহিস আর উদোই মণ্ডল তাহাদের অনুগমন করিল।

পাড়ে উঠিয়াই প্রথমে সুলোচনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—পশ্চিম পাড়ে নির্ব্বিকার চিত্তে আর্দ্রবসনে সিক্ত গাত্রে অতি সহজ ভাবে পায়ের উপর পা রাখিয়া বসিয়া ফ্যালারাম জল-সিক্ত শতছিন্ন ঘুড়ি খানির কাগজের শেষ চিহ্নটুকু কাঠিদ্বয় হইতে অপসৃত করিয়া দিতেছে।

হতভম্ব মৃত্যুঞ্জয়কে ছাড়িয়া দিয়া সুলোচনা উৰ্দ্ধশ্বাসে প্রাণপণে দৌড়াইয়া ফ্যালারামের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল—"ফ্যালা—বাপ আমার—"

সুলোচনার রক্তোৎপল চক্ষুদ্বয় হইতে সহস্র ধারে অশ্রুপাত হইয়া ফ্যালারামের সিক্তবক্ষ ও আর্দ্র বস্ত্র আরো জল-ভারাক্রান্ত করিয়া দিল। সুলোচনা নীরবে নিস্পন্দভাবে পুত্রের বক্ষের মাঝে পড়িয়া রহিল। অশ্রুধারা অবিরাম ঝরিতে লাগিল।

ঝড়ের বেগ অনেক কমিয়া আসিল, ক্রমে সেখানে বহুলোক সমাগম হইল। জনতা ঠেলিয়া রক্তবস্ত্রধারী ৺কালীমাতার পূজারী সুলোচনার নিকট আসিয়া বলিল—"মায়ের আশীর্ব্বাদে তোমার পুত্র ফিরে পেয়েছ, আগামী অমাবস্যায় মায়ের চরণে জোড়া পাঁঠা উৎসর্গ করো—"

সুলোচনা এতক্ষণে চমকিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল—"তাই ক'রবো ঠাকুর —তাই করবো—" তারপর তাহার কাতর দৃষ্টি সহানুভূতিপূর্ণ জনতার মধ্যে কাহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া অপর পাড়ে গিয়া স্থির হইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় তখনও সেখানে বসিয়া করতলে পাংশু গণ্ডদেশ রাখিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন।

কয়েকজন প্রতিবেশিনী সুলোচনাকে ধরিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে গাড়ীতে বসাইয়া দিল. মৃত্যুঞ্জয়ও গাড়ীতে [illegible] এবং সর্ব্বশেষে [illegible] ফ্যালারাম সহজভাবে গ্রামস্থ লোকজনের নানা কথায় পূর্ণ উদাসীনতা দেখাইয়া মাতার পার্শ্বে গিয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বাড়ী পৌছিয়া গাড়ী স্থির হইতেই ফ্যালারাম লম্ফদিয়া নামিয়া পড়িয়াই দ্রুতবেগে একটি ঘোড়ার পেটে কাঁধ দিয়া সবলে তাহাকে পতন হইতে রক্ষা করিতে করিতে চীৎকার করিয়া কহিল—"সহিস, শিগ্‌গির এর জোত খুলে দাও" বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ নীচু হইয়া পড়িয়া গেল।

অশ্বের প্রাণহীন দেহ তাহার পদদ্বয়ের উপর আসিয়া পড়িল। সহিস কোচম্যান ও উদোই মণ্ডল ছুটিয়া আসিল। উদোই ও সহিস

বাহুদ্বারা অসীম বলে ঘোড়াটিকে ঈষৎ ঊর্দ্ধে তুলিতেই গাড়োয়ান টানিয়া তুলিবার জন্য তাহাকে ধরিল, ফ্যালারাম এক ঝাঁকি মারিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিয়া নিজেই উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুলোচনা কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, মৃত্যুঞ্জয় কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ফ্যালারাম উঠিয়া দাঁড়াইলে, ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহার বাহু ধরিয়া—ঘরের ভিতর লইয়া গেল। ফ্যালারাম সিক্ত-নয়নে করুণ দৃষ্টিতে মৃত ঘোড়াটির প্রতি একবার কাতর নয়নে চাহিয়া পিতার অনুজ্ঞা মত ঘরে প্রবেশ করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। সুলোচনা আসিয়া একেবারে খাটের উপর শুইয়া পড়িল। বাহির হইতে সহিস কোচুয়ানের কলকণ্ঠধ্বনি আসিয়া ফ্যালারামের অন্তর নিপীড়িত করিতে লাগিলেও সুলোচনার কর্ণে তাহার কিছুই পৌছিল না। তাহার সকল অন্তর মন তখন গ্রামপ্রান্তে কালীমন্দিরের চৌকাটে মাথা ঠুকিতেছিল।

আমাবস্থার ঘোর অন্ধকার রজনীতে যখন দুইটি মসীকৃষ্ণ ছাগবৎসের মাতৃমন্দির-সম্মুখে ইহলীলা শেষ হইল, তখন ফ্যালারাম সেখানে কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। দ্বিতীয় ছাগের মস্তক দেহ বিচ্ছিন্ন হইলে যখন মুণ্ডহীন ছাগ-দেহধারী মাতৃভক্তটি 'জয় মা কালী' বলিয়া দুইহাতে রক্তাক্তদেহ লইয়া দুই তিন বার নিজের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া প্রাঙ্গন ও ভক্তিনত দর্শকবৃন্দের গাত্র ও বস্ত্র রক্তাক্ত করিয়া দিল, তখন ফ্যালারাম কিয়ৎক্ষণ দুইহাতে চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া তাহার পিতামাতাকে কিছুই না বলিয়া সহসা গৃহাভিমুখে প্রাণপণ দৌড় দিল।

মৃত্যুঞ্জয় চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলে সে দূর হইতেই হাঁকিয়া বলিল—"তোমরা থাকো—আমার ও সব ত্যাখ্‌বার কোন দরকার নেই—"

মৃত্যুঞ্জয় ক্রোধে ফুলিতে লাগিল কিন্তু সুলোচনা তাহাকে থামাইয়া মায়ের সমীপে নত হইয়া প্রণাম করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের প্রণামান্তে ধীরে ধীরে, গম্ভীর হইয়া গৃহাগমন করিয়া দেখিল, ফ্যালারাম শয্যায় গভীর নিদ্রাভিভূত।

মৃত্যুঞ্জয় তাহাকে জাগাইতে গেলে, সুলোচনা তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিল—"ওকে আর ডেকে কাজ নেই, ব'কেও কাজ নেই, আবার কি একটা ব'লে ফেল্‌বে শেষে!"

মৃত্যুঞ্জয় আপন মনে বিড় বিড় করিতে করিতে আহার করিতে বসিল। সুলোচনা খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া স্বামীকে বসিয়া খাওয়াইল।

পরে কিঞ্চিৎ ভাবিয়া ধীরে ধীরে নিদ্রাভিভূত ফ্যালাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া বলিল—"ফ্যালা বাবা, দুটি খেয়ে নাও—তার পর ঘুমিও।"

ফ্যালা চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে সুশীল সুবোধ বালকের মত যাহা পাইল তাহা নিশ্চিন্তে উদরসাৎ করিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে সুলোচনা কালীমাতার আমিষ প্রসাদ রন্ধন করিল। ফ্যালারাম তখন বেঁকিয়া বসিল; মৃত্যুঞ্জয়ের ধৈর্য্যও সকল সীমা অতিক্রম করিল, বলিল—"ফ্যালা ভাল চাস্ ত মহাপ্রসাদটুকু খেয়ে ফ্যাল, নচেৎ—"মৃত্যুঞ্জয় যোগ্য শাস্তি খুঁজিয়া পাইল না—তথাপি চুপ না করিয়া সুর ঈষৎ নামাইয়া বলিল,—"রাতদিন দস্যিবৃত্তি করে বেড়াবেন উনি, আর আমাদের ভেবে ভেবে প্রাণান্ত—"

ফ্যালা বিস্ময়ভরে উত্তর করিল—"দস্যিবৃত্তি আবার কখন করলাম—"

মুখের গ্রাস সম্পূর্ণ গলাধঃকরণ করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুঞ্জয় অস্পষ্ট ভাবে বলিল—"কেন সেই আকাশের সমান উঁচু তাল গাছে চড়্‌তে গেছ্‌লি কেন? আবার জবাব দেওয়া হ'চ্ছে!"

ফ্যালা থালা হস্তে রান্নাঘর হইতে সদ্যপ্রত্যাগত মাতার মুখপানে

চাহিয়া বিড় বিড় করিয়া বলিল—"ও মা, সে ত একখানা কাটা ঘুড়ি পাড়্‌তে নারকোল গাছে উঠেছিলাম, সে কি দস্যিবৃত্তি হ'লো! তাতে ত কারু কিছু হারায় নি বা লোকসান হয় নি—"

মৃত্যুঞ্জয় চটিয়া উঠিয়া বলিল—"আচ্ছা ঢের হ'য়েছে—আর লাভ লোকসান দেখাতে হবে না, এখন মহাপ্রসাদটুকু খেয়ে ফ্যালো—ভাল চাও যদি!"

ফ্যালারাম মাছ চচ্চড়িটুকু মাখা ভাত শেষ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিল; তাহা লক্ষ্য করিয়া সুলোচনা ব্যস্তভাবে স্বামীকে বলিল—"তুমি খাও না কেন? আমি দেখ্‌ছি—ও প্রসাদ খায় কিনা—"

সুলোচনা ফ্যালার কাছে সরিয়া ভাল করিয়া বসিয়া ধীরে ঈষৎ উদ্বেগ মিশ্রিত, স্নেহ বিজড়িত কণ্ঠে বলিল—"ফ্যালা, মহাপ্রসাদ যে ফেল্‌তে নেই বাবা, একটুখানি মুখে দাও—"

ফ্যালা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"না মা, কাল রাত্রের ঐ বীভৎস কাণ্ড দেখে আমি আর ও মুখে দিতে পারবো না—"

সুলোচনা তাড়াতাড়ি স্বামীর বিরক্তিব্যঞ্জক মুখের প্রতি চাহিয়াই ফিরিয়া বলিল—"ছিঃ বাপ্ আমার, ও কথা ব'ল্‌তে নেই; সবটা না হয় নাই খেলে, একটুখানি তুলে মুখে দাও—"

ফ্যালারাম তথাপি অটল অচল। মৃত্যুঞ্জয় আহার শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

সুলোচনা কি ভাবিয়া নিজেই এক টুক্‌রা মাংস হাতে তুলিয়া ফ্যালারামের মস্তকে স্পর্শ করাইয়া বাটিতে রাখিয়া দিল; তাহার সাঁজারু-সোজা মাথা ভরা কেশগুচ্ছের মধ্যস্থল ব্যাঞ্জনে সিক্ত হইয়া গেল। একবাটি দুধ ও খানিকটা গুড় পাতে দিয়া সুলোচনা—"আচ্ছা থাক্, খেতে হ'বে না" বলিয়া চলিয়া গেল।

ফ্যালারাম পরম পরিতৃপ্তির সহিত দুধ-গুড়-ভাত একত্র মিশাইয়া সশব্দে আহার শেষ করিল।

তিন মাস পরে কুমার প্রদীপ নারায়ণ দেওয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন—"মৃত্যুঞ্জয়, আলোকে এখন থেকে ক'লকাতার স্কুলে ভর্ত্তি না ক'রে দিলে ওর লেখাপড়া ভাল হবে না, তবে ও সেখানে বড় একলা হ'য়ে পড়বে তাই ভাবছি যে, তোমার ফেলুকেও সেখানে ভর্ত্তি ক'রে দিলে তারও ভাল হবে আর আলোও একলা প'ড়ে যাবে না; কি বল তুমি —"

মৃত্যুঞ্জয় এ অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহে একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কয়েকবার মাত্র আজ্ঞে—হুজুর—ভিন্ন কিছুই বলিতে পারিল না; তারপর সামলাইয়া বলিল—"সে ত হুজুরের দয়া, তবে—তবে ফ্যালা বড় দস্যি, ওকে সামলানো এক দায়—"

কুমার বাহাদুর বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কেন—যখনই আমি ওকে দেখেছি বা ডেকেছি তখনই ত বেশ ধীর নম্রভাবে কথাবার্ত্তা বলে! তবে শুনেছি বটে ও গাছে টাছে চড়ে—তা ক'লকাতায় গেলে ত সে সুযোগ মোটেই পাবে না।"

মৃত্যুঞ্জয় কৃতজ্ঞতাভরে বলিল,—"আজ্ঞে সে আপননার ইচ্ছা, ও ত আপনারই, যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যাবে—"

স্থির হইল ফ্যালারাম কলিকাতায় যাইয়া স্কুলে পড়িবে।

মৃত্যুঞ্জয় গৃহিনীর নিকট কি করিয়া কথাটা পাড়িবে ও পাড়িলে কিরূপ অভ্যর্থনা পাইবে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে সায়াহ্নে কাছারী হইতে গৃহে ফিরিয়া দেখিল যে, সুলোচনা তাহার অগ্নিস্পৃষ্ট মুখখানা জলদগম্ভীর করিয়া উদাস নয়নে বসিয়া আছে।

অনেক ভাবিয়া মৃত্যুঞ্জয় সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিল—"দ্যাখো এই

গাঁয়ের মাইনর ইস্কুলে থেকে ফ্যালাটার লেখাপড়া কিছুই হচ্ছে না—”

সুলোচনা ধীরে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—“তাই বুঝি তাকে কুমার বাহাদুরের ছেলের সাথী ক'রে ক'লকাতার ইস্‌কুলে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রেছ!”

মৃত্যুঞ্জয় অবাক্ হইয়া চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—“হ্যাঁ, তা কি মন্দ হ'য়েছে? এখানে ওর লেখাপড়া হবে না, 'আর এখন না হ'লে ওটা চিরকাল যে মুখ্যু হ'য়ে থাক্‌বে; আজকাল দু'একটা পাশ না ক'রলে কেউই মানুষ ব'লে গণ্য হয় না; এত বড় সুযোগ কি আর জীবনে হবে?”

সুলোচনা চুপ করিয়া শুনিয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় আবার বলিতে লাগিল—“আর দ্যাখো, ফ্যালা হুজুরের নজরে প'ড়ে গেছে, নিজেই ওকে লেখাপড়া শেখাবেন, চাই কি শেষে ওকেই দেওয়ান ক'রে নেবেন হয়তো; ওর ভবিষ্যৎটাও ত আমাদের ভাবা উচিৎ—”

এবার সুলোচনা অনুচ্চকণ্ঠে বলিল—“কিন্তু ওরই বর্ত্তমানটা ভাবছো কি? এখনই ওকে সেই সহরে কে সামলাবে? আমাদের চোখের সামনেই যে তাকে এঁটে উঠ্‌তে পারি না সব সময়ে।”

মৃত্যুঞ্জয় হুজুরের জোগান যুক্তিটা পেশ করিয়া দিল, বলিল—“সেখানে ত আর আম জাম নারকোল গাছ নেই, কাজেই সে দস্যি-বৃত্তি করার সুযোগ পাবে না—”

সুলোচনা মুখ ফিরাইয়া বলিল,—“কিন্তু তার চেয়েও ঢের খারাপ—ট্রাম গাড়ী ঘোড়া মটর,—গুণ্ডা চোর ডাকাত—”

মৃত্যুঞ্জয়ের মাথায় এগুলি এতক্ষণ স্থান পায় নাই, তাই কি বলিবে

স্থির করিতে না পারিয়া ভাবিতে লাগিল, পরে বলিল—"সে ত সব বাড়ীর বাইরে ; গাড়ী ক'রে ইস্কুলে যাবে, সেখানে প'ড়বে আবার গাড়ী ক'রে বাড়ী ফিরবে, এতে গাড়ী ঘোড়া, চোর ডাকাতের ভয়টা কোথায় ?" তারপর সুলোচনাকে যেন নিশ্চিন্ত করিবার জন্য ও উৎসাহিত করিবার আশায় বলিল—"ক্যালায় লেখাপড়ার এমন সুযোগ আর হবে না, ওর ভবিষ্যৎটা দেখো—এমন সুযোগ—"

সুলোচনা আলস্যভরে যেন নিশ্চিন্ত হইয়াই বলিল—"বেশ, তুমি যদি তাই ভাল বিবেচনা করো তবে তাই হক—"

এত শীঘ্র ব্যাপারটায় এমন সহজ নিষ্পত্তি হইতে দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় একটু আশ্চর্য্যও হইল কিন্তু তাহা বহুক্ষণস্থায়ী হইল না।

ক্যালারাম কলিকাতায় চলিয়া গেল।

(৩)

যথা সময়ে আলোকনারায়ণ সসম্মানে প্রথম বিভাগে ও প্রফুল্লচন্দ্র অ-বিভাগে বি, এ, পাশ করিল।

আলোকনারায়ণের সসম্মানে পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ায় কলিকাতায় বাটীতে বহুৎ ধুমধামের সহিত ভোজ হইল ; তাহাতে অনেক গন্যমান্য ধনীব্যক্তি ও বহুতর উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী আসিয়া প্রদীপ-নারায়ণকে আশান্বিত ও আলোক নারায়ণকে আপ্যায়িত করিল।

কলিকাতার ধনী ও সরকারী কর্ম্মচারী সমাজে মিশিয়া রাজা সূর্য্যনারায়ণের পৌত্র প্রদীপনারায়ণের "কৌমার্য্যে" কিঞ্চিৎ বিতৃষ্ণা আসিয়া পড়িয়াছিল। আলোকনারায়ণের পরীক্ষার শুভ সংবাদে যে ভোজ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা অতি শীঘ্রই খানা পিনার আকার ধারণ

করিয়া লালগড়ের রাজকোষের মুদ্রাগুলির গাত্রে পক্ষোদ্গম করিয়া সেগুলিকে যথেষ্ট তৎপরতার সহিত ফারপো, পেলিটী, কেলনারের জামিন নিযুক্ত ক্যাসিয়ারের সমীপে উড়াইয়া আনিতে লাগিল। রেসে বহুবার অল্পবিস্তর অর্থদণ্ড দিয়াও জুয়াড়ী যেমন পরের বারের ভাগ্যের উপর বিশ্বাস করিয়া পকেট হাল্‌কা করিতে এতটুকু দ্বিধা করে না,—প্রদীপনারায়ণও নিজের "কৌমার্য্য" অবিবাহিত উপযুক্ত পুত্রের নামে ন্যায্যভাবে সংযোগ করিয়া—সেই কুমার পুত্রের "রাজপিতা" হইবার বাসনায় মৃত্যুঞ্জয়কে ঘন ঘন অর্থের জন্য তাগিদ দিতে লাগিলেন। প্রভুভক্ত দেওয়ান তাহা নানা উপায়ে সরবরাহ করিতে লাগিল।

শ্যামবাজারের বাড়ীতে বিলাত প্রত্যাগত ও সাহেব সমাজকে যথোপযুক্তভাবে অপ্যায়ন করায় অসুবিধা মনে হওয়ায় প্রদীপনারায়ণ সেখান হইতে গৃহস্থালী তুলিয়া চৌরঙ্গীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। ভাইস্-রয়েস কাপ দেখিবার নিমন্ত্রন পত্র পাইয়া প্রথমে প্রধান রেসগুলি, পরে প্রায় সবগুলিতেই উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কুমার প্রদীপ-নারায়ণ হইতে "রাজা—লালগড়ের" দূরত্বকে কমাইবার অপর শ্রেষ্ঠ উপায় দেখিলেন সরকারী চাঁদার খাতায়; কাজেই তাহাতেও তাহার নামের পরে বড় বড় সংখ্যাগুলি তাহাকে যেমন আশান্বিত করিয়া তুলিত, তেমনি তাহার নামের পূর্ব্বেই "কুমার" তাহাকে প্রায় অধৈর্য্য করিয়া ফেলিত; তাহার মনে আবার খানাপিনা প্রতীকারস্বরূপে পূর্ণ-উদ্যমে চলিতে লাগিল এবং তাহার প্রতীকার ভাবিয়া, রেস্ কোর্সে যে স্বর্ণ মৃগ কাহাকেও ধরা না দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তিনি তাহারই পশ্চাৎ ধাবন করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্ব্বোধ স্বর্ণমৃগ তাহাকে যেন ধরা দিতে আসিয়াই ছুটিয়া পলাইতে লাগিল।

এমন সময়ে কয়েকজন উচ্চপদস্থ ধনী বন্ধুর পরামর্শে প্রদীপ-নারায়ণ পুত্রকে বিলাত পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন ও সে সঙ্কল্প তাহাদের ইন্ধন পাইয়া শীঘ্রই কাজে পরিণত হইল। আলোকনারায়ণ ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত গমন করিল।

প্রভুপুত্রের বিলাত গমনের এক সপ্তাহ পরে মৃত্যুঞ্জয় বহুবার চেষ্টা করিয়া প্রদীপনারায়ণকে রাজকোষের হিসাব দেখাইতে সমর্থ হইলেন। কুমার বাহাদুর রাজকোষের অবস্থা দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, দেওয়ান বাবু, গোরখা মৌজা ইনিয়ট কোম্পানীকে বিলি করিয়া এত কম টাকা পাওয়া গেল কেন?"

মৃত্যুঞ্জয় একটু ঢোক গিলিয়া উত্তর দিল—"আজ্ঞে, আজ্ঞে হুজুর, একটু অপেক্ষা করতে পাল্লে হয়ত কিছু বেশী পাওয়া যেত কিন্তু লাট সাহেবকে পার্টি দেবার জন্য আপনি যে রকম তাড়াতাড়ি টাকা চেয়ে পাঠালেন, তাতে আমাকে তাদের সর্ত্তেই রাজী হ'য়ে শিগ্‌গির দলিল ক'রে সেলামীর টাকাটা নিয়ে তবে আপনাকে পাঠাতে পারলাম; তা না হ'লে লাটসাহেবের পার্টির টাকা জোগাড় হ'য়ে উঠতো না।" বুদ্ধিমান মৃত্যুঞ্জয় ঘোড় দৌড়ের টাকার কোনই উল্লেখ করিল না।

প্রদীপনারায়ণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"কেন সে টাকাটা কি তখন অন্য কোন রকমে জোগাড় হ'তো না—"

মৃত্যুঞ্জয় সুবিধা বুঝিয়া সবিনয়ে বলিল—"আজ্ঞে হুজুর, জানেন ত যে, বর্ত্তমান দেনার সুদটাও দেওয়া অসম্ভব হ'য়ে প'ড়েছে; এমন কি অনেকেই নালিশ কর্ব্বে বলে চিঠি দিয়েছে; আমি কোন রকমে তামাদি রক্ষে করে তাদের নালিশ কর্ত্তে দিই নি; এখন হুজুরের যে আদেশ হয় তাই পালন করবো!"

হুজুর অনেক প্রশ্ন করিলেন, বহু পন্থা দেখাইলেন, কিছু তর্কও করিলেন কিন্তু অবশেষে খান কতক কাগজে সই করিয়া তৎসঙ্গে গোটা কতক দলিল পত্রাদি দিয়া তখনকার মত নিশ্চিন্ত হইলেন।

মৃত্যুঞ্জয় সেগুলি লইয়া সসম্মানে ঘরের বাহিরে গিয়া একটু মুচকি হাসিল, আরো একটু দূরে গিয়া নিজমনে অস্ফুটস্বরে বলিল—'যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি', এবং তাহাতেই তাহার বিবেক অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গেল।

প্রায় সকল দেওয়ানই প্রথমে খাঁটী থাকে, তবে ক্ষমতা ও অধিকারের সঙ্গে প্রলোভন ও অবসর মিলিলে তাহাদের সুদৃঢ় সততা শীঘ্রই তরল হইতে আরম্ভ করে।

বম্বে মেল যেদিন আলোকনারায়ণকে লইয়া হুইসেল বাজাইয়া চলিয়া গেল, সেদিন তাহাদের বাড়ীখানি সত্যই অন্ধকার বোধ হইল এবং তদপেক্ষা অন্ধকার হইল ফ্যালারামের অন্তরখানি। বহু দিন যাবৎ সে সকলের অলক্ষ্যে রাত্রে বিছানায় শুইয়া নীরবে চক্ষু-জল ফেলিল। এত দিন পরে দারিদ্র্যের প্রতি তার এক অজানা রাগ আসিয়া পড়িল---ভাবিল, তাহার পিতার যথেষ্ট অর্থ থাকিলে সেও আলোকনারায়নের সহযাত্রী হইতে পারিত। বিলাত যাইয়া একটা দিগগজ পণ্ডিত বা প্রকাণ্ড সাহেব হইবার সখ তাহার মোটেই ছিল না; উপরন্তু বিলাত-প্রত্যাগত সমাজের উপর তাহার একটা অশ্রদ্ধাই ছিল। আলোকের বিলাত যাইবার প্রস্তাবে সে নিজের মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু আলোকের উৎসাহ দেখিয়া নিজেকে বিশেষ প্রফুল্ল ভাবে রাখিয়া তাহার উদ্যমে উৎসাহ দিয়া আসিয়াছিল। আলোকের সহিত একত্র থাকিয়া আলোকেরই গুণে তাহাদের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের ব্যবধান একেবারে ঘুচিয়া গিয়াছিল—যদিও বাড়ীতে

ফ্যালারাম যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত মিশিত। বিলাত হইতে ফিরিয়া সে আলোকনারায়ণকে ঠিক তেমনি বন্ধুভাবে পাইবে কিনা ভাবিয়া তাহার ক্ষুব্ধ অন্তর নিয়তই সংশয় দোলায় দুলিতে লাগিল।

আলোকের বিলাত যাইবার পর ছয় মাস কাটিয়া গেল। প্রথম তিন মাস ফ্যালারাম প্রতি সপ্তাহেই বিলাতের বিস্তৃত বিবরণসহ পত্র পাইত কিন্তু তাহার পর দু, এক সপ্তাহ যখন নিরাশ হইতে লাগিল তখন সে মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেও বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিল না; আলোকের পিতামাতার নিকট তাহার খবর লইয়া তাহার কুশল সংবাদে কতকটা নিশ্চিন্ত হইবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইত। ক্রমশঃ আলোকের চিঠি হ্রস্বতা পাইতে লাগিল, তাহাতে তাহার মনের শান্তির আবরণটি কখনো কখনো আলোড়িত হইত কিন্তু তাহার পত্রে কোনও অভিযোগ করিত না; এমন কি সেও প্রতি সপ্তাহ পত্র দেওয়া বন্ধ করিল এবং আকার ছোট করিয়া দিল। কিন্তু তাহাতেই যেন তাহার মনে নিজের বিলাত যাইবার আকাঙ্ক্ষা-বীজ সতেজে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল।

ফ্যালারামের এম, এ পড়িবার মাত্র একটা অস্পষ্ট ইচ্ছা ছিল কিন্তু আলোক চলিয়া যাইবার পর সে ইচ্ছাটুকুও যেন উপিয়া গেল; তদুপরি কেহই সে বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করিল না, যেন আলোকের পাঠাভ্যাসের সাহায্যের জন্যই তাহাকে পড়িতে হইত, এখন সে প্রয়োজন না থাকায় তাহারও পড়াশুনা আপনি বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু কলেজের পড়া বন্ধ হইলেও কুমারের কলিকাতার বাড়ীতেই থাকিয়া গেল ও তাঁহার লাইব্রেরীর মধ্যে পুস্তকের সঙ্গ পাইয়া সে কতকটা সান্ত্বনা পাইতে লাগিল। লাইব্রেরীতে প্রথমে কয়েকজন বিখ্যাত কর্ম্মবীরের জীবনী পড়িয়াই তাহার নিজের অলস জীবনের প্রতি

একটা ধিক্কার আসিল কিন্তু কি করিয়া সে নিজের জীবনটাকে দেশের ও দশের কাজে লাগাইবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া আরো উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। নিজের ক্ষমতা কত ক্ষুদ্র, কর্ত্তব্য কত বড়, কাজ যে কত দুঃসাধ্য এসব ভাবিয়া সে কোন থই পাইল না; তাহার উপর একদিকে আলোকের আপাতদৃষ্ট তাচ্ছিল্য ও অন্যদিকে কর্ম্মহীন জীবনের প্রচুর অবসর কিছুদিন তাহাকে যেন পিষিতে লাগিল।

তখন দেশে "গ্রামে ফিরিবার" একটা ধুয়া উঠিয়া ছিল; প্রত্যহই কাগজে, বক্তৃতায় পুস্তকে সে গ্রামের দুর্দ্দশার কথাই শুনিত কিন্তু তাহা যেন তাহার কানে বাজিয়াই মিলাইয়া যাইত, মনে কোন দাগ দিত না।

হঠাৎ এক রবিবারে সকালে বাড়ীতে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিল, সকলেরই মুখে এক কথা—এ সপ্তাহে আলোক পিতামাতা কাহাকেও চিঠি দেয় নাই। নিজের প্রতি তাচ্ছিল্যকে সে অনুভব করিলেও, যেন তাহা কতকটা স্বাভাবিক বা এমন কি অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মনে করিয়াছিল, কিন্তু পিতামাতার প্রতি এই ঔদাসীন্যের চিহ্নকে সে সহজে ক্ষমা করিতে পারিল না; কিন্তু তথাপি সে বরাবর আলোকের মাতার কক্ষে যাইয়া বিনাড়ম্বরে বলিল—"রাণীমা, আপনি আলো বাহাদুরের চিঠি না পেয়ে খুব ভাব্‌ছেন বুঝি? কিন্তু এতে আশঙ্কার কিছুই নেই, হয়ত এ সপ্তাহের মেল হঠাৎ ফস্কে গেছে, আস্‌ছে সপ্তাহে দুখানি চিঠিই একসঙ্গে পাবেন।"

রাণীমা বিশেষ চিন্তিত হইয়াই ছিলেন, একটু ভরসা ও সান্ত্বনা-বাণী শুনিয়া তাঁহার চিন্তা বাড়িয়াই গেল, বলিলেন—"তা হবে বাছা, কিন্তু বিদেশে বিভুঁয়ে আছে, খবর না পেলে প্রথমেই অসুখ বিসুখের কথাটা মনে আসে, ভগবান করুণ সে যেন ভালই থাকে"

ফ্যালারাম আরো ভরসা দিবার জন্য বলিল—"নিশ্চয়ই ভাল আছেন তিনি, আপনি ভাব্‌বেন না রাণী মা, আপনার আশীর্ব্বাদে তাঁর কোন অমঙ্গল হবে না।"

অসুখ বিসুখের উপর অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কা আসিয়া রাণীমার চিন্তা দ্বিগুণ করিয়া দিল। নানা প্রকার অমঙ্গল বিপদ-আপদের ভয় আসিয়া তাঁহার মাতৃবক্ষ শঙ্কিত করিয়া তুলিল। ফ্যালারামও দেখিল পুত্রের বিপদভীতি মায়ের মুখখানিকে কালিমালিপ্ত করিয়া দিল, বুঝিল সে যে কাজ করিতে আসিয়াছিল তাহাতে একেবারেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, বুঝিয়া নিজেই যেন অপরাধী বোধ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

রাণীমা এতক্ষণে ফ্যালারামের মুখের দিকে চাহিয়া তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন—"তাই হবে ফেলু, বোধহয় সে চিঠি পোষ্ট ক'রতে দেরী ক'রে ফেলেছিল। সত্যিই ত এতে আর ভাব্‌নার কি আছে?"

ফ্যালারাম একবার রাণীমার সস্মিত মুখের দিকে চাহিয়াই চক্ষু নত করিয়া কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। নিজের ঘরে গিয়া কুমার বাহাদুরের অনুমতি লইবার পূর্ব্বেই তাহার মাতাকে চিঠি লিখিল—সে আগামী সোমবার গ্রামে যাইবে।

পত্র লেখা শেষ হইলেই তখনকার গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তনের ও গ্রামের উন্নতি বিধানের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলির একটি বিশেষ দিক তাহার নজরে পড়িল। তাহার কাঙ্গালিনী মায়ের সঙ্গে ভগ্নজীর্ণ গ্রামের কথা যুগপৎ মনে পড়িয়া—তাহাকে তাহার মায়ের ও গ্রামের দিকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু আগামী রবিবার অবধি তাহাকে কলিকাতায় থাকিতেই হইবে, আলোকের খবর না পাইয়া কেমন করিয়া সে কলিকাতা ছাড়িতে পারে? দুস্থ গ্রাম তাহাকে যতই ডাকুক না

কেন, দুঃখিনী মা তাহাকে যতই না আকর্ষণ করুক—আলোকের খবর যে তাহাকে পাইতেই হইবে। সে অধীর হইয়া রবিবারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু সে রবিবার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পাইল না। সেইদিনই সন্ধ্যায় মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া খবর দিল তাহাকে কালই লালগড়ে যাইতে হইবে—তাহার মায়ের সাংঘাতিক পীড়া, বিলম্বে দেখা নাও হইতে পারে।

সে পরদিন প্রত্যূষে রওনা হইবার পূর্ব্বে সরকার নিবারণ ঘোষকে বলিয়া গেল যে, রবিবারে আলো বাহাদুরের চিঠি আসে কিনা, তাহা যেন অবিলম্বে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া জানায়। সরকারকে ঠিকানা লেখা একখানি পোষ্টকার্ড দিতেও সে ভুলিল না।

মৃত্যুঞ্জয় ও ফ্যালারাম বাড়ী পৌছিয়া দেখিল—বিষম জ্বরে সুলোচনা অজ্ঞানপ্রায় হইয়া শুইয়া আছে। গ্রামের ডাক্তার রোগিণীকে দেখিয়া জ্বর টাইফয়েড বলিয়াই স্থির করিয়া গিয়াছিল, প্রয়োজনীয় ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া বলিয়া গেল যে, এ রোগের নিরাময় শুশ্রূষার উপরেই নির্ভর করে।

মৃত্যুঞ্জয় ও ফ্যালারাম উভয়েই সুলোচনার পরিচর্য্যায় প্রাণপণে লাগিয়া গেল। মাঝে মাঝে দেওয়ান বাহাদুরকে অত্যাবশ্যকীয় বৈষয়িক কার্য্যের অনুরোধে কিয়ৎক্ষণের জন্য সুলোচনার শয্যাপার্শ্ব ছাড়িতে হইত কিন্তু ফ্যালারাম আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মায়ের সেবা করিতে লাগিল।

সোমবার আসিল, কলিকাতা হইতে ফ্যালারামের স্বহস্ত লিখিত ঠিকানা লেখা পোষ্টকার্ড যে খবর আনিল তাহাতে তাহার পরিচর্য্যা-শ্রান্ত দেহ ও ক্ষুব্ধ অন্তর এককালে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল; তথাপি তাহার মায়ের সেবার কোন ত্রুটি হইতে দিল না।

আর সাত দিন পরে মৃত্যুঞ্জয় ফ্যালাকে ডাকিয়া বলিল—"প্রফুল্ল তোমার শরীর বড্ড খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে, তুমি এখন থেকে আর অতক্ষণ রোগীর কাছে থেকো না, এখন ত যতুর মা সবই কর্ত্তে পারে।" কয়েক দিবস পূর্ব্বে গ্রামের এক বর্ষীয়সী বিধবা রাতদিন থাকিয়া সুলোচনার সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ফ্যালারাম একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল—"না বাবা, আমার শরীর বেশ ভালই আছে, আমি আর কি-ই বা করি, আর এখন ত মা একটু ভালর দিকেই যাচ্ছে।"

মৃত্যুঞ্জয় ফ্যালারামের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের কারণ ধরিয়া রাখিয়াছিল—তাহার মায়ের অসুখ। কিন্তু তাহা অনেকটা সত্য হইলেও যখন তাহার মাতা একটু করিয়া আরোগ্যের পথে যাইতে লাগিলেন তখনও ফ্যালারামের গাম্ভীর্য্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া গেল।

আর সাত দিন পরে সুলোচনার জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গেল। সুলোচনা কয়েক দিন হইতেই লক্ষ্য করিয়াছিল যে, পুত্রের মনে কিসের একটা উদ্বেগ তাহাকে সর্ব্বদাই ত্রস্ত করিয়া রাখিতেছিল। প্রথমে সেও মৃত্যুঞ্জয়ের মতই নিজের অসুখের কথা ভাবিয়া তাহাই তাহার কারণ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু দু'এক দিনের মধ্যেই সুলোচনা বুঝিল যে, তাহার এক-বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুত্রের মনে কিসের একটা চিন্তা প্রবেশ করিয়া তাহার মুখে কালিমা লেপন করিয়া দিতেছে ও সর্ব্বদাই তাহার ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করিয়া রাখিতেছে। ভাবনা যে কি প্রকার তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও যখন সুলোচনা কিছুই বুঝিতে পারিল না তখন তাহাকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করাই স্থির করিল।

সেদিন সুলোচনা সবে অন্ন পথ্য করিবে, ফ্যালারাম নিজেই লঘু পথ্য প্রস্তুত করিয়া মাতাকে খাওয়াইতে বসিল। সুলোচনা খাইতে বসিয়া

পুত্রের মুখপানে চাহিয়া দেখিল তাহার মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিয়াছে ; তাহাতেই খুব অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া খাইতে বসিল, কিন্তু যখন খাইতে না পারায় প্রায় সবই একধারে ঠেলিয়া রাখিয়া ফ্যালারামের দিকে চাহিল তখন দেখিল ফ্যালা একদৃষ্টে তাহার থালার উপর চাহিয়া আছে অথচ তাহার মাতাকে খাইবার জন্য কোন অনুরোধ করিতেছে না। মাতা যে অনুরোধের অপেক্ষা করিতেছিল—তাহা নয়, তবে পুত্রের দৃষ্টি থালার উপর থাকিলেও মন কোন এক বহুদূর দেশে চলিয়া গিয়াছিল তাহা বুঝিতে সুলোচনার একটুকুও বিলম্ব হইল না, একটু অপেক্ষা করিয়া ডাকিল—"ফেলু—"

ফ্যালা সামান্য চমকিয়া থালা হইতে দৃষ্টি তুলিয়া মায়ের প্রতি চাহিল, চাহিয়াই থালার সমস্তই পড়িয়া আছে দেখিয়া ব্যস্তভাবে বলিল—"কৈ মা, তুমি ত কিছুই খেলে না ; ভাল হয় নি বুঝি—"

সুলোচনা একটু হাসিয়া বলিল—"খুব ভাল হ'য়েছে বাবা, বি, এ পাশ করা বামুন ঠাকুরের রান্না কি খারাপ হ'তে পারে ?"

সুলোচনার দৃষ্টি হাসির অন্তরালে প্রখর হইয়া উঠিল, দেখিল ফ্যালারাম হাসিল বটে কিন্তু তাহাতে এককালীন দীপ্তি দেখা গেল না। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই ফ্যালারাম নিজেকে সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—"যাই বল মা, বি,'এ ক্লাসে রান্না বান্না একেবারেই শেখায় না, শেখালে হয়ত এর চেয়ে ভাল রাঁধতে পারতাম ; তুমি আস্তে আস্তে ভাত ক'টা খেয়ে নাও ; তা না হ'লে গায়ে জোর পাবে কেন ?" সুলোচনা আপত্তি জানাইয়া উঠিতে গেল, ফ্যালারাম তাড়াতাড়ি মায়ের নিকট আসিয়া তাহার বাঁ হাতখানি ধরিয়া উঠিতে না দিয়া হাসিয়া বলিল—"লক্ষ্মীটী খেয়ে নাও মা, খেতেই হবে তোমাকে—ও ক'টা ভাত।"

সুলোচনা সস্মিত মুখে পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিল—"তুই কি

আমাকে জোর করে খাওয়াবি নাকি ফেলু?" ফ্যালারাম তেমনি হাসিয়া জোরের সহিত বলিল—"হ্যাঁ মা, তোমাকে জোর করেই খাওয়াব, না খেতে চাও যদি তাহলে আমি নিজেই খাইয়ে দোব।" "আচ্ছা আচ্ছা আমিই খাচ্ছি" বলিয়া সুলোচনা অল্প দুইটী ভাত মাখিয়া লইল।

এমন সময়ে মৃত্যুঞ্জয় বাহির হইতে হাঁকিয়া বলিল—"প্রফুল্ল তোমার একখানি বিলাতের চিঠি আছে।" মুহূর্ত্তে ফ্যালারাম স্তব্ধ হইয়া বসিল, তাহার মুখের ভাব আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সুলোচনা থালার উপর মাখা ভাতে হাত রাখিয়া একদৃষ্টে ফ্যালারামের দিকে চাহিয়া বুঝিল যে এই বিলাতের চিঠির মধ্যেই তাহার একটা অশান্ত অধৈর্য্যের কারণ আছে যাহার আভাষ সে ফ্যালারামের নিস্তব্ধ মুখাবরণের নীচে বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইল।

মৃত্যুঞ্জয় সেখানেই আসিয়া চিঠিখানি তাহার কাছে রাখিয়া বলিল —"এই নাও তোমার বিলাতের চিঠি—"

ফ্যালারাম কিছু না বলিয়া চিঠিখানি কুড়াইয়া লইয়া একবার দেখিয়া রাখিয়া দিল, আবার পূর্ব্ববৎ মায়ের দিকে হাসিয়া চাহিতেই দেখিল সুলোচনা থালার উপর হাত রাখিয়া বসিয়াই আছে। ফ্যালা আবদার করিয়া বলিল—"কৈ, মা, তুমি যে খাচ্ছ না? তবে কি খাইয়ে দিতে হবে নাকি?"

সুলোচনা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিল—"না বাবা আমি খাচ্ছি, তুমি পড় না, আলো বাহাদুর কি লিখেচেন পড়ে নাও"

ফ্যালারাম বলিল—"প'ড়বো'খন মা, তুমি খাও আগে দেখি তার পর—"

সুলোচনা প্রতিবাদ না করিয়া খাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ফ্যালারাম মাকে খাইতে আরম্ভ করিতে দেখিয়া চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। সুলোচনা খাইতে খাইতে ফ্যালার মুখে নানা ভাবের খেলা দেখিতে পাইল। প্রথমেই মুখে আনন্দের একটা ঢেউ খেলিয়া গেল, পরেই কেমন একটা ধাক্কার ভাব আসিয়া কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখে ছাইয়া রহিল, তারপর যেন বিরক্তি আসিয়া তাহার ভুরুযুগল কুঁচকাইয়া দিল।

সুলোচনা যাহা পারিল তাড়াতাড়ি খাইয়া উঠিয়া পড়িল। ফ্যালা আর একবার মিনতি করিয়া মাতাকে বসিতে বলিল কিন্তু মাতা বসিল না, স্নেহভরে বুঝাইয়া বলিলেন যে তাহার আর খাইবার রুচি নাই।

এমন সময়ে যদুর মা আসিয়া অবাক হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল —"ও মা, একি খাওয়া! সবই যে প'ড়ে রইল—"

ফ্যালা আস্তে আস্তে যাহা বলিল যদুর মা তাহা শুনিতে না পাইয়া তাহার অনুযোগ আবৃত্তি করিয়াই যাইতে লাগিল।

বৈকালে বাড়ী হইতে বাহিরে যাইবার সময়ে ফ্যালারাম শুনিল মৃত্যুঞ্জয় কাহাকে বলিতেছে—"আর বেশীদিন নয়, কুমার বাহাদুরকে শিগ্‌গিরই বাস্তুভিটে সমেত লালগড়।গ্রাম বাঁধা রাখতে হবে, সেটা হলেই চরম হয়ে দাঁড়াবে, তার ব্যবস্থাও আমি ক'রে দিচ্ছি—" সেই লোকটা তাতে কেমন একটা বেয়াকুবের মত উচ্চ হাসি হাসিল। সে কথা গুলি ফ্যালারামের কানে গেলেও সম্যক বোধগম্য হইবার মত অবস্থা ছিল না, কিন্তু সেই বিশ্রী হাসিটা তাহার কানে বাজিয়া যেন লাগিয়াই রহিল।

ফ্যালারাম বৈকালে গ্রামে যাইয়া গ্রামস্থ যুবকবৃন্দকে লইয়া একটা স্বাস্থ্য-সমিতি গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহাতে সে

তাহাদের বড় একটা উৎসাহ পাইতেছিল না কিন্তু তথাপি হাল ছাড়িয়া না দিয়া সে তাহাদিগকে তাহার পথে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল।

সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে সুলোচনা হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল—"হাঁরে, ফ্যালা, তোর বিলেতে যেতে খুব ইচ্ছা হয়, না?"

ফ্যালারাম মায়ের এ প্রশ্নে প্রথমে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, পরে হাসিয়া উত্তর দিল—"তুমি কি যে বল মা, বামনের হাতে চাঁদ ধর্‌বার আশা পোষণ করা উচিৎ মা?"

সুলোচনা তেমনি ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল—"বল না তোর ইচ্ছা করে কিনা, উচিৎ কিনা তা ত জিজ্ঞাসা কচ্চি না আমি"

ফ্যালারাম গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল—"না, মোটেই করে না"

সুলোচনা তবু প্রশ্ন করিল—"তবে তুই চাঁদে হাত দেবার কথা বল্লি কেন?"

ফ্যালা বলিল—"ও একটা কথার কথা মা, স্বীকার কচ্ছি ভুল যায়গায় বসান হ'য়ে গেছে"।

সুলোচনা বলিল—"না, আমি জানি তোর খুব ইচ্ছা তুই বিলেত যাস, কিন্তু টাকা কড়ির জন্য ইচ্ছাকে প্রকাশ করিস্ না,—কেমন, তাই না?"

ফ্যালারাম এবার অনাবশ্যক গম্ভীর হইয়া বলিল—"কেন মা, আমি কি যথেষ্ট মুর্খ নই, যে সেদেশে গিয়ে সমস্ত হৃদয়-বৃত্তিটুকু খুইয়ে পালিস করা পশু হ'য়ে আস্‌তে হবে?"

সুলোচনা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন রে ফ্যালা, সেদেশে গেলে কি শুধু পশুই হয়? বড় পণ্ডিতও ত' হ'য়ে আসে অনেকে।"

ফ্যালারাম গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিল—"তা হ'তেও পারে—" ফ্যালারাম ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল; সুলোচনা ইচ্ছা স্বত্ত্বেও তাহাকে ডাকিল না।

বহুদিন পরে সেইদিন রাত্রে সুলোচনা মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত কতকটা অকারণ ঝগড়া করিল; পুত্রের মনের একান্ত ইচ্ছা বুঝিয়া সুলোচনা মৃত্যুঞ্জয়কে অনুরোধ করিল ফ্যালারামকে বিলাতে পাঠাইয়া দাও—। সুলোচনার সদ্য অসুখের কথা ভাবিয়া মৃত্যুঞ্জয় প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দিল, পরে সুলোচনা বিশেষ করিয়া ধরিতে মৃত্যুঞ্জয় রাগিয়া বলিল—"একশ, টাকা মাইনের দেওয়ানের পক্ষে ছেলেকে বিলেত পাঠান কি সম্ভব? তোমার আজগুবি কথা শুন্‌লে গায়ে জ্বর আসে—"

বহুদিন ঝগড়া ঝাঁটি না করিলেও সুলোচনার অভ্যাস একেবারে হারাইয়া যায় নাই, তদুপরি ফ্যালারামের শুকনো মুখখানি ক্রমাগতই তাহাকে নিঃস্বার্থভাবে ক্লিষ্ট করিতেছিল। ফ্যলারাম বি-এ পাশ করিয়াছে বটে কিন্তু যে কোন প্রকারে তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়া একটা দিগ্‌গজ ও খ্যাতনামা পণ্ডিত করিবার আশা সুলোচনা মনে মনে পোষণ করিত। মৃত্যুঞ্জয় সে ইচ্ছা তাহার মন হইতে একেবারে বাতিল করিয়া দিয়াছিল তাহা নহে। পুত্রকে বিলাতে পাঠাইবার সকল ব্যবস্থাই মনে মনে সে করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সে গভীর জলের মৎস্য, তাহাকে চারিদিক সামলাইয়া বাহিরের আবরণ ও দৃশ্য নিছক ঠিক রাখিয়া কাজ করিতে হয়।

সন্ধ্যায় মৃত্যুঞ্জয় আসিয়া সুলোচনাকে বলিল,—"ওগো শুন্‌ছো,—ফ্যালার বিয়ের সব ঠিক ক'রে এসেছি—"

সুলোচনা তটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ওমা, একেবারে ঠিক করে এলে কি? ফ্যালা যে কিছুতেই বে' করবে না ব'লে ধ'রেছে।

মৃত্যুঞ্জয় একটা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল—"সে সব আমি ঠিক ক'রে দিয়েছি, তাকে ব'ল্লাম যে বাড়ীতে আর দ্বিতীয় মেয়েমানুষ নেই, আমরা বুড়ো হ'য়েছি বিশেষতঃ তোমার অসুখ-বিসুখে দেখবার শোনবার একটীও প্রাণী সংসারে নেই; তোমার কথা ভেবেই সে বে' ক'রতে অমত প্রকাশ করে নি। তার পরে ব'ল্লাম যে তার যদি বিলেতে যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রতে পারি তবে তোমাকে দেখবার একটি লোকের ত বিশেষ দরকার হবে।"

উৎসুক হইয়া সুলোচনা জিজ্ঞাসা করিল—"তার বিলাতে যাবার খুব ইচ্ছা বটে কিন্তু মুখ ফুটে কিছুতেই বলে না; তা তোমাকে কিছু ব'ল্লে" ?

মৃত্যুঞ্জয় এবারেও সেই রকম হাসিয়া বলিল—"সে মুখে ব'ল্লে— বিলেতে গিয়ে কি হবে—কিন্তু ইচ্ছাটা তার ষোলআনা যাবার—"

সুলোচনা চিন্তিত হইয়া পড়িল, পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল— "অত খরচ কোত্থেকে দেবে ?"

মৃত্যুঞ্জয় এবার আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিল— "ওঃ বিলেতের ভারী ত খরচ, তা আর আমি দিতে পারি না!" —তার পর সামলাইয়া লইয়া বলিল—"যা কিছু সামান্য ক'রে নিচ্ছি তা ওর জন্যই রেখে যেতে চাই। তাই বিলেতের এক বছরের খরচ ওর শ্বশুরের কাছ থেকে আদায় কচ্ছি। ও গাঁয়ের হরিহর বাঁড়ুয্যের অনেক টাকা, একটি ছেলে একটি মেয়ে মাত্র। তা মেয়ের বিয়েতে আট দশ হাজার টাকা খরচ ক'রবে না সে? আমি ব'লেছি পাঁচটি হাজার টাকা নগদ দিতে হবে।"

সুলোচনা ভারীগলায় উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তা ত' হ'লো, মেয়েটি কেমন তা দেখেছো কি ?"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল—"তা আর দেখিনি? দেখ্‌তে শুনতে বেশ, সব রকম কাজ জানা আছে, অতি লক্ষ্মী ঠাণ্ডা প্রকৃতির—আজকালকার নাচিয়ে গাইয়ে মেয়ে নয়। রংটি বেশ ফরসা, বয়স বছর চৌদ্দ, স্বাস্থ্যও বেশ ভাল—আর তার উপর দশটি হাজার টাকা—আর কি চাই বল?"

সুলোচনা কতকটা আশ্বস্ত হইল, পুত্রের বিবাহের দিনের কথা মনে হওয়ায় তাঁহার চক্ষের পাতা ভিজিয়া আসিল; পর মুহূর্ত্তেই বিবাহের পর পুত্রের বিলাত গমনের সম্ভাবনা মনে আসায় তাঁহার সিক্ত চক্ষু বহাইয়া জল গণ্ডে আসিয়া পড়িল। পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির কল্পনা করিয়াও সুলোচনা অশ্রুবারি রোধ করিতে পারিল না।

ফ্যালারামের বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে তাহার বিলাত রওনা হইবারও দিনস্থির হইয়া গেল; উভয় দিকেই সাজ-সরঞ্জামের বায়না চলিতে লাগিল।

যথাসময়ে সুলোচনা বধূ বরণ করিয়া গৃহে আনিল। ফ্যালারামের শ্বশুর শ্বাশুড়ী ধরিয়া বসিল যে বছর খানেক পরে ফ্যালা বিলাতে যাইবে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় যেন পুত্রকে বিলাত পাঠাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই উভয় পক্ষের মধ্যে—একটা রফা হইয়া ছয় মাস পরে ফ্যালা নববধূকে মাতার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া মাতাকে প্রাণপণ সেবা যত্ন করিবার উপদেশ দিয়া একদিন শুভক্ষণে বিলাত রওনা হইল।

(৪)

"বলি ও গিন্নি, শুন্‌চো, সোনা-মাকে বিলেতে নিয়ে গিয়ে সেখানে একটা অবস্থাপন্ন কুলীন সাহেব-বাচ্চার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দোব'খন; কেমন সুন্দর জামাই ক'রে দিই দেখো, আর লেখা পড়া ত জান্‌বেই, এমনি ইংরিজি ব'ল্‌বে যে, সকলকে তাক্ লাগিয়ে দেবে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই যতীন বাবুর গাম্ভীর্য্য লোপ পাইল; কিন্তু গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিও বেশীক্ষণ বিরাজ করিতে পারিল না।

গৃহিণী চারুবালা ভারী মুখে উত্তর দিলেন—"তা তুমি যাই বল না কেন, আমি ঘটক ঘট্‌কীর একটি সম্বন্ধও পছন্দ ক'রতে পাচ্ছি না—"

বাহিরে ঘটককুল ও অন্দরে ঘট্‌কী ঠাকুরাণীদের দল অনেকগুলি যথাসম্ভব ভাল পাত্রের সন্ধান আনিয়া দিয়াছে কিন্তু যতীনবাবু ও তাহার স্ত্রী তাঁহাদের একমাত্র আদরের কন্যার উপযুক্ত পাত্র তাঁহার মধ্য হইতে খুঁজিয়া পাইলেন না। চেহারা, অবস্থা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই চতুবর্গের একত্র সমন্বয় তাঁহারা কোথাও দেখিতে পাইলেন না। ঘটককুল তাহাতেও যাতায়াত ছাড়িল না; কেননা, একবার আসিয়া অনেক বকিয়া ঝকিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া, মার্ব্বেলমেঝের উপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, জলযোগ সারিয়া ট্রাম ভাড়া বাবদ কিছু লইয়া দু' এক দিনের সংসার খরচ চালাইবার উপায় করিয়া প্রত্যাগমন করিত।

বাহির হইতে অন্দরে আসিয়া গৃহিণীর মুখ ভার দেখিয়া কর্ত্তা বুঝিয়া লইয়াছিলেন; ভাবিলেন একটা উপহাস করিলে মেঘ কাটিয়া যাইবে, সাধারণত যায়ও তাই কিন্তু এবার এমন পরিহাসটি বৃথায় গেল।

সবে বি, এল, পাশ করা পুত্র বিনয় কি প্রয়োজনে মায়ের নিকট আসিয়াছিল; পিতার সাহেব-জামাতা করার প্রস্তাবে মাতার সজোর অসম্মতি না দেখিয়া উপরন্তু রাজ্যের পাত্রবৃন্দকে একেবারে নাকচ্ করিতে দেখিয়া বিনয়ের মনে ধাঁ করিয়া যে ভাবটা খেলিয়া গেল তাহা কাগজে তুলিলে এইরূপই একটা কিছু দাঁড়ায়—"ফুটবল গ্রাউণ্ডে গোরাগুলোকে কায়মনোবাক্যে শ্যালক সম্বোধন করার ফলে শেষে কি ওদেরই একটা ভগ্নীপতি হ'য়ে দাঁড়াবে নাকি!"

বিনয়ের ভাবনাটা নিতান্ত অমূলক নহে, কেননা তাহার পিতা মাস দেড়েকের মধ্যেই স্ত্রীপুত্রকন্যা সমভিব্যবহারে বিলাত যাত্রা করিতেছেন; যতীনবাবু গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোনও কমিশনে ছ' মাসের জন্য বিলাত প্রেরিত হইতেছেন; প্রথমে একলা তাহারই যাওয়া স্থির হয়; তার পর ভাবিয়া দেখিলেন যে, আজকাল অনেক বাঙ্গালী মহিলারা ইংরাজী ভাষা বা আদব-কায়দা কিছু মাত্র না জানিয়াও বিলাতে যাইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়া দিতে পারেন। বিশেষ গোঁড়া হিন্দুকুলবধূ হইয়া চারুবালা প্রথমে ভয় পাইয়া অল্প বিস্তর আপত্তি প্রকাশ করিলেও অবশেষে স্বামীর ভরসায় বিলাত গমনে স্বীকার করিলেন।

দারিদ্রের নিকট সখ ঘেঁসিতে পারে না; কিন্তু যতীন বাবু কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী বংশের একমাত্র পুত্র; নির্দ্দোষ সখের শেষ বা সীমা তাঁহার কিছুই ছিল না।

যতীনবাবু গৃহিণীকে তদবস্থায় চিন্তাকুল দেখিয়া যেন আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন—"দ্যাখো, এই দেড় মাসের মধ্যে সোনা-মার বে' দেওয়া ঘ'টে উঠ্‌বে না—আমরা বিলেত থেকে ঘুরে এসে ধীরে-সুস্থে ওর বে' দোবো।"

গৃহিণীর মনে একটা উপায় উঁকি মারিতেছিল—তিনি হঠাৎ

হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা বিলেতেও ত অনেক বাঙ্গালী ছেলে আছে, সেখানে দেখলেও ত হ'তে পারে না কি?"

যতীন বাবু গৃহিণীর পরামর্শের যুক্তিটা চট্ করিয়া লইয়া তাঁহার বুদ্ধির তারিফ্ করিয়া বলিলেন—"ঠিক ব'লেছো গিন্নি, এ উপায়টা ত আমার মাথায় ঢোকে নি—তা দেখো এই চাকর-বামুন সবই ত নিয়ে যাচ্ছি সেখানে,—বাকী শুধু একটি ঘটক—তা একজন ভাল ঘটক মাইনে ক'রে নিয়ে যাই, কি বলো? সেখানে ত' ঘটকের ব্যবসাটা একেবারে অচল কিনা—"চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, পুত্র সেখানে নাই—তাই একটু গলা নামাইয়া বলিলেন "সে দেশে ঘটকের দরকার হয় না, ছেলে মেয়েরা নিজেরাই দেখে শুনে রীতিমত "কোর্ট" ক'রে তবে বিয়ের কথা পাড়ে। তোমার মেয়ে যদি তাই করে আমার কোন আপত্তি নেই তবে কি জানো অমন সুন্দর মুক্তার মালাটি বাঁদরের গলায় পড়বার সম্ভাবনা আছে তাতে; আহা সোনা-মা আমার।"

চারুবালা এতক্ষণ হাসিতে হাসিতে বিলাতী রীতি নীতির কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিলেন; আজকাল ও-দেশী কথা একটু মনোযোগ দিয়াই শোনেন; তাই এতক্ষণ কিছু বলেন নাই, কিন্তু আদরের মেয়ের কথা হইতেই তিনি বলিলেন,—"আহা কী যে বলো তুমি, আমার সোনা অমন নয়, আমরা যার হাতে তুলে দোবো ও সেখানেই সুখী হয়ে যাবে।"

যতীন বাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—"কিন্তু যার হাতে তুলে দেবে সে যদি ওকে সুখী হয়ে থাকৃতে না দ্যায়—"

চারুবালা বুকের মধ্যে একটা ছোট-খাটো অজানা আতঙ্কের ধাক্কা অনুভব করিলেন তাই হাসিমুখ গম্ভীর হইয়া গেল, বলিলেন,—"ছিঃ

ওকথা বল্‌তে নেই তা কেন হবে? ভগবান করুণ ও যেন সুখী হয়।" তাঁহার যুক্তকরদ্বয় আপনিই কপালে উঠিল, মস্তক অবনত ও চক্ষুদ্বয় নিমিলীত হইয়া গেল। যতীনবাবু গৃহিনীর প্রশান্ত মূর্ত্তির দিকে চহিয়া স্থির! হইয়া সেই প্রাণভরা মুহূর্ত্তের প্রার্থনায় যোগদান করিয়া কায়মনোবাক্যে কন্যার কল্যান কামনা করিলেন।

এমন সময়ে যতীন বাবুর পঞ্চদশবর্ষোত্তীনা কন্যা কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—"মা সেই মেমটী এসেছে, আমি এতক্ষন তার সঙ্গে গল্প কচ্ছিলুম; খুব ভাল মেয়েটী মা, একেই রেখে দাও।"

যতীন বাবু বলিলেন—"আচ্ছা, তোমার যদি পছন্দ হয়, তবে একেই রাখা যাবে। চল তাকে দেখে আসি, সে সবদিক মানিয়ে চলতে পারবে কি না?"

কন্যা উৎসাহের সহিত বলিল—'হ্যাঁ বাবা খুব পারবে, হিন্দি ত বেশ ভালই জানে আর বাংলাও বেশ জানে, বুঝ্‌তে কোন কষ্ট হয় না—"

সকলে উঠিয়া কন্যার পাঠাগারে চলিলেন। ঘরে ঢুকিতেই মেম সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া যতীন বাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে নমস্কার করিল, তাহাতেই যতীন বাবু মনে মনে তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"বাঃ আপনি যে বাংলা আদব কায়দাও জানেন তা বেশ, বসুন, বসুন।"

মেম সাহেব সপ্রতিভ ভাবে বলিল'—"আমি যে দু'বছর ব্যারিষ্টার চৌধুরি সাহেবের বাড়ীতে গভর্ণেস ছিলাম"

যতীনবাবু বলিলেন,—"তাই নাকি তা বেশ তবে আসল কথাটা হচ্ছে যে, আমার স্ত্রী ও মেয়েটি বিলিতি ভাষার আদব-কায়দা মোটেই জানে না। ইংলণ্ডে গিয়ে ওরা যেন কখনো বেকুব না ব'নে যায়, ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়াটাই হচ্ছে আদত দরকার, তা পাল্লেই হলো।"

মেম সাহেব হাসিয়া বলিল—"বাঃ—তা আর পারবো না। আমি ত

ওই সমাজেই মানুষ হয়েছি; ওখানকার নিয়ম-কানুন আদব-কায়দা আমার সবই জানা আছে। এমন কি বিলাতে রাজারাণীর দরবারের আদব-কায়দাও আমি শিখেছি।"

যতীন বাবু হাসিয়া বাধা দিয়া বলিলেন—"না না, ওরা কখনো রাজার দরবারে যাবেন টাবেন না; এই সাধারণ জীবনে যেটুকু নিয়ম কানন দরকার সেইটুকু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারলেই হবে।"

মেম সাহেবও হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ তা এরা খুব পারবেন, তার জন্য মাত্র একটা জিনিষ দরকার; সাধারণ প্রকাশ্য স্থলে বেরিয়ে যদি ওরা মনে করেন যে, বাহিরের জনসাধারণ কেউই ওদের দিকে একেবারেই কোন রকম নজর দিচ্ছেন না, অথবা সকল লোকই ওদের খুব নিকট আত্মীয় বন্ধু তা হ'লে ওদের ওই জড় সড় ভাবটা কেটে যায়, তার পর বিলিতি সভ্যতা আর আমাদের ভারতীয় সভ্যতা দুটোতে খুব তফাৎ দেখা যায় না। খালি সহজ হ'য়ে চলতে ফিরতে পারাটাই দরকার, তারপর আর যা কিছু তা জানতে বেশী দিন লাগে না।

তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া অন্যান্য বিষয়ে কথোপকথন চলিল; সকলেই মেম সাহেবকে বেশ পছন্দ করিলেন, তাহার সপ্রতিভ কথা সসম্মান আচার সলজ্জ ব্যবহার যতীন বাবু ও তাঁহার গৃহিনীকে মুগ্ধ করিল। চারুবালা তাহাকে কন্যা সম্বোধন করিলেন, সোনা— দিদি ভাই—বলিয়া তাহার সহিত একেবারে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ফেলিল। যতীন বাবু সব ঠিক করিয়া তাহার ঠিকানা জানিয়া লইলেন। নাম মিমি ক্লেটন্, বিধবা মাতার সঙ্গে ম্যাঙ্গো লেনে একটা ফ্ল্যাট লইয়া থাকে; তাহার মাতার শরীরে পর্তুগীজ রক্ত প্রত্যক্ষ ভাবে বিদ্যমান, তাহার পিতা দানাপুরের বেকার,

রেলে ভাল কাজ করিতেন তিনি বিবাহের পূর্ব্বেই ধর্ম্ম ও নাম বদ্‌লাইয়া পূরাদস্তুর সাহেব বনিয়া গিয়াছিলেন।

মিমি গভর্ণেস্ বহাল হইল। চারুবালা তাহাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, সে যেন ঠাকুর ঘরের দিকে ও রান্নাবাড়ীর ভিতর কখনো না যায়। মিমির আগমনে চারুবালার যতটা অসুবিধা ও অস্বস্তি হইবে ভাবিয়া তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সুচতুর মিমির সুকৌশল ব্যবহারে চারুবালা তাহা বিশেষ বোধ করিলেন না; উপরন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি সেই আধা সাহেব আধা বেহারী মেয়েটার প্রতি স্নেহকরুণা বিতরণ করিয়া ফেলিলেন।

বিনয় কুমার বি, এল পাশ করিয়া হাইকোর্টে বাহির হইতেছিল। পিতার বিলাত গমনের সংবাদে সেও ধরিয়া বসিল যে, বছর খানেক সেখানে থাকিয়া সে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবে। যতীন বাবু তাহাতে তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়াছিলেন। তাহার পর কখনো স্ত্রীকন্যা ছাড়িয়া না থাকার ফলে ছ'মাস বিদেশে তাহাদের ছাড়িয়া থাকিতে তাঁহার মন একেবারে বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীকে সেখানে লইয়া যাইতে পারিবেন কিনা সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল; তাই তিনি একদিন নিরালায় স্ত্রীকে ডাকিয়া বিলাতে বদ্ মেয়েরা কি করিয়া এদেশী ছেলে যুবা প্রৌঢ় এমন কি বৃদ্ধদেরও বশ করিয়া একেবারে ভেড়া বানাইয়া দেয় তাহার বেশ পরিষ্কার একখানি ছবি-গল্প বলিলেন; তখন গৃহিনী পিতাপুত্রের বিলাত গমনে বাধা দিয়া বসিয়াছিলেন; কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কমিশনে তাঁহাকে ত যাইতেই হইবে। তখন যতীন বাবু প্রতিকার বাহির করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা সপরিবারে সেখানে গেলে কাহারও কোন ভয় থাকেনা এবং চারিদিক বজায়ও থাকে। গোঁড়া হিন্দু মনের চির

অবরুদ্ধ গৃহিণী চারুবালার বিলাত গমনে সম্মতির কারণ ইহাই। স্বামী পুত্রের মঙ্গলের জন্য এই অনতি-শিক্ষিতা হিন্দু রমণী নিজের শিক্ষাদীক্ষা ও আজন্ম সংস্কারের বিরুদ্ধে কতখানি লড়াই করিয়া, কতখানি ত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন তাহা কেহই জানিত না। কখনো কখনো তাঁহার মনে হইয়াছে—এত ছেলেরা আজকাল বিলাতে যায় কৈ তাহারা ত বেশ মানুষ হইয়াই ফিরিয়া আসে, তবে আমি এ বয়সে ম্লেচ্ছ দেশে যাইয়া কি করিব। পরক্ষণেই পতিপরায়না হিন্দু সতীর মনে হইয়াছে যে, স্বামী ইচ্ছা করেন যে, তিনি স্ত্রীপুত্র কন্যা লইয়া সেখানে যান তবে আমার তাহাতে বাধা হওয়া কোন রকমেই সঙ্গত নয়, তাঁহার কাজের বিচার আমার করাও উচিৎ নয়।

চারুবালা ছয় মাসের জন্য গৃহ দেবতার পূজার সবিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন, পূজাপার্ব্বনের ব্যবস্থাও করিয়া লোকজনের উপর সকল কাজের ভার বুঝাইয়া দিলেন।

যথাসময়ে সুট্‌কেস কেবিনট্রাঙ্ক আসিল, প্রয়োজনীয় পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইয়া বাক্সবন্দি হইল। ভাল দিন দেখিয়া কপালে দধির টিপ লাগাইয়া আঁচলে সিদ্ধি পাতা বাঁধিয়া তাঁহারা যাত্রা করিয়া রহিলেন। রাত্রে বম্বেমেলে উঠিয়া চারুবালা অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিলেন, সোনা মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল। গোটা কয়েক হাঁড়িতে পথের জন্য কিছু সন্দেশ রসগোল্লা ও দুটি পুঁটুলীতে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। লোকজনের মধ্যে সকল কাজে পারদর্শী বেয়ারা রামদাস ও গভর্ণেশ মিমি তাহাদের সাথী হইল।

(৫)

জুলাই মাসে রৌদ্র-স্নাত প্রশস্ত হাইড্ পার্কের মধ্যে বহুতর লোক বিচরণ করিতেছে; প্রণয়ী যুগল কোথাও কপোত-দম্পতীর মত একখানি বেঞ্চের প্রান্তে উপবেশন করিয়া নিজেদের মধ্যে বিশ্রান্তালাপে নিমগ্ন, কোথাও বা ঘণীভূতবাহুবদ্ধ অবস্থায় ধীর পাদ বিক্ষেপে ভ্রমণ করিতেছে; কোথাও বা একদল বালক-বালিকা প্রজাপতি ধরিবার জন্য ছুটিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও বা ছোট পালওয়ালা কাঠের নৌকা সার্পেণ্টাইনের জলে ভাসাইয়া অশেষ আমোদ উপভোগ করিতেছে।

পার্কের মধ্যে অশ্বারোহনের জন্য বিস্তৃত রট্‌ন রোর পাশেই নাতিপ্রশস্থ মানব চলাচলের রাস্তার উপর দুইটি ভদ্রমহিলা ধীরে ধীরে গল্প করিতে করিতে পদচারণা করিতেছে। একটীকে দেখিলেই বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না; উজ্জ্বলশ্যামবর্ণের নিটোল কমনীয় মুখখানির মধ্যে সরল ভাবব্যঞ্জক প্রকাণ্ড দুইটি চোখ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে; গতি ধীর, গম্ভীর ঈষৎ ভীতিব্যঞ্জক যেন জোরে দ্রুতগতিতে চলিতে ভয় হয় কিন্তু তাহার মধ্যে কোন জড়তা বা স্থূলতার পরিচয় পাওয়া যায় না বরং প্রতি পাদক্ষেপেই বিবেচনা ও চিন্তা ব্যক্ত হইতেছে। অপরটিকে দেখিলে কোন দেশীয় সহজে বোঝা যায় না, গৌর বর্ণ মুখখানির মধ্যে কিছুই বিশেষত্ব ব্যঞ্জক নহে, চক্ষু চঞ্চল ঈষৎ কটা, গতিও যেন ধৈর্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করে। উভয়েরই পরণে সিল্কের সাড়ী।

প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"না, না, মিমি অমনি করে ছুটোছুটি করো না, আমি যে অত ছুট্‌তে পারিনা—"

মিমি যেন একটু বিরক্ত হইয়াই বলিল—"আচ্ছা সোনা, চার মাসের উপর হলো তুমি এদেশে এসেছো, এখনো তোমার কুণো ভাব গেল না? বুঝেছি রোর ওপারে ঐ একদল যুবক দাঁড়িয়ে আছে বলে তুমি যেতে ভয় পাচ্ছো, নয় কি?"

সোনা আপত্তি জানাইয়া বলিল—"না না, ভয় পাচ্ছি না তবে কি জানো, কি দরকার ওখানে গিয়ে; আরো ত অনেক জায়গা আছে বেড়াবার—"

বাঙ্গালী মনস্তত্ব ও মিশ্র মনস্তত্ত্বের কতখানি তফাত তাহা যেন অজ্ঞাতসারে স্পষ্ট দেখাইবার জন্য মিমি বলিল,—"আমাদের যদি ওখানে যেতে ইচ্ছা হয় তবে ওরা আছে বলেই কি আমরা যেতে পারবো না? এটা স্বাধীন দেশ তা জানো নাকি?

রট্‌ন্ রোর ওপারে ছেলের দলের একজন ইতিমধ্যে মিমির প্রতি চাহিয়া কি একটা ইসারা করিল, সোনা তাহা দেখিতে পায় নাই; তাই তাহাতে মিমি যখন হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল তখন সোনা অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এটা যে স্বাধীন দেশ তা জানি কিন্তু তাতে হাসবার কি আছে?"

মিমি হাসিতে হাসিতেই বলিল,—"না, হাস্‌বার কিছু নেই, কিন্তু তোমার যখন এত ভয় তখন তুমি তোমার মার আঁচল ধরে গাড়ীতে গিয়ে বোসো, দ্যাখো—আমি একলাই ওদের পাশ দিয়ে যেখানে খুসী সেখানে গিয়ে মিনিট পনেরো পরে গাড়ীতে গিয়ে বস্‌বো, যাও তুমি মার কাছে যাও,—টুট্‌লু ডিয়ার—"

মিমি হাসিতে হাসিতে সোনার দিকে মুখ ফিরিয়া পিছু হটিয়া রট্‌ন্ রো পার হইতে লাগিল। সোনা কিছু না বলিয়াই তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া অদূরে তাহাদের মোটরকারের দিকে চলিল। রাস্তার

অপর পার্শ্বে যাইতে না যাইতে সোনা কাহার চীৎকার শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল যে একজন একটা ক্ষিপ্ত ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া প্রাণপণে ঝুলিয়া রহিয়াছে, ঘোড়াটী তাহাকে কিছুদূর টানিয়া লইয়া গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল, ঘোড়ার পিঠ হইতে সোয়ারী নামিয়া তাহার হাত হইতে লাগাম লইয়া ঘোড়াকে ঠাণ্ডা করিতে করিতে তাহার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। আর একজন ভদ্রলোক অজ্ঞানপ্রায় মিমিকে দুইহাতে তুলিয়া পাশেই একখানি খালি বেঞ্চের উপর শোয়াইয়া দিল।

সোনা সেইখানেই কাষ্ঠপুত্তলিকার মত একেবারে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরেও সে মিমির কাছে যাইতে পারিল না; বাঙ্গলী যুবকদ্বয়কে দেখিয়া তাহার মনে বাংলা দেশের পর্দ্দা-সংস্কার জাগিয়া উঠিল; সে দ্রুতপদে গাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

যে যুবক লাগাম ধরিয়া ঝুলিয়া ঘোড়াটিকে দাঁড় করাইয়াছিল সে দ্রুতপদে সেই বেঞ্চির নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোথাও লেগেছে নাকি ওঁর, আলো?"

আলো উত্তর দিল—"না লাগেনি কোথাও, কিন্তু মহিলাটি হঠাৎ পিছন ফিরে—পাগলা ঘোড়াটা ওর উপর এসে পড়ে পড়ে দেখেই ভয়ে মূর্চ্ছা গেছেন,—"

এমন সময় মিমি চোখ মেলিয়া চাহিল; আলো সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার কোথাও লাগেনি ত?" মিমি উঠিয়া বসিয়া একটু পরে বলিল না—"লাগেনি ধন্যবাদ,—"

আলো বলিল,—"আপনি একটু ভয় পেয়েছেন,—তা ভয় পাবারই কথা—তা বাড়ী যেতে পারবেন কি? না একটা ট্যাক্সি ডেকে দোবো?"

"না, তার কিছু দরকার নেই, আমার গাড়ী এখানেই আছে আমিই যেতে পারবো"—বলিয়া মিমি উঠিয়া দাঁড়াইতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, সে আবার বসিল। ততক্ষণে সেখানে বেশ জনকয়েক লোক জড় হইয়া গিয়াছিল।

মিমির সঙ্গিনীটিকে আলোক তাহাদের বিদায় সম্ভাষণের সময়ে দেখিয়াছিল। কিন্তু এখন ভিড়ের মধ্যে তাহাকে দেখিতে পাইল না। তাই সে মিমিকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার গাড়ী কোথায় আছে বলুন—আমি ডেকে এখানে নিয়ে আসি।"

মিমি হাত দিয়া দেখাইতে গিয়া দেখিল—মিষ্টার বোস্ ও তাহার পিছনে সোনা ভিড় ঠেলিয়া ব্যস্তভাবে তাহার দিকেই আসিতেছেন; দেখিয়া সে আর কিছু বলিল না।

তিনি আসিয়াই উদ্বিগ্নভাবে মিমিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি লেগেছে মিমি?।"

মিমি উত্তর দিল—"না, লাগেনি মিষ্টার বোস্, তবে এই ভদ্রলোক না ধর্‌লে লাগ্‌ত বোধ হয়"—মিমি আলোকে দেখাইয়া দিল।

মিষ্টার বোস্ আলোর প্রতি সকৃতজ্ঞ ভাবে বলিলেন—"ম'শায়, আপনি সাহস ক'রে যাওয়াতেই মেয়েটি সাংঘাতিক আঘাত থেকে বেঁচে গেছে, নইলে যে কী কাণ্ডই হ'তো।"

আলো বিনীতভাবে বলিল—"আজ্ঞে সে কথা কি বলছেন, উনি যে আঘাত পান নি, সেই ভগবানের দয়া—"

আরো গোটা কয়েক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ ব্যঞ্জক কথাবার্ত্তার পর মিষ্টার বোস্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নামটি কি জানতে পারি?"

আলোক বলিল,—"আজ্ঞে আমার নাম শ্রীআলোক নারায়ণ রায়।"

একটু বিস্মিতভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও আপনি কি লালগড়ের দীপনারায়ণের—"

আলোক মাথা নাড়িয়া বলিল,—"আজ্ঞে আমার পিতার নাম কুমার শ্রীপ্রদীপনারায়ণ রায়।"

ইত্যবসারে সোনা ধীরে ধীরে মিমির হাত ধরিয়া দাঁড় করাইল। লোকের ভিড় দেখিয়া মিষ্টার বোস্ বলিলেন,—"তবে ত দেখছি আপনি আমার খুব চেনা হওয়া উচিৎ, আপনার বাবার সঙ্গে আমি হিন্দু স্কুলে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে একসঙ্গে পড়েছিলাম; তা চলুন, ঐ দিকে যাওয়া যাক্, এখানে ভিড় জমে গিয়াছে দেখ্‌ছি।

প্রফুল্লকে দেখিয়া মিষ্টার বোস্ আলোকে বলিলেন,—"উনি বুঝি আপনার বন্ধু," তার পর প্রফুল্লকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আসুন, আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন না।"

আলোক বলিল,—"হ্যাঁ, উনি আমার বন্ধু, দুর্দ্দম সাহস ওর, ওই ত পাগলা ঘোড়াটার রাস্ ধরে, প'ড়ে তার গতি হ্রাস করে দিয়েছিল, তা না হলে ঘোড়াটা ঠিক ওঁর ঘাড়ে এসে পড়্‌তো।"

মিষ্টার বোস সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বলিলেন,—"ও তাই নাকি? আপনার অদ্ভুত সাহস ত, আপনার নামটি কি?

এতক্ষণে প্রফুল্লর গলা শোনা গেল, বলিল,—"শ্রীপ্রফুল্লকুমার চ্যাটার্জ্জী।"

সকলে গাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে মিষ্টার বোস্ বলিলেন,—"আপনারা কি একবার আমার বাড়ীতে আস্‌তে পারবেন এখন—তাহলে বড্ড সুখী হবো।"

আলোক প্রফুল্লর প্রতি চাহিল—প্রফুল্ল বলিল,—"আজ্ঞে আমাকে

আজই অক্সফোর্ডে যেতে হবে, আর ঘণ্টা খানেকও সময় নেই, এর মধ্যে গিয়ে ফিরে এসে হয়ত ট্রেন পাবো না।"

মিষ্টার বোস জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনাকে কি আজই যেতে হবে?" প্রফুল্ল "উপায় নেই" বলিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"আবার কবে আসবেন?"

প্রফুল্ল বলিল,—"আমি দিন দশ পনেরো অন্তর একবার লণ্ডনে আসি, আর না হয় আমার বন্ধু অক্সফোর্ডে যান।"

তিনি দুঃখিত হইয়াই বলিলেন,—"তা হ'লে এবার শিগ্‌গির শিগ্‌গির এসে আমার ওখানে যাবেন বলুন।" প্রফুল্ল সম্মতি জানাইল। তারপর তিনি আলোকের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আপনি ত লণ্ডনেই থাকেন, আপনি আসতে পার্‌বেন না আজ?"

আলোক বিনীত ভাবে বলিল,—"আমার বন্ধুটিকে ট্রেনে চড়িয়ে দিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তখন হয়ত আপনাদের ডিনারের (সান্ধ্য ভোজনের) সময় হ'য়ে যাবে,—আমি কাল যাব—যদি অনুমতি করেন।"

মিষ্টার বোস্ তাহাতে আপত্তি জানাইয়া বলিলেন,—"তাতে কি, আর না হয় আপনিও দুটি ডাল ভাত খেলেন আমাদের সঙ্গে, আপনাদের বাড়ীতে ছেলে বেলা কত খেয়েছি।"

আলোক সম্মত হইলে যতীন বাবু গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। মিমি আলোক ও প্রফুল্লকে আবার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইল। নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের পালা শেষ হইলে মিষ্টার বোস আলোকে বাড়ীর ঠিকানা সমেত কার্ড দিয়া গাড়ী চালাইতে আদেশ দিলেন।

আলো ও প্রফুল্ল হাঁটিতে হাঁটিতে মার্ব্বল আর্চের দিকে অগ্রসর হইল। আলো কিছুক্ষণ পর বলিল,—"চলো প্রফুল্ল, কোথাও একটু

চা খেয়ে নেওয়া যাক এখানেই, ষ্টেশনের ক্লোক্‌রুমে তোমার সুটকেসটা ত রেখেই এসেছ, একেবারে ঠিক সময়ে ষ্টেশনে যাওয়া যাবে—কি বল ?"

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়িল।

আলোক জিজ্ঞাসা করিল,—"কিহে ভাব্‌ছো কি ?"

প্রফুল্ল আস্তে আস্তে বলিল,—"ভাব্‌ছি বিশেষ কিছু না,—" তারপর হাসিয়া বলিল—"ভাব্‌ছি যে সব মাটি ক'রে ফেলেছি, এত বড় একটা রোমান্সের সূত্রপাত হ'তে না হ'তেই মনে আপশোষ আস্‌ছে।"

"আপশোষ কিসের হে ?"

"কি জানি কেন মনে হ'চ্ছে যে যা'কে তুমি বাঁচালে সে যেন রোমান্সের মেয়ের উপযুক্ত সুন্দরী নয়,—নাঃ, কি একটা কোথায় গলদ্‌ আছে সেটা ঠিক ধর্‌তে পাচ্ছি না।"

আলোক বলিল,—"আমি বাঁচালুম কি রকম—তুমিই ত বিপদ-জনক কাজটা ক'রে ওকে বাঁচালে—আমি ত মাত্র ধ'রে ছিলাম।"

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল—"আরে—সে একই কথা, আমার ত আর রোমান্স হ'বার উপায় নেই, তোমার হ'য়েই আমি ধ'রেছিলাম ঘোড়াটা মনে করো।

আলোক বলিল—"ও বাবা, চোদ্দ বছরের বৌয়ের প্রেমে এতই হাবুডুবু খাচ্ছো।"

প্রফুল্ল ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিল,—"হাবুডুবু বল্‌লে বড্ডই মৃদু ভাবে বলা হয়; বলো নাকানি-চোবানি—সে যা হ'ক তুমি যদি মিষ্টার বোসের ছোট মেয়েটিকে রেস্‌কিউ (রক্ষা) ক'র্‌তে পার্‌তে তবে যেন আমার মনে কোনই গলদ্‌ থাকতো না।"

আলোক মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—"কেন বড়টির রং ত বেশ ফরসা—" প্রফুল্ল অমনি বলিয়া উঠিল—"কিন্তু ছোটটীর চোখদুটি কেমন বলত, অমন এক জোড়া চোখ আমি দেখেছি ব'লে মনে হয় না, তুমি কখনো দেখেছ কি?"

আলোক এবার ধীর ভাবে বলিল—"দেখেছি ব'লে ত মনে পড়ছে না, কিন্তু একেবারে অচেনা ব'লেও ত মনে হচ্ছে না।" তারপর তাড়াতাড়ি জুড়িয়া দিল—"চলো এখানে ঢুকে এক কাপ চা খেয়ে নি।"

উভয়ে রেস্তরাঁতে প্রবেশ করিল।

চা পান শেষ করিয়া তাহারা ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইল। ক্লোক্‌রুম হইতে সুটকেস্‌টা লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে পৌঁছিতেই গাড হুইসেল্ দিল। প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি সম্মুখের একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া পড়িয়া জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল—"চিঠি দিও কাল সকালে।"

আলো হাসিয়া বলিল—"তা কবে দিই না।"

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল—"ওঁদের খবরের জন্যে বল্‌ছি না—ওয়েল চিয়ারিও—"

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

লণ্ডনের মধ্যে অনেকগুলি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে, তাহার মধ্যে বড় বড় ষ্টেশন গুলিতে অল্পব্যয়ে স্নান, চুলছাঁটা, হাতমুখ ধোয়া ইত্যাদির সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আলো ধীরে ধীরে স্নানাগারের দিকে চলিল, সেখানে এক শিলিং দিয়া একটি স্নানকক্ষে ঢুকিয়া দিব্য আরামে গরম জলে স্নান করিয়া লইল। পকেট হইতে একখানি ছোট চিরুণী বাহির করিয়া কেশ প্রসাধন করিয়া ফিট-

ফাট হইয়া বাহির হইয়া আসিয়া একখানি বাসের উপরে সম্মুখের আসনে বসিয়া পড়িল।

যথাসময়ে মালবোরো রোডের নিকট আসিয়া রাস্তার নম্বর ঠিক করিয়া একখানি সুন্দর বাড়ীর সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া বেল (ঘণ্টা) টিপিল। একটু পরে রামদাস আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া করজোড়ে মাথা নত করিয়া অভিবাদন করিল। বিদেশে দেশী চাকর দেশীপ্রথায় অভিবাদন করাতে আলোকের মনে একটা আনন্দের ঢেউ খেলিয়া গেল। তারপর যখন সে ছড়ি ও টুপী লইয়া—এদিকে আসুন—বলিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল তখন আলোক রামদাসের নাম জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিল না। রামদাস সসম্ভ্রমে নাম বলিয়া ড্রইংরুমের দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল—"মিষ্টার রায়।"

ভিতরে বিনয় একলা বসিয়া একখানি খবরের কাগজ দেখিতেছিল, তাড়াতাড়ি সেখানি রাখিয়া, উঠিয়া আসিয়া বলিল,—"আসুন মিষ্টার রায়, আমরা আপনার জন্য অনেকক্ষণ থেকে প্রতীক্ষা কচ্ছি, আমার নাম শ্রীবিনয়কান্তি বসু, বাবা বলেছেন আপনি এলেই যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়, রামদাস ব'ল্‌তে গেছে তিনি এখুনি এলেন ব'লে।"

আলোক সামান্য শিষ্টাচারের দু একটি কথা বলিয়া একটি সোফার এককোণে বসিল। বিনয় ধীর শান্ত, সৌম্যমূর্ত্তি প্রিয়দর্শন যুবকটিকে দেখিয়াই বুঝিল যে, আলোক বাংলার কোন পুরাতন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। তাহার মুখের ও চোখের ভাবে এমনি একটা কোমলতা করুণা ও বিনয় প্রকাশ পাইত যে তাহা সহজেই লোকমাত্রেরই দৃষ্টি ও সদ্ভাব আকর্ষণ করে।

আলোক সাধারণতঃ আলাপে পটু, কিন্তু হঠাৎ সে কিয়ৎক্ষণের

জন্য ঈষৎ হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। একটু পরে সামলাইয়া আলাপ সুরু করিয়া দিয়া জানিল যে, বিনয় মিড্‌ল্ টেম্পলে ল' পড়ে এবং তাহা জানিয়াই দুই ভবিষ্যৎ ব্যারিষ্টারের মধ্যে একটা ভ্রাতৃভাবের বন্ধন আসিয়া পড়িল।

আলোক জিজ্ঞাসা করিল "আপনার ত চারটে টার্‌ম্ রাখ্‌লেই হবে, তার মধ্যে ত দুটো প্রায় হ'য়ে এল, আমাকে এখনও এক বছর এদেশে পচ্‌তে হবে।"

বিনয় অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন আপনার কি এদেশ পছন্দ হয় না?"

আলোক হাসিয়া বলিল,—"না, ঠিক অপছন্দ হয় না, তবে কি জানেন, আমরা বাঙ্গালীরা একটু কুণো, ঘরবাড়ী বাপ-মা ছেড়ে বেশী দিন বিদেশ ভাল লাগে না।"

বিনয় স্বদেশীয় নবপরিচিত বিদেশে-নিতান্ত-একলা যুবকটীর প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ-কণ্ঠে বলিল "প্রথম প্রথম নূতনত্বের ধাঁধা লাগে, তারপর স'য়ে গেলে বাড়ীর জন্য বড্ড মন কেমন করে না?"

আলোক হাসিয়া কথাটা যেন উড়াইয়া দিয়া বলিল "কিন্তু আপনি খুব আনন্দেই আছেন, এরকম মা বাবা ভাই বোনের সঙ্গে বিলেতে এসে শিক্ষা সম্পূর্ণ করার ভাগ্য কয়জনের হয়! এমন কি বাড়ীর পূরোনো চাকরটি পর্য্যন্ত এনেছেন?"

বিনয় হাসিতেছিল, বলিল,—"আমার সে সৌভাগ্য আর বেশী দিন নেই, মিষ্টার রায়, বাবার কাজ ত শেষ হ'য়ে এলো, আর মাস দুই-এর মধ্যেই এরা সকলেই চ'লে যাবেন, তখন আমাকে একলা এদেশে থাক্‌তে হবে।" বিনয়ের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল।

এবার বিনয়ের প্রতি আলোর সহানুভূতি প্রকাশের সময়, সে বলিল,

"তখন আপনার আমাদের চেয়েও কষ্ট হবে বটে কিন্তু সেই সময়ে এখানে কোন ভাল ইংরাজ-পরিবারে থেকে এদেশের রীতিনীতি গুলি ভাল ক'রে জেনে যাবার অবসর পাবেন সেও একটা মন্দ লাভ নয়।

এমন সময়ে রামদাস দরজা খুলিয়া ভিতরে দাঁড়াইল, মিষ্টার বোস্ "কৈ বাবা আলো এসেছ," বলিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাসিয়া আলোকে সাদর আহ্বান করিলেন। আলো উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুক্তকরে অবনত হইয়া অভিনন্দন জানাইল। মিষ্টার বোস তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিয়া নিজেও একখানি কৌচে বসিলেন।

আলোক দেখিল মিষ্টার বোস গরম গেঞ্জি পরিয়া তাহার উপর ধুতী ও মোটা ফ্লানেলের পাঞ্জাবী চড়াইয়া তাহার উপর ড্রেসিং গাউন পরিয়া আছেন। মিষ্টার বোস আলোকে তাহার পোষাকের দিকে ক্ষণিক দৃষ্টি দিতে দেখিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ বাবা, রাত দিন ঐ কোট প্যাণ্ট পরা আমার ভাল লাগে না, তাই আমি সন্ধ্যার পর এই ধুতী পাঞ্জাবী প'রে একটু আরাম করি।" তারপর রামদাসের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৈরে তোর মা আর দিদিমণিদের ডেকে দে, আলো ত আমাদের ঘরের ছেলে, যা তাদের ডেকে নিয়ে আয়।"

সেই সময়ে প্রথমে মিমি দরজা খুলিয়া ঢুকিল, পরে গৃহিণী ও কন্যা ঘরে আসিলেন। আলো উঠিয়া গৃহিণীর পদধূলি লইল, মিমি ও সোনাকে নমস্কার করিল। মিমিকে এখন একটি গাউন পরিতে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইল কিন্তু সেদিকে আর নজর দিল না।

মিষ্টার বোস গৃহিণীকে বলিলেন,—"এই হচ্ছে আলোকনরায়ণ, আমার ছেলেবেলার বিশেষ বন্ধু কুমার প্রদীপনারায়ণের ছেলে,

তার পর সোনার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"সোনা মা ইনি তোমার আর একটি দাদার মত, প্রণাম করো, তোমার এক জ্যাঠামশায়ের ছেলে।" সোনা কিছু না বলিয়াই নত হইয়া পদধূলি লইতে গেলে আলো সরিয়া বলিল,—"আহা ওকি করেন—হ'য়েছে—হ'য়েছে।"

সোনা পদধূলি লইতে না পারিয়া একটু অপ্রতিভভাবে সরিয়া দাঁড়াইল।

তারপর বিনয় মিমির সঙ্গে আলোর আবার আলাপ করিয়া দিয়া বলিল,—"ইনি হচ্ছেন আমাদের গভর্ণেস মিস্ মিমি ক্রেটন্, যাকে আপনি আজ খুব একটা দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়েছেন—"

আলো বিনয়ের কথা শুনিয়া একটা অজানা কারণে যেন হাঁফ ছাড়িয়া একটু সোয়াস্তি অনুভব করিল, কেমন যেন অকারণে বলিল, "ও, এরা তা হ'লে বোন নয়।"

প্রথমটা সে এমনি হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল যে, বিনয়ের কথার উত্তরে প্রতিবাদসূচক কোন কথা বলিতে, যাহা সাধারণত সে করিত, তাহাও করিতে পারিলনা। মিমি নমস্কার করিয়া আলোকে আবার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইল। তখন আলো—"আমি আর কি করেছি" ইত্যাদি দু একটি কথা বলিল।

মিষ্টার বোস আলাপ পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হইলে বলিলেন, —"দ্যাকো আলো, আমার দেশী মৌতাতটি আমি এখানেও বজায় রেখেছি, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে আমি সেটা এখানে আনিয়ে নিই।"

আলো ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া, ব্যস্তভাবে বলিল— "নিশ্চয়ই আনিয়ে নিন; আমার তাতে আপত্তি থাকবে কেন?"

বিনয় আলোর অবস্থা বুঝিয়া হাসিয়া বলিল—"বাবা আমাদের সকলকে বিলিতী হাওয়া খাইয়েই সন্তুষ্ট নন, তাঁর সখের গড়গড়া-টিকেও বিলিতী জল বদ্‌লিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—"

আলো হোঃ হোঃ করিয়া সরল উচ্চহাসি হাসিল। তাহাতেই যেন তাহার সমস্ত দ্বিধা কাটিয়া গেল। এখন সে বেশ সহজভাবেই সকলের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল, কিন্তু মাত্র সোনার উদ্দেশ্যে সে কোন কথাই বলিল না, সোনারও গলা সে শুনিতে পাইল না।

রামদাস গড়গড়া দিয়া গেলে সকলেই একটু আধটু হাসিলেন। মিষ্টার বোস নল মুখে দিয়া পুত্র-কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, —ত। তোমরা হাসই আর যাই করো—আমি আমার নল ছাড়্‌তে পারবো না, ও ছাই সিগারেটে আমার বড় সুবিধে হয় না—"

চারুবালা কথাটি তুলিয়া লইয়া আলোকে বলিলেন—"জানো বাবা ওঁর মস্ত অসুবিধে হ'চ্ছে যে উনি ধুতি প'রে আপিস যেতে পান না,—"

মিমি বলিল—"আর একটা অসুবিধে হচ্ছে যে খাবার পর পানের অভাবে সুপুরি মশ্‌লা চিবিয়েই খুসী থাকতে হয়—"

সকলের হাসির মাঝে বিনয় বলিল—"তার চেয়েও বড় অসুবিধে হচ্ছে ওঁর আফিসের চাকর জেমস্ তামাক সাজ্‌তে জানে না—"

মিষ্টার বোস্ নল ছাড়িয়া সোনার প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"কই সোনা-মা, তুই আমার একটা অসুবিধের কথাও কি বল্‌তে পাল্লি না—?—"

আলো সোনার দিকে চাহিল, তাহার চোখের সঙ্গে সোনার ড্যাবা ড্যাবা সরল চোখ দুটি মিলিত হইতেই সোনা অযথা অকারণ রাঙ্গা হইয়া চোখ ও মাথা নীচু করিয়া মিটি মিটি হাসিতে লাগিল।

মিষ্টার বোস্ তবু ছাড়িলেন না বলিলেন—"তুয়ো সোনা-মা তুই এদের কাছে একেবারে ভোঁকাটা হ'য়ে গেলি।"

সকলেই আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। আলো বলিল,—"আর একটা সম্ভবপর অসুবিধের কথা কিন্তু আমার মনে হয়েছে, এখানকার ভাতে-ভাত আলু-কপি বীন্ মাছ মাংস সেদ্ধ আর পোড়া, খেতে বোধ হয় একটু অসুবিধা হয়।"

মিষ্টার বোস হাসিয়া বলিলেন,—"না বাবা, ও-সব দিকে আমার মোটেই নজর নেই; ঐযে রামদাসটিকে দেখ্‌লে, ও একজন ভাল খানসামা বাবুর্চ্চি; আমি দেশ থেকে চাল-ডাল, ঘি-তেল, মশলা-পাতি সব এনেছি, নিয়মিত পাচকের বন্দোবস্তও ক'রে এসেছি; আর তারপর সোনার দিকে চাহিয়া বললেন,—"আমার সোনা-মা-টি রোজ সকাল সন্ধ্যায় আমার জন্য ভাল এক-একটা নিরিমিষ তরকারী তৈরী ক'রে দ্যায় কাজেই আমি ও সেদ্ধ বা পোড়া জিনিষ গুলোর কোন তোয়াক্কা রাখি না।"

সোনার মুখখানি আবার লাল হইয়া উঠিল কিন্তু মাথা নীচু করিল না। আলো লক্ষ্য করিল, এবার সোনা তাহার প্রতি একেবারেই দৃষ্টিপাত ক'রে নাই। সে এই অবসরে সোনার প্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া চোখ ফিরাইল এবং সেই মুহূর্ত্তেই সোনা তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি তুলিয়া নিবদ্ধ করিয়া রাখিল; আলো যেন সে কোমল দৃষ্টি অনুভব করিয়াই আর সোনার প্রতি চাহিতে পারিল না।

রামদাস আসিয়া জানাইল খাবার প্রস্তুত হইয়াছে। সকলেই উঠিয়া ডাইনিং রুমে চলিলেন। যাইতে যাইতে আলো ভাবিল যে ডাইনিং রুমে হয়ত সে দেখিবে যে আসল থালা বাটী গেলাস সাজানো

মনে করিয়া সে মনে মনে বেশ সানন্দ মজা অনুভব করিল কিন্তু গিয়া টেবিলের উপর কাঁটা ছুরি চামচ প্লেট দেখিয়া সে যেন এই হিন্দু বাঙ্গালী-পরিবারের একটা সামান্য অঙ্গহানির পরিচয় পাইল, অনুষ্ঠানের ঈষৎ অভাব বোধ করিল। আর কিছু নয়, শুধু মনে হইল, ও-টুকু হইলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

চারুবালা আলোর মনের ভাব কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়াই বলিলেন,—"আমাদের আসনে ব'সে থালায় ডালভাত খাবারও ব্যবস্থা আছে কিন্তু বিনয় তুমি আস্‌ছো ব'লে এই প্লেটে খাবার পরামর্শ দিলে।"

আলো তৎক্ষণাৎ হাসিয়া বলিল,—"বাঃ বিনয়বাবু, আপনি তা হ'লে আমাকে একটা বড়রকম আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলেন।"

মিষ্টার বোস বলিয়া উঠিলেন,—"কেন বাবা, তুমি অযথা বঞ্চিত হ'য়ে থাকবে, তুমি কালই সন্ধ্যায় এসে আসনে ব'সে থালায় হাত দিয়ে দুটি মাছের ঝোল ভাত খাবে, কি বলো?"

আলো তাহার অনুযোগ শেষ করিয়া ইহাই আশা ও আশঙ্কা দুই-ই করিয়া একটু অপ্রস্তত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই মিষ্টার বোসের আবার কালকের নিমন্ত্রণের কথায় কোনও উত্তর হঠাৎ দিতে পারিল না।

চারুবালা যেন তাহার দ্বিধা বুঝিয়াই বলিলেন,—"এসো বাবা কাল সন্ধ্যে বেলায়, তুমি আস্‌বে এখানে তাতে কি। তোমার লজ্জা করা উচিৎ? তুমি যখন সময় পাবে চলে আস্‌বে, খাবে দাবে গল্প করবে, তোমার ত আমাদের চেয়েও আরো একলা বোধ হয় নিশ্চয়ই!"

আলো অন্তরে পুলকিত হইয়া উঠিল, কালকের নিমন্ত্রণের জন্য নয়, সে বুঝিল যে করুণায় ভরা তাহারই জন্য সহানুভূতিতে পূর্ণ

এই বাঙ্গালী মাতৃহৃদয় খানিকে সে চঞ্চল করিতে পারিয়াছে, তাঁহারই পুত্রকন্যার সহিত সেও একদিনেই ওই মাতৃবক্ষের স্নেহরসে ভাগী হইয়াছে। এতক্ষণ সে চারুবালাকে কোন সম্বোধনই করে নাই, এখন তাহার সমস্ত দ্বিধা দূরে চলিয়া গেল, কৃতজ্ঞ-অন্তরে সে ধীরে শান্তভাবে মাথা নীচু করিয়া বলিল "অস্‌বো বৈকি মা।"

টেবিলের অপর প্রান্তে উপবিষ্ট সোনার কানে তাহার মাতাকে আলোর মৃত্ত মাতৃসম্ভাষণ, কেন সে জানে না, অপূর্ব্ব এক অমৃত সিঞ্চন করিল, সে একদৃষ্টে আলোর বিনয়নত কৃতজ্ঞতাপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্ত পরে সে যেন সজাগ হইয়া লজ্জায় রাঙ্গিয়া উঠিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ-ভাবে লুকাইয়া ফেলিবার অকারণ বাসনা তৃপ্ত করিবার অন্য উপায় না পাইয়া সোভিয়েট কুড়াইবার ছলে টেবিলের নীচে মাথা নীচু করিল। কিছুক্ষণ হাৎড়াইয়া তাহা তুলিয়া লইয়া নিজের কোলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে সেখানি যথাস্থানে বিস্তৃত করিল।

নানা গল্পগুজবের মধ্যে আহার চলিতে লাগিল। মিষ্টার বোস হঠাৎ সোনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ বেলা সোনা আমার জন্য কি রেঁধেছ?"

সোনা লজ্জানতমুখে মাত্র দেখাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—"ঐটে।"

মিষ্টার বোস্ যেন দুষ্টামি করিয়া সোনাকে কথা কহাইবার জন্যই বলিলেন,—"ঐটে কোন্‌টা? তুমি আজ লুচি রেধেছ বুঝি—"

সকলেই হাসিল, সোনা অপ্রস্তুত হইয়া ধীরে ধীরে বলিতে বাধ্য হইল,—"না, বাঁধা কপি আর আলুর ডাল্‌নাটা।"

আলো চামচে করিয়া তখন তাহাই তুলিয়া লইতেছিল তাহার দৃষ্টি খাবারের উপর থাকিলেও কান ছিল টেবিলের অপর প্রান্তে।

মিষ্টার বোস সোনার সহিত যেন শক্রতা সাধিবার জন্য বলিলেন "ওঃ কপির ডালনাটা রেঁধেছ, আমি ভাব্‌ছিলাম বুঝি লুচিটাই তুমি আজ রেঁধেছ !"

এবার সোনা মৃদু প্রতিবাদ করিল,—"আহা লুচি বুঝি আবার রাঁধে ?" আলো প্রতিবাদটুকু শুনিল, কিন্তু সকলের সহিত হাসিতে যোগ দিবার মনোযোগ তাহার ছিল না।

আহারান্তে সকলে উঠিয়া ড্রইংরুমে আসিলেন ও কিছুক্ষণ ধরিয়া গল্প-গুজব করিলেন। মিমি মাঝে উঠিয়া মিষ্টার বোসকে ও চারুবালাকে দুইটি কুশন (বালিস) দিয়া তাহাদিগকে আরাম করিয়া বসিতে বলিল ও আলোকে একটা দিবে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। আলো ধন্যবাদের সহিত জানাইল তাহার কুশনের কোন প্রয়োজন নাই।

রাত্রি সাড়েদশটার পর আলো উঠিয়া বলিল, "এইবার আমি আসি।"

চারুবালা তাহাকে নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করিয়া সুবিধা পাইলেই আসিবার জন্য বার বার বলিলেন, মিষ্টার বোসও বিস্তর অনুরোধ করিলেন। বিনয়ও বলিল, আলোও তাহাকে তাহার বাড়ীতে যাইবার অনুরোধ করিল। মিমি কালকার নিমন্ত্রণের কথা মনে করাইয়া শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিল।

বসু পরিবার লণ্ডনে কোন আত্মীয় বা বন্ধুর দর্শন পাইতেন না; আজ আলোকে পাইয়া সন্ধ্যাটা খুব আনন্দে কাটিয়া গেল। তার উপর আলোর স্বভাব, বিনীত ব্যবহার মধুর আলাপ সকলকেই প্রীত করিয়াছিল। সকলেই তাহার পুনরাগমনের ইচ্ছা মনে পোষণ করিয়া রহিল।

বাসায় পৌঁছিয়া কাপড় চোপড় ছাড়িয়া আলো প্রফুল্লকে চিঠি লিখিতে বসিল।

সকলের কথাই লিখিল; চারুবালার কথা বিশেষ করিয়া সে অনেক লিখিল, মিমির কথাও কিছু লিখিয়াছিল এমন কি, রামদাসের সম্বন্ধেও সে দশ বারো পংক্তি লিখিল, কিন্তু যে আলু কপির তরকারি রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিল তাহার কথা সে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছেও এখন, দুই লাইনের বেশী কি লিখিবে খুঁজিয়া পাইল না। সে মনে মনে বুঝিল যে, প্রফুল্ল তাহারই কথায় পাতার পর পাতা ভরা চিঠি আশা করিবে; কিন্তু আবার ভাবিল কৈ সে ত প্রফুল্লকে সেরকম কিছুই বুঝিতে দেয় নাই, তবে কিসের জন্য সে ওরই কথায় ভরা চিঠি আশা করিবে; ভাবিয়া প্রফুল্লর প্রতি তাহার একটু রাগও হইল, যেন সে স্থির জানিয়াছে প্রফুল্ল তাহা ছাড়া আর কিছুই আশা করিতেছে না।

(৬)

প্রফুল্ল অক্সফোড হইতে লিখিয়াছে যে, সে আজ বৈকালে পাঁচটা দশ মিনিটে লণ্ডনে পৌঁছিবে; সেই চিঠি খানি হাতে করিয়া নিজের ঘরে বসিয়া আলো কিসের ভাবনায় বিভোর হইয়া বসিয়া আছে।

মিমি গত সন্ধ্যায় তাস খেলিবার পর সকলের আড়ালে তাহাকে বলিয়াছিল, "মিষ্টার রায় কাল দুপুরে গোটা কয়েক জিনিস কিনতে আমাকে সাহায্য করবেন?" সে স্বচ্ছন্দ মনে রাজী হইয়া বলিয়াছিল, "তাহ'লে বণ্ডষ্ট্রীট্ ষ্টেশনে আড়াইটার সময়ে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করবো।" আলো এখন ভাবিতেছিল মিমি কেন অমন লুকোচুরী করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে বলিল, সকলের সম্মুখেই ত এ কথা সে বেশ বলিতে পারিত। তাহার মনে দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল, বণ্ডষ্ট্রীটে যাওয়া

উচিৎ কিনা। অবশেষে ঠিক করিল যে, মিমি যে কারণেই তাহাকে ডাকুক না কেন, খবর না দিয়া তাহার কথা ভঙ্গ করিয়া তাহাকে সেখানে বৃথা ষ্টেশনে অপেক্ষা করানো ভদ্রতা-সূচক হইবে না।

লাঞ্চ শেষ করিয়া সে দুইটার পর বাড়ী হইতে বাহির হইল। নটিং হিল-গেট ষ্টেশনে আসিয়া সে টিউব রেলওয়ের বণ্ডষ্ট্রীটের টিকিট কাটিয়া চলন্ত সিঁড়ির উপর ভূগর্ভে নামিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। বণ্ডষ্ট্রীটে পৌঁছাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া সে আবার এসকেলেটরের একটি ধাপে দাঁড়াইল। সিঁড়ি যখন আরোহী লইয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে ছিল তখন আলো পিছন হইতে কাঁধের উপর কাহার মৃদু করস্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিয়া দেখিল, মিমি ক্রেট্‌ন্।

আলো টুপী তুলিয়া সম্ভাষণ শেষ করিয়া বলিল—"অপনি কি টিউবে এলেন?"

মিমি বলিল,—"আমি মালবোরো রোড থেকে মেট্রোপলিটানে রণটিং হিলগেট অবধি এলাম, তারপর টিউবে এখানে আস্‌ছি।"

আলো বিস্মিত ভাবেই বলিল "তাহ'লে ত আমরা এক ট্রেনেই এলাম, আপনি বোধ হয় অন্য কামরায় ছিলেন।"

মিমি একটু মুচকী হাসিয়া বলিল—"নিশ্চয়ই তাই তা না হ'লে কি এতটা সময়ের জন্য আমি আপনার সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হতাম!"

মিমির কথাটা আলোর কানে কেমন বিদৃশ ঠেকিল; তথাপি জোর করিয়া মনে করিল যে, উহা হয়ত একটা ভদ্রতাসূচক কমপ্লিমেণ্ট বা একটা অর্থহীন পরিহাস হইতেও পারে; কিন্তু সে তাহার উত্তরে তেমনি একটা অর্থহীন কোন পরিহাস করিতে পারিল না।

মিমি তাহার ভাবটিকে জাগাইয়া তুলবার জন্য যেন আর একটু

খোঁচা দিল, বলিল—"প্ল্যাটফর্ম্মেও ত আপনি আমাকে দেখতে পান নি ?"

এমন সময়ে তাহারা উপরে আসিয়া পড়ায় লাফাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরে চলিল। আরোহীর ভিড় ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়া গেল; মিমি আলোর বাহুর মধ্যে হাত ঢুকাইয়া তাহার সহিত বাহিরে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"আমাকেইত রত্ন খুঁজে নিতে হ'লো!"—আলো একটু অস্বস্তি বোধ করিল, ও চেষ্টা করিয়া বলিল,—"আমি একটু ভাবতে ভাবতে আস্‌ছিলাম কিনা তাই লক্ষ্য করিনি।"

মিমি তৎক্ষণাৎ বলিল—"কি ভাব্‌ছিলেন বলুন, আপনার মনের কথাটি জানবার জন্য আমি একটি পেনী দিতে রাজী আছি; বলুন কি ভাব্‌ছিলেন—"

আলো কৌশলে ভদ্রভাবেই তাহার বাহুবন্ধন হইতে হাত ছাড়াইয়া লইল। মিমি দুই চার পা গিয়া রাস্তার ওপারে যাইবার জন্য ফুট্‌পাথ হইতে নামিয়া পড়িল এবং সেই অছিলায় আবার আলোর বাহুর আশ্রয় লইল। সঙ্গের মহিলাকে রাস্তাপার করিতে হইলে বাহুর আশ্রয় দেওয়া ভদ্রতা মাত্র, তাই আলো এবার হাত ছাড়াইয়া লইবার কোন চেষ্টা করিল না। রাস্তার অপর ফুট্‌পাথে উঠিয়া মিমি বেশ স্থায়ীভাবে বাহুর মধ্যে বাহু গলাইয়া জোরে ধরিয়া চলিতে লাগিল। আলো বুঝিল এবার হাত ছাড়াইতে হইলে তাহাকে অবসর বুঝিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তাই সে পথের কাহাকেও তাহাদের মাঝখানে আনিবার চেষ্টায় রহিল।

মিমি তাহার বাহুমূলে একটু চাপ দিয়া বলিল—"মিষ্টার রায়ের মনের কথাটির মূল্য কি এক পেনীর চেয়ে বেশী ?"

আলো কি বলে না ভাবিয়া পাইয়া বলিল,—"অনেক বেশী।"

মিমি চট্ করিয়া বলিল,—"তবে আমি জানি আপনি কার কথা ভাব্ছিলেন,—ব'ল্বো কার কথা ?"

আলো বলিল—"বলুন।"

মিমি জিজ্ঞাসা করিল,—"কি দেবেন তা হ'লে বলুন ?"

আলো বলিল,—"কি চান আপনি ?"

মিমি বলিল,—"যা চাই তাই দিতে হবে কিন্তু, আমি ভেবে-চিন্তে হু'ঘণ্টার মধ্যে কি চাই বল্‌বো।"

আলো ভাবিল পাঁচটার আগে ভাবিয়া ঠিক করিয়া চাহিবে। বলিল,—"আচ্ছা বেশ, যদি আমার অবস্থায় কুলোয়।"

মিমি মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—"তা খুব কুলোবে, বলি তা হ'লে ?"

আলো ঘাড় নাড়িল।

মিমি চোখ মিটি মিটি করিয়া বলিল,—"সোনার কথা ভাব্‌ছিলেন।"

আলো সজাগ হইয়া প্রচণ্ড আপত্তি করিয়া বলিল,—"না না, কক্‌খোনো নয়, তার কথা ভাববো কেন ?" সঙ্গে সঙ্গে তাহার কান দুটি একটু গরম বোধ হইল।

মিমির সন্দেহ একটু দূর হইল, সে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—"তার কথা ভাব্‌বেন কেন, তা আমি কি ক'রে বল্‌বো ? আমি কেন আপনার কথা ভাবি আপনি কি তা বল্‌তে পারেন ?"

আড়চোখে মিমি একবার আলোর মুখের ভাবটুকু দেখিয়া লইল, তাহাতে সে খুব আশান্বিত হইল না, তাই কৌশলে সে যতখানি সূতা ছাড়িয়া দিয়াছিল তাহার অনেকখানি গুটাইয়া লইল, বলিল,—"এত লোক থাক্‌তে আমার কিছু কেনবার সময়ে আপনাকে আমার মনে প'ড়্‌লো কেন ? আপনার বেশ পছন্দ আছে ব'লেই ত।"

চতুর মিমি বুঝিল ইহাতেও যাহা বলিয়াছে তাহার প্রতিকার হইল না; সে সাবধানে ধীরে চলিবার উপায় স্থির করিয়া আলোর বাহু-বন্ধন ছাড়িয়া দিল; আলো যেন তাহা টেরও পাইল না।

মিমি ভ্রূযুগল কুঁচ্‌কাইয়া নীচু হইয়া হাঁটুতে হাত রাখিয়া সহজ কণ্ঠে বলিল, "মিষ্টার্‌রায়, কর্ণে (পায়ের কড়া) ত আমার বড্ড লাগছে, কি করা যায় বলুন ত!"

আলো সহানুভূতিসূচক স্বরে বলিল, "খুব লাগছে নাকি? তা হ'লে কোথাও একটু বসুন।"

মিমি চারিদিক চাহিয়া দেখিল। ততক্ষণ তাহারা মার্ব্বল আর্চ্চের নিকট আসিয়া পড়িয়াছিল; সহসা উৎসাহের সঙ্গে মিমি বলিয়া উঠিল, "বাঃ ঐ দেখুন মার্ব্বল-আর্চ্চ প্যাভিলিয়নে রুডল্‌ফ্‌ ভ্যালেন্টিনোর একটা ছবি দ্যাখাচ্ছে, আমি রুডল্‌ফের ছবি ভয়ানক ভালবাসি; আপনার ভাল লাগে না কি?"

মিমির এতখানি উৎসাহ পণ্ড করিয়া দিবার মত প্রাণ আলোর ছিল না; তদুপরি যখন মিমিকে পায়ের ব্যথার জন্য কোথাও বসিতেই হইবে তখন ওখানেই বসা ভাল; তথাপি একটু আপত্তি করিবার জন্য বলিল 'সিনেমা ত প্রায় দুঘণ্টা হবে, আমাকে ৫টার সময় প্যাভিংটন ষ্টেশনে গিয়ে মিষ্টার চ্যাটার্জ্জিকে আনতে হবে; তাহ'লে আপনার সপিং (জিনিষ কেনা) কেমন হবে?"

মিমি তাচ্ছিল্যভরে বলিল "থাক্‌-সে, সামান্য জিনিষের জন্য আপনাকে আর কষ্ট দোবো না, এখন একটু বসে পা-টাকে ঠাণ্ডা ক'রে নি।" মিমি জানিত পায়ের দোহাই দিলে আলো সিনেমায় যাইতে আর আপত্তি করিতে পারিবে না।

তখন সবেমাত্র সিনেমা হল খুলিয়াছে, ওখানে সাধারণত আড়াইটা

তিনটার সময় বায়স্কোপ আরম্ভ হয় এবং ক্রমাগত রাত্রি এগারোটা অবধি ছবি দেখান হয়। একবার পালা শেষ হইলে জনসাধারণ আপনিই উঠিয়া বাহির হইয়া আসে আবার নূতন দল যায়। তখনও মোটেই ভিড় হয় নাই; টিকিট কিনিয়া আলো মিমিকে লইয়া ভিতরে গেল। মিমি একটা নির্জন কোণে আলোকে লইয়া গিয়া বসিল।

অদূরে সম্মুখের চেয়ারে একটি দম্পতি ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া পরস্পরকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া ছবি দেখিতেছিল অথবা দেখার ভাণ করিতেছিল।

কিছুক্ষণ ছবি দেখিবার পর মিমি হ্যাটটি মাথা হইতে খুলিয়া চেয়ারের নীচে রাখিল, পরে আলোর হাত ধরিয়া নীরবে বসিয়া রহিল, আলো কিছুই বলিল না। ক্রমে রুডল্‌ফের ছবি যখন খুব জমিয়া উঠিল তখন মিমি বলিয়া উঠিল—"ওঃ এই বন্ধ ঘরে ব'সে থেকে আমার মাথাটা যেন ঘুরছে।"—

আলো বলিল—"তবে চলুন, আমরা বেরিয়ে পড়ি"—

মিমি তৎক্ষণাৎ দুই হাতে আলোর বামহস্তখানি ধরিয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিয়া উঠিল—"না না, আমরা এখানেই বেশ আছি, বাইরে গিয়ে কাজ নেই, মাথাঘোরা এখুনি সেরে যাবে'খন।"

কিয়ৎক্ষণ পরে নিজের কপালে হাত বুলাইয়া সে ধীরে ধীরে আলোর কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া বেশ আরামের সহিত একটা ছোট্ট "আ—র" বলিয়া বসিল। বামহাতে আলোর হাতখানি ধরাই রহিল। আলো শুধু আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া ধৈর্য্যের চরম পরীক্ষা দিতে লাগিল ও ভাবিতে লাগিল কি করিয়া সে এই জাল হইতে নিজেকে সহজে ছাড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু অনেকক্ষণ ভাবিয়াও কোনও উপায় স্থির করিতে পারিল না।

ছবিতে রুডল্‌ফ্ তাহার প্রণয়িনীকে একটি গাঢ় চুম্বন দিল। মিমি

সহসা বলিয়া উঠিল—"মিষ্টার রায়, এইবার আপনার প্রতিজ্ঞামত আমি যা চাই তা দিন—" বলিয়াই আলোর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আলোর মস্তক ধরিয়া তাহার অধরোষ্ঠ পুড়াইয়া দিবার মত একটি চুম্বন দান করিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত আলো স্তম্ভিত হইয়া মিমির মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। মিমির মুখে একটা দুষ্ট হাসির ঢেউ খেলিতেছিল তাহা তাহার নজরেই পড়িল না। কিছুক্ষণ পরে আলো যেন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া এক ঝাঁকি দিয়া মিমির বামহস্তখানির কবল হইতে তাহারা হাত ছাড়াইয়া লইল; মিমিরও মুখের দুষ্ট হাসি অন্তর্ধান করিল ও পাতলা ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া গেল। সে অপেক্ষা করিল; আলো আর কিছুই বলিল না; দেখিল যেন তাচ্ছিল্যভরেই উদাস নয়নে ছবির দিকে চাহিয়া আছে। মিমির সহ্যের সীমা তাহাতেই ছাড়াইয়া গেল, এক ক্রূর হাসি আসিয়া তাহার মুখখানি যেন বিকৃত করিয়া দিল; এক চরম আঘাতের পন্থা ঠিক করিয়া লইয়া সে অনুচ্চ বিকৃতস্বরে বলিয়া ফেলিল—"সোনা হ'লে ত আপনি এমনি ক'রে ঠেলে ফেল্‌তে পারতেন না।"—

মুহূর্ত্তে শরীরের সমস্ত শোণিত আলোর মস্তিষ্কে আসিয়া তাহাকে যেন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফেলিল; সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া কিসে তাহার জিহ্বাগ্র গত বজ্রবাণীকে রোধ করিতে পারে তাহাই চেষ্টা করিতে কাঁপিয়া উঠিল; পরে সেই প্রচণ্ড চেষ্টার ক্লান্তি যেন তাহাকে অবশ করিয়া ফেলিল। মিমি বুঝিল।

কিছুক্ষণ পরে মিমি চেয়ারের নীচে হইতে টুপী তুলিয়া পরিয়া বলিল—"মিষ্টার রায়, আপনাকে আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না, চলুন এখন যাই—"

আলো হাত নাড়িয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—"একটু পরে—"

সময় পাইয়া আলো ক্রমশঃ একটু শান্ত হইল ; পরে মিমিকে উঠিয়া আসিতে ইসারা করিল, তাহারা উভয়েই বাহির হইয়া গেল।

যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাব দেখাইয়া মিমি বলিল—"মিষ্টার রায়, আপনি ত আপনার বন্ধুকে আনবার জন্য প্যাডিংটনে যাবেন ; ট্রেনের এখনো অনেক সময় আছে, আসুন একটু চা খেয়ে যান—আমার বিশেষ অনুরোধ একটু চা না খেয়ে গেলে আমি দুঃখিত হ'বো—"

এর পরও অনুরোধ করার ধৃষ্টতা মিমির ছিল। আলো যেভাবে মিমিকে সিনেমার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছিল তাহার জন্য তাহার মনে একটু কেমন বিঁধিতেছিল, তারপর মিমির সহিত প্রত্যহই দেখা হইবে, তাহার সহিত মনোমালিন্য রাখিলে নিজেকেই অপ্রস্তুত হইতে হইবে এই ভাবিয়া সে চা খাইয়া যাইতে রাজী হইল।

মিমি সযত্নে চা ঢালিয়া দিল, কেক পেস্ট্রি খাইবার জন্য অনুরোধ করিল ; আলো অল্প বিস্তর খাইয়া সহজ হইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিল এবং কতকটা হইলও বটে। চা'র পর আলো মিমিকে টিকিট কাটিয়া টিউবের লিফ্টে উঠাইয়া দিয়া আপন মনে হাঁটিতে লাগিল।

যথাসময়ে আলো প্যাডিংটনে ট্রেন হইতে প্রফুল্লকে নামাইয়া বাড়ী লইয়া আসিল। প্রফুল্লকে পাইয়া আলো মিমির ঘটনা যেন তখনকার জন্য ভুলিয়া গেল, সে বসুপরিবারে গত দশ দিনের ঘটনাবলী বর্ণন করিতে লাগিল।

প্রফুল্ল বুঝিল যে আলো বসুপরিবার ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের আলোকে না হইলে চলে না, আলোরও একদিন তাহাদের না পাইলে সেদিন অচল হইয়া যায়। প্রফুল্ল বাড়ী পৌঁছাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা আলো তুমি ত আমার নেমন্তন্ন জোগাড় ক'রে

রেখেছো অথচ আমিত প্রায় অচেনাই, কি ক'রে আলাপ-টালাপ করবো ব'লে দাও।"

আলো উৎফুল্ল হইয়া বলিল—"আরে ছাই, সে আমি যেমন করবো তুমিও ঠিক্‌ তেমনি করবে।"

আলো ঠিক উত্তরটি দিতে পারে নাই, তাই প্রফুল্ল আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আহা তা নয়, ছোট মেয়েটীকে কি ব'লে সম্বোধন করো?—"

কালো গম্ভীর হইয়া বলিল—"সম্বোধন না ক'রে কি কথা বলা যায় না?"

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল—"তা যাবে না কেন? দলের মধ্যে একজনের সঙ্গে কথা না বল্লেও ত কিছু আসে যায় না—"

আলো অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল; প্রফুল্ল কি জানে যে, সে আজ দশ দিন তাহাদের বাড়ীতে যখন তখন যাইয়া এত আত্মীয়তা করিয়াও বলিতে পারে না যে সে সোনার সহিত কিছুক্ষণ ধরিয়া মুখোমুখি কথা বলিয়াছে!

প্রফুল্ল নিজেই সোনার কথা চাপা দিয়া বলিল—"আচ্ছা মিমি ক্লেটন মেয়েটী কেমন? আমার ওকে দেখে কেমন অদ্ভুত মনে হয়েছিল।"

প্রফুল্ল ফিরিয়া দেখিল আলোর মুখে ঘনকৃষ্ণছায়া পড়িয়া গেল, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কিহে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রে অর্থাৎ তার জীবন দান ক'রে সেই জীবন দাবী করতে চাও নাকি?"

আলো আরো গম্ভীর হইয়া বলিল—"ছি প্রফুল্ল, তার কথা আমার কাছে কখনো বলো না—"

প্রফুল্ল জানিত যে আলো অমন করিয়া বলিলে তাহার অন্য অর্থ থাকে না।

কিছুক্ষণ পরে আলো উঠিয়া বলিল—"চলো হে প্রফুল্ল, বেরিয়ে পড়া যাক্, দেরী হ'লে ওঁরা আমার উপরই রাগ কর্‌বেন।"

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল—"চলো তাই যাই, তোমাকে আর তাঁদের বিরাগভাজন ক'রে লাভ কি আমার।"

উভয়ে হাত মুখ ধুইয়া টুপী ও ছড়ি লইয়া মার্‌ল্‌বোরো রোড্ অভিমুখে যাত্রা করিল।

৭

মিষ্টার বোস সপরিবারে লণ্ডনে আসিলেও দেশের পর্দ্দাপ্রথা অনেকটা বজায় রাখিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত কাজের জন্য দেখা করিতে আসিত তাহাদের সহিত কাজ ফুরাইলেই সম্পর্ক ফুরাইত, সামাজিক নিয়মানুসারে দেখা শুনা করিবার মত বিশেষ কেহই ছিল না; কাজেই চারুবালা ও সোনা বাহিরের লোকের বা দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়েরও যখন তখন দেখা পাইত না। ক্বচিৎ কদাচিৎ কোন ইংরাজ সস্ত্রীক দেখা করিতে আসিলে চারুবালা ও সোনা তাহাদের সম্মুখীন হইতেন বটে কিন্তু ইংরাজী না জানা থাকায় আলাপ পরিচয় অভিবাদনের গণ্ডী পার হইয়া যাইতে পারিত না। মিমি তখন মধ্যস্থ হইয়া আলাপের কিছু সাহায্য করিত বটে কিন্তু সে আলাপ বেশীদূর গড়াইতে পারিত না।

এইরূপে চারমাস লণ্ডনে কাটাইয়া তাঁহারা সকলেই আত্মীয় বন্ধু-সঙ্গ অভাবে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই কতকটা অতিষ্ঠ অস্থির মনের অবস্থায় আলো তাহার মধুর ব্যবহার, প্রিয়ভাষিতা,

করুণা ও প্রিয়দর্শন মুখছবি লইয়া আসিল। তাহার আগমনে তাহাদের সকলেরই জীবনে এতদিন পরে একটা নূতন সাড়া আসিল সকলেই আলোকে অত্যন্ত আপনার মনে করিয়া লইল। বিনয়ের বাহিরের বন্ধুবান্ধব বড় কেহই ছিল না, তাই সেও আলোকে পাইয়া অতি নিকট বন্ধুর অভাব মোচন করিল।

আলোর প্রথম দেড় বছরের মধ্যেই সমস্ত পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছিল, এখন প্রত্যেক টার্মে তাহাকে ছয় দিন ডিনার খাইয়া আসিতে হয় মাত্র, কাজেই তাহারও সময় ছিল প্রচুর। প্রথম দুচার দিন অনুরোধ সত্ত্বেও যখন তখন যাইতে তাহার একটু বাধা বোধ হইত কিন্তু তাহাদের অমায়িক ব্যবহারে ও সস্নেহ আন্তরিক নিমন্ত্রণের জন্য তাহা শীঘ্রই কাটিয়া গিয়াছিল। সকলেই তাহার সহিত পরমাত্মীয়ের মতই ব্যবহার করিত, পারিত না কেবল সোনা; তাহার সহিত জীবনের যে সময়ে আলোর সহসা আলাপ হইয়াছিল ঠিক সে সময়ে কোন গোঁড়া হিন্দু ঘরের মেয়ের পক্ষেই সহজভাবে আলাপ করা প্রায় অসম্ভব। সোনার বুঝিবার বয়স হইয়াছিল যে তাহার পিতামাতা হয়ত মনে মনে আলোকে জামাতারূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করেন, এমন কি একদিন সে যেন তাহার পিতামাতার মধ্যেই সেই রকম একটা কথা হইতে শুনিয়াছিল; সে হঠাৎ সেখানে যাইয়া পড়িতেই তাহাদের কথা সহসা বন্ধ হইয়া গেল; তাহাই তাহার সন্দেহকে ঘনীভূত করিয়া দিল ও তাহার আলোর সহিত সহজ ব্যবহারের পথে বিষম কাঁটা হইয়া দাঁড়াইল।

আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে রবিবারে বোসপরিবার আলো ও প্রফুল্লর সহিত রীজেণ্ট্‌স্ পার্কে বেড়াইতে গিয়া দেখিল অনেকেই লেকে (বড় পুকুরে) নৌকা বিহার করিতেছে। তাহা দেখিয়া বিনয় নৌকায়

বেড়াইবার প্রস্তাব করিল। মিষ্টার বোস্ ও চারুবালা লেকের ধারে একখানা বেঞ্চিতে বসিলেন, সোনাও সেখানে বসিতে যাইতেছিল কিন্তু প্রফুল্ল বসিতে দিল না, বলিল, "সোনা ছিঃ তুমি শুধু নিজের প্রাণের ভাবনাই ভাব্‌লে! আর আমাদের এই ভীষণ বিপদের মুখে ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাক্‌বে!"

সোনা হাসিয়া বলিল, "আহা, আমি বুঝি সেইজন্য ব'স্‌তে যাচ্ছিলুম এখানে বিপদটাই বা কি?"

প্রফুল্ল বলিল "অবাক ক'ল্লে সোনা! এখানে বিপদ নেই! কী গভীর জল, এখানে ডুব্‌লে তলায় পৌঁছতেই কতক্ষণ লাগে?"

সোনা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তা বৈ কি!"

প্রফুল্ল গম্ভীর হইয়া বলিল, "বাঃ তুমি কোন খবরই রাখ না দেখ্‌চি; রবিঠাকুরের নৌকাডুবির গল্প কি তুমি পড়ো নি? সে এইখানেই হ'য়েছিল, বিশ্বাস না হয় তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা করো।"

"কি বলেন বিনয়বাবু?" বলিয়া ফিরিতেই দেখিল বিনয় ও মিমি নৌকা ঠিক করিতে গিয়াছে, আলো চুপ্‌ করিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া প্রফুল্ল তাহাকেই সালিশ মানিল, বলিল, "আচ্ছা তুমিই বলো আলো আমি ঠিক বল্‌চি কিনা!"

আলো হাসিয়া বলিল, "হাঁ রবিবাবুর নৌকাডুবির গল্প জানা আছে বটে কিন্তু—"

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, "কিন্তু আবার কি? আমি জানি, তাঁর নৌকাডুবি এখানেই হ'য়েছিল, তবে তিনি জগৎপ্রসিদ্ধ কবি তাই এখানে যত লোক ছিল সকলেই এই শিকল রাস্তার লোহার থাম থেকে খুলে নিয়ে তার গোড়ায় একটা হ্যারিকেন বেঁধে জলের মধ্যে ছাড়্‌তে লাগলো,জলের অনেক নীচে বড্ড অন্ধকার কিনা তাই হ্যারিকেন

বাঁধ্‌তে হ'য়েছিল, তাও রাস্তার আলোর পোষ্ট থেকে খুলে নিয়ে, তখন ত আর রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো জল্‌তো না; তারপর প্রায় তিন চার মাইল লম্বা শিকল ছাড়বার পর তাতে টান পড়লো; তখন সেই পঞ্চাশ হাজার লোক 'হেঁইয়ো মারি টান—হেঁইয়ো' ব'লে টেনে টেনে যখন তুল্‌লো, তখন—"

মিমি ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"চলুন আপনারা, যাবেন না, নৌকো পাওয়া গ্যাছে, শিগ্‌গির আসুন।" সোনা তখনও মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল, কোন রকমে হাসি থামাইয়া বলিল, "প্রফুল্ল দা চলুন, নৌকোয় উঠে আপনার গল্পের বাকীটুকু শুনব'খন।"

মিমি ও সোনা হালের কাছে গদিপাতা বেঞ্চে বসিল, আর ছেলেরা তিনজন দাঁড় ধরিল; মিমি হালের দড়ি তুলিয়া লইল।

বিনয় দাঁড় ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল বটে কিন্তু ঠিক সময়মত ফেলিতে পারিতেছিল না; আলো অক্সফোর্ডে প্রফুল্লর কাছে গিয়া দাঁড় ফ্যালা শিখিয়াছিল কাজেই বেশ দাঁড় ফেলিতেছিল; আর প্রফুল্ল হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

মিমি বলিল—"কই, মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি, আপনি হাত গুটিয়ে ব'সে যে—"

প্রফুল্ল বলিল—"আমি রিজার্ভ ফোর্সে আছি, ওরা দু'জন পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়লে এ দুস্তর জলাশয়ের মাঝখান থেকে দেশে ফির্‌তে হবে ত!"

সোনা বলিল, "তা হবে বৈকি, তা'হলে আপনি এখন গল্পটা শেষ করুন।"

প্রফুল্ল কথক-ঠাকুরের মত গলা সাফ করিয়া লইয়া বলিল—"তার পর শিকল টেনে টেনে যখন শেষ হয়ে গেল, তখন দ্যাখা গেল যে, সেখানে একখানা চিঠি বাঁধা আছে মাত্র।"

সোনা শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করিল,—"রবিবাবু উঠতে পারেন-নি তা'হলে ?"

প্রফুল্ল অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল—"পারবেন না কেন ? এলেন না ! চিঠি লিখে পাঠালেন—পাতালপুরী থেকে, যে, তিনি সেখানে কিছুদিন থাক্‌বেন ; চমৎকার দেশ, জল-হাওয়া খুব ভাল—হাওয়াটা একটু কম যদিও—আর খাওয়া-দাওয়ার সুবিধা প্রচুর, মাছ, শাক-সবজী ডিম—তবে দুধটা স্বভাবতঃই গরুর নয়—গয়লার দুধের মত ; আর তিনি চিঠিখানি লিখেছিলেন পার্চমেণ্ট কাগজে জলের কালি দিয়ে ; সে কালি কখনো ওঠে না ; সে চিঠিখানি এখনো ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে ; আর তাই দেখেই ত গভর্ণমেণ্ট নোটের উপর জলের কালি দিয়ে নাম লিখ্‌তে শিখেছে ! ছাপা কালি উঠে যেতে পারে, কিন্তু জলের দাগ—উঁ হুঁ কিছুতেই উঠবে না !"

সোনা রবিবাবুর জন্য শঙ্কিত হইয়াই বলিল, "আচ্ছা, রবিবাবু আবার কবে ফিরে এলেন আর সেখানেই বা কি কর্‌তেন ?"

প্রফুল্ল সহজভাবে বলিয়া গেল, "রবিবাবু আর কি কর্‌বেন ? লিখতেন। খা—লি কবিতা লিখতেন ! ডুবে যাওয়ার আগে আকাশটা বেশ ভাল ক'রে দেখে গেছ্‌লেন, আর ডুবে পাতালটা নিরীক্ষণ ক'রে নিলেন, নিয়েই ঐ দুটোর বিষয়েই কত কি লিখলেন।"

সোনা জিজ্ঞাসা করিল—"লেখা শেষ হ'লে আবার শেকল জলে ফ্যাল হয়েছিল ত ?"

প্রফুল্ল সোনাকে ধিক্কার দিয়া বলিল—"কী বোকা মেয়ে তুমি সোনা, শেকল পাঠালে তিনি উঠে আস্‌তে পার্‌তেন বটে কিন্তু তার সেই লেখাগুলো কি ক'রে আসে ? গরুর গাড়ী বা লরী ত সেখানে চলে না, তাই একটা সাবমেরিন পাঠানো হলো ; খাতাপত্র শুদ্ধ রবিবাবু তাতে

করে উঠে এলেন, তা-রপ-র-তা বোধ হয় তোমরা সকলেই জানো।"

সোনা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর কি জানি না ত প্রফুল্লদা!"

প্রফুল্ল চম্‌কিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এ্যাঃ! এও জানো না! ছি ছি সোনা! তবে তাও বলি শোনো, তারপর সেই লেখাগুলি সে—ই আকাশ-পাতাল লেখাগুলি তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ কর্‌লেন, করে প্রকাশ কর্‌লেন—আর অমনি কি হলো তা নিশ্চয়ই জানো।"

সোনা সলজ্জভাবে স্বীকার করিল সে জানে না।

প্রফুল্ল অবাক্ হইয়া চোখ দুটো কপালে তুলিয়া বলিল—"অ্যাঁ, তুমি বলো কি? রবিবাবু যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল তাও জানো না?"

সোনা এবার হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ তা খু—ব জানি, তা আর জানি না!"

প্রফুল্ল বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, "এই এতো করে তবে তিনি নোবেল প্রাইজ পান।"

মিমিও এতক্ষণ গল্প উপভোগ করিতেছিল, গল্প শেষ হইতেই সে বিনয়কে বলিল, "মিষ্টার বোস্, আপনার অভ্যাস নেই, আপনি নিশ্চয়ই শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন, আপনি এখানে বসুন, আমি একটু 'রো' করি (দাঁড় টানি)।"

বিনয় বলিল—"না, আমি মোটেই শ্রান্ত হইনি বরং মিষ্টার রায় সমানভাবে এতক্ষণ দাঁড় ফেলে চলেছেন, ইনি একটু বিশ্রাম করুন।"

প্রফুল্ল মুখ ব্যাঁকাইয়া বলিল—"ওরে বাবা, কি হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, গায়ে একেবারে ব্যথা হ'য়ে গেছে আমার, তার চেয়ে বরং আমিই বিশ্রাম করি"

সোনা হাসিয়া উঠিয়া সরলভাবে বলিল—"না,তা কিছুতেই হ'তে পারে না, আপনার দাঁড় ত একবারও জলস্পর্শ করেনি, বরং দাদাদের পরিশ্রম হ'তে পারে, এবার আপনি একা আমাদের সকলকে পার করবেন।"

প্রফুল্ল সোনার রায় মানিয়া লইয়া বলিল—"আচ্ছা তাই হোক, তোমার দাদা যখন দাঁড় ছাড়তে অনিচ্ছুক তখন আলো, তুমিই বরখাস্ত হ'য়ে যাও।"

মিমি তাড়াতাড়ি একবার সোনার দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার নিটোল শ্যামল মুখে স্নিগ্ধ হাসি ডাগর কালো চোখে সরল দৃষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নাই। তথাপি সে মত বদলাইয়া ফেলিল, বলিল—"নাঃ, থাক্, আমি আর রো করবো না।"

বিনয় বলিল—"কেন করবে না, এসো তুমি দাঁড় নাও, মিষ্টার রায়কে একটু জিরুতে দেওয়া উচিৎ।"

আলোর প্রতিবাদের মধ্যেই বিনয় জোর করিয়া মিমিকে ডাকিল। মিমি উঠিয়া দাঁড়াইল, আলো ধীরে ধীরে তাহার স্থান দখল করিল। সোনা সরিয়া একেবারে এত ধারে গিয়া বসিল যে, তাহার বসনাঞ্চল জলে পড়িয়া একটু ভিজিয়া গেল; আলোও সরিয়া তাল সামলাইয়া যতদূর সম্ভব অপর পার্শ্ব অধিকার করিল ও হালের দড়ি লইল।

মিমি দুটী দাড় আয়ত্ত করিতে না পারিয়া দুই হাতে একটা দাঁড় ধরিয়া জলে ডুবাইতে ও জল হইতে উঠাইতে লাগিল। বিনয় ও প্রফুল্ল তাহাকে দাঁড় ফেলিবার কৌশল বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

আলো একেবারে সহজভাবে সোনাকে বলিল—"তুমি ত কিছুই করলে না সোনা, হালের দড়িটা নিয়ে দেখবে নাকি?" সোনা সহজ হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "না, না, আমি ও পারবো না।" কিন্তু তাহার ব্রীড়া ঈষৎ বঙ্কিম ও অবনত হইল, হাসিতেও লজ্জা প্রকাশ

পাইল। সোনার দিকে সেই সময়ে চাহিতেই মিমির দাঁড় মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া গেল।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ কাটিলে বিনয় মিমিকে হঠাৎ বেশী দাঁড় টানিতে নিরস্ত হইতে বলিল, কারণও দেখাইল হাতে ব্যথা হইতে পারে। মিমি দাঁড় ছাড়িয়া সোনাকে একটুখানির জন্য দাঁড় টানিতে বলিল। প্রফুল্লও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রস্তাবে সায় দিয়া সোনাকে আহ্বান করিল। কি ভাবিয়া আলো প্রফুল্লকে চোখ টিপিয়া সোনাকে ডাকিতে বারণ করিল কিন্তু মিমির চোখে সেটুকু ধরা পড়িয়া গেল; সে উঠিতে গিয়া বসিয়া পড়িল।

প্রফুল্ল ঘটনাটিকে ফিরাইবার জন্য বলিল—"আচ্ছা, তোমরা সকলেই ছাড়িয়া দাও, এবার আমি একলাই কর্ণধার ও দাঁড়ী হইয়া তরণী তীরে লইয়া যাই।"

সকলেই তাহাতে সায় দিল। প্রফুল্ল দুটি দাঁড় তুলিয়া লইয়া দক্ষ-হস্তে সজোর-টানে বেগে তরী তটস্থ করিয়া ফেলিল।

গল্পগুজব করিয়া সকলে বাড়ী ফিরিলেন। সেখানেও গল্প গুজব চলিতে লাগিল।

মেঝেয় বসিয়া থালা হাতে করিয়া খাইতে খাইতে মিষ্টার বোস এক প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি আপিসে থেকে দিন পনেরো ছুটি পাইয়াছেন, সে ছুটিটা সমুদ্রতীরে কোন স্বাস্থ্যনিবাসে কাটাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন। এবং আলো ও প্রফুল্লকেও তিনি সেখানে যাইবার জন্য সাদর আহ্বান করিলেন। সকলেই একবাক্যে তাহাতে সায় দিল; এমন কি সোনাও প্রফুল্লকে জোর করিয়া বলিয়া ফেলিল—"প্রফুল্লদা আপনাদের কিন্তু আমাদের সঙ্গেই যেতে হবে।"

আলো লক্ষ্য করিল, সোনা তাহাকে আহ্বান না করিলেও প্রফুল্লকে বহুবচনে জোর করিয়াই নিমন্ত্রণ করিল। প্রফুল্লর ছুটি কম, তাই স্থির হইল প্রফুল্ল এক সপ্তাহ থাকিবে কিন্তু আলোকে পুরা প'নেরো দিনই থাকিতে হইবে।

কোথায় যাওয়া হইবে ও সেখানে কি করিবে এই বিষয়ে সকলেই মাতিয়া তর্ক বিতর্ক করিয়াও সেদিন কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কাজেই পরদিন অবধি মুল্‌তুবী রাখিয়া সেদিনকার মত রাত্রি প্রায় এগারোটার সময়ে আলো ও প্রফুল্ল বিদায় লইল।

৮

"আচ্ছা, তোমার কাণ্ডখানা কি হচ্ছে—আজকাল শুনি; ছেলেকে বিলেতে পাঠানো অবধি তুমি এতই কাজে লেগে গেছ যে, সারাদিনের মধ্যে একটিবারও তোমার চুলের টিকিটি দেখা যায় না;—ব'ল্লেই ত বলো এষ্টেটের কাজ ভারী বেড়েছে; কাজ বেড়েছে ত লোক রাখুক বেশী,—তা নয় তোমার উপরই যত অত্যাচার—চুলোয় যাক অমন এষ্টেট—"

—সুলোচনা দু দিন পরে শুষ্ক রুক্ষ অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয়কে ঘরে ফিরিতে দেখিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল, কিন্তু উচ্চকণ্ঠে যাহারা কাহাকেও বা কোন জিনিষ চুলোয় পাঠাইতে পারে, তাহারা সাধারণতঃ মনে মনে সত্যই তাহা কামনা করে না; তাই মৃত্যুঞ্জয় যখন বিরস বদনে একখানা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল—"তা আর ব'ল্‌তে হবে না গো ব'ল্‌তে হবে না। এবার এষ্টেট সত্যই চুলোয় যাচ্ছে, কাল সমস্ত বাঁশড়া মৌজটা নিলাম হ'য়ে গেল আর—"

সুলোচনার কলহের প্রবৃত্তি সহসা ভীষণ জল-প্রপাতে ভাসিয়া গেল, বলিল—"কি বললে বাঁশ্ড়া বিক্রী হ'য়ে গেল ? আর—আর কি ?"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল—"আর আর সদর মহল লালগড়ও যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে রাত দিন ছুটোছুটী ক'রে টাকা তুলে এবারকার মত সেটা বাঁচিয়েছি; কিন্তু বেশীদিন নয়, এবার যে ধাক্কা আস্‌বে তা আর সামলানো যাবে না।"

সুলোচনা এতক্ষণে যেন ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিল, বলিল—"বাঁশ্ড়া বিক্রী হ'য়ে গেল ; সদরও যায় যায়, আর তুমি সেই এষ্টেটের দেওয়ান, বাড়ীতে ফিরে এসে সেই কথা বল্‌ছ ! এষ্টেটের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমার হাতে, এত দিন তারই নুন খেয়ে চোখের সামনে বিষয় বিক্রী হ'য়ে যেতে দেখ্‌লে ? তুমি কি কিছুই ক'র্‌তে পাল্লে না ?"

মৃত্যুঞ্জয়ের মুখখানা সাদা ছায়ের মত হইয়া গিয়াছিল ; তাহার মনের মধ্যে যে কথাগুলি সুলোচনার কথার উত্তরে তোলপাড় করিতেছিল, তাহা প্রাণপণে চাপিয়া মৃত্যুঞ্জয় শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া গেল। সুলোচনার কিছুই তাহার কাছে অবিদিত ছিল না, সে বুঝিল সত্য ব্যাপরটার কিছুমাত্র ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলে সুলোচনা সেই মুহূর্ত্তেই আত্মহত্যা করিবে ; কেহই তাহাকে রাখিতে পারিবে না। এই প্রৌঢ় কূট, বিষয়াসক্ত দেওয়ান ধনসম্পত্তির মূল্য বুঝিত কিন্তু যতই কেন তাহা বুঝুক না, তাহার কলহ-প্রিয়, মুখরা অথচ খাঁটি সোনার মত নির্ম্মল সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি যথার্থ একটা টান ছিল ও তাহার নিকট কোনও অযথা বা অন্যায়ের প্রশ্রয় কখনই পায় নাই বলিয়া একটু ভয়ও করিত।

মৃত্যুঞ্জয় চেষ্টা করিয়া ধীরে কাতর স্বরে বলিল—"আমি কি

ক'রবো বলো, কুমার বাহাদুর খাজনার টাকা নিয়ে গিয়ে খানা জোগাবেন; গার্ডেন পার্টি দেবেন, রেসে দুহাতে খরচ ক'রবেন, আজ দার্জ্জিলিং কাল সিমলা যাবেন এমনি করলে কি সম্পত্তি রক্ষা করা যায়? আমি কে? আমি তাঁর হুকুমের চাকর বৈ ত নয়। কিন্তু আমি ভাবছি এখন কি উপায় হবে, বাঁশড়া যাওয়াতে যে ওঁদের অন্ন বস্ত্র যোগানো দায় হবে। সদর লালগড় মোটা সুদের হারে বাঁধা র'য়েছে, তা থেকে সুদ দিয়েই বিশেষ মুনাফা থাক্‌বে ব'লে ত মনে হচ্ছে না; আর যা কিছু ছোট খাটো জমি জমা আছে তা থেকে পাড়াগাঁয়ে মোটা ভাত মোটা কাপড় হ'তে পারে বড় জোর। কুমার বাহাদুরকে আমি অনেক দিন থেকেই বলে আস্‌ছি তা তিনি রেগে বলতেন আচ্ছা পরে ভিক্ষা ক'রে খেতে হয় সে পরেই দেখা যাবে আমি কি করি বলো—"

সুলোচনার চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল; বিষয় সম্পত্তি, কুমার বাহাদুর কাহারও কথা তখন তাহার মনে ছিল না; যে আজীবন স্বাচ্ছন্দ্যে ও সুখে প্রতিপালিত হইয়াছে, যে এক দিনের জন্যও কোন কিছুর অভাব বোধ করে নাই যাহার মিষ্ট স্বভাবে, দয়ায় দাক্ষিণ্যে লালগড়ের সমস্ত লোক মুগ্ধ আশান্বিত হইয়াছিল; এই ভীষণ অবস্থা বিপর্য্যয়ে আজ বহুদূরে প্রবাসে বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় মাতাপিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই আলো-বাহাদুরের কি হইবে ভাবিয়া সুলোচনার গণ্ড প্লাবিয়া বহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ সে কোন কথাই বলিতে পারিল না, পরে ভগ্নকণ্ঠে বলিল—"ওগো আমাদের আলোবাহাদুরের কি হবে তা হ'লে? তার খরচ কি আর তোমরা এখন জোগাতে পারবে?"

মৃত্যুঞ্জয়ের মনে এই আশঙ্কাই ঘুরিতেছিল। সুলোচনার অবস্থা

দেখিয়া তাহার অর্থ-লোভ ঈষৎ চাপা পড়িল; সে সত্যই সেবা ও সদনুষ্ঠানের একটা অবসর খুঁজিতেছিল, একটা সূত্র পাইয়া তাহা পাকাইয়া বলিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল—"এষ্টেট্ আর কোথা থেকে জোগাবে বলো?"

সুলোচনা তৎক্ষণাৎ বলিল—"তবে ফ্যালাকে লিখে দাও যে সে যেন তার খরচ থেকে নিজে খেটে খেয়েও যতটা পারে আলো বাহাদুরকে দ্যায় আর তাতেও যদি না হয় তবে আমার ত কিছুই নেই; বৌমার যা কিছু গয়না আছে তা বিক্রী ক'রে তাকে পাঠিয়ে দাও; বাছা ত দেশে ফিরে আসুক।"

মৃত্যুঞ্জয় একটা অবসর পাইয়া বলিল—"না গো না তার দরকার হবে না, আমার একটা ইংরেজ কোম্পানীর কাছে দালালী পাওনা আছে চাইতে পারিনি ব'লে এতদিন পাইনি; এখন আলো বাহাদুরের জন্য লজ্জার মাথা খেয়ে চাইতে হবে; কি আর করা যায়।"

সুলোচনা অত কিছু ভাবিল না, বলিল—"হ্যাঁ, তাই করো, এখন কি লজ্জার সময়! এমন ত কখনো শুনিনি, হঠাৎ একি বিপদ হলো।"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, "হঠাৎ কি আর হয়েছে, এ অনেক দিন থেকেই চল্‌ছে, কুমার বাহাদুরের কলকাতায় গিয়ে থাকা হ'তেই এ বিপদের সূত্রপাত; কিন্তু তাই ব'লে কি তাঁর অবস্থাটা বাজারে ঢাক পিটিয়ে বেড়ানো উচিৎ?"

এই বিপদের দিনে স্বামী যেমন করিয়া প্রভুভক্তির পরিচয় দিলেন তাহা দেখিয়া সুলোচনার অচল গাঢ় স্বামীভক্তি গাঢ়তর হইল।

কুমার প্রদীপনারায়ণ যখন বুঝিতে পারিলেন যে, অবস্থা কিরূপ সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আত্মগ্লানিতে তাঁহার অন্তর একেবারে ভরিয়া গেল।

তাঁহার স্ত্রী, পুত্রের ভাবনায় অস্থির অধীর হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া স্বামীকে আশা ও ভরসার কথা বলিয়া আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এখনও যে-গহনা ও পোষাক-পরিচ্ছদ আছে তাহাতেই আলোর বিলাতের খরচ কুলাইয়া যাইবে বলিলেন। প্রদীপনারায়ণ তাহাতে মর্ম্মাহত হইলেও সেই ভরসায় পুত্রের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইলেন। একদিন ধীরে-সুস্থে বসিয়া পুত্রকে সমস্ত বিষয় লিখিয়া জানাইলেন। সমস্ত দোষ তিনি নিজের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন ও অনেক বুঝাইয়া এই অবস্থা-বিপর্য্যয়কে ধৈর্য্যের সহিত গ্রহণ করিতে বলিলেন।

কলিকাতা ছাড়িয়া তাহারা মুঙ্গের জেলায় এক পল্লীগ্রামে একটি ছোট বাগানবাড়ী ভাড়া করিয়া থাকাই স্থির করিলেন; সঙ্গের পুরাতন চাকর দুইজন ও একটি দাসীমাত্র যাইবে স্থির হইল।

৯

পশ্চিম-ইংলণ্ডে ডেভন-শায়ারে টর্কী একটি সাগর-কূলস্থ সমৃদ্ধি-শালী সহর। আগষ্ট মাসে সেখানে বেশ গরম পড়িয়াছে। অনেকেই কোট খুলিয়া রাখিয়া ষ্ট্র্যাণ্ডে পাদচারণা করিতেছে, সমুদ্রতীরে ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডে বৈকালিক বাজনা চলিতেছে, শিশু, বালক, কিশোর, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষে স্থানটি ভরিয়া গিয়াছে। পাশেই একটি সুসজ্জিত রেস্তরাঁতে প্রচুর ক্রীম-আইস (কুলপী বরফ) বিক্রয় হইতেছে, কেহ বা গরম সত্ত্বেও চা-পান করিতেছে।

বন্ধুপরিবার আলো ও প্রফুল্লর সহিত অবশেষে টর্কীতেই আসিয়াছে।

সেখানে তাহারা সকাল-বিকালে খুব বেড়াইয়া বেড়ায় এবং তাহার ফলে প্রচুর ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় সেই পরিমাণ আহার করে।

সেদিন বৈকালে অস্বাভাবিক গরম পড়ায় তাহারা বেশী দূরে না গিয়া সমুদ্রধারেই বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। রেস্তরাঁর সম্মুখীন হওয়া মাত্রেই বিনয়ের জিহ্বা সজল হইয়া উঠিল, সেও জানিত অন্ত সকলের বাক্যস্ফুরণের যন্ত্রটি নিতান্ত শুষ্ক থাকিবে না তাই প্রস্তাব করিল —"মিষ্টার রায়, এখন আমরা যদি সদল বলে এই রেস্তরাঁটি আক্রমণ করি তবে কেমন হয়—"

আলো বুঝিয়া বলিল—"চমৎকার হয় তবে আপনাকে কর্ণেল হ'তে দেওয়া যেতে পারে না—"

বিনয় বলিল—"আপনি কিন্তু এখনও মেজর হন নি, কাজেই আপনিও কমাণ্ডার হ'তে পারেন না।"

প্রফুল্ল অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি সর্জ্জেণ্ট-মেজর থাকৃতে আপনাদের কি ভয়। এসো ত সোনা তুমি এগিয়ে দ্যাখো ত কিছু গোলমাল হ'তে পারে কি না—"

সোনা হাসিয়া আগে যাইতে যাইতে বলিল, "ওঃ এই বুঝি আপনার বীরত্ব, শেষে কি না আমাকে আগে যেতে ব'ল্লেন!"

প্রফুল্ল বলিল "জানো তো যেখানে যে আচার দ্যাখা যায়, তাই সেখানে কর্‌তে হয়, অর্থাৎ কি না এদেশে মেয়েরা অনধিকার-প্রবেশ কল্লে, 'সরী' (দুঃখ প্রকাশ ক'রে) ব'লেই চ'লে আস্‌তে পারে, কিন্তু সেই যায়গায় আমরা কেউ কিছু ক'রলে ঘুঁসি টুসি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে,আর ঘুঁসিটা এদেশের আচারের মত টক্ টক্ মিষ্টি মিষ্টি নয়,বেজায় তেঁতো—একেবারে ষ্ট্রীক্‌নিনের মত, আর তারই মত বিপদজনক।"

তাহারা খুব মজায় ও আনন্দের সহিত দু'এক প্লেট ক্রীম আইস

গলাধঃকরণ করিল। টর্কীর বরফ লণ্ডনের বরফের মত নয়, আইস ক্রীমের পাশে বেশ খানিকটা চমৎকার ডেভন্‌সায়ার ক্রীম ঢালিয়া দ্যায়।

বিনয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল, "হায়, হায়! আমি কেন দু'দিনের জন্য এখানে এলাম, এই দেবভোগ্য ক্রীম-আইস ছেড়ে কাল আমায় পচা লণ্ডনে ফিরে যেতে হবে, নিতান্ত ষোল দিন পরে একটা কঠিন পরীক্ষা আছে তাই, তা না হ'লে কোন্ বেয়াকুব এ ছেড়ে লণ্ডনে যায়।"

আলো বলিল, "পরের টার্মে না হয় পরীক্ষাটা দেবেন—"

বিনয় মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে হয় না, যদি ফেলটেল হ'য়ে যাই এই ডরে আমি একটা টার্ম হাতে রাখ্‌ছি, আবার এর পরে শেষ পরীক্ষা আছে এবং সেটা না কি আজকাল বড়ই গোলমেলে হ'য়েছে আমাকে কাল যেতেই হবে।"

পরের দিন বৈকালে চারটা সতের মিনিটের ট্রেনে বিনয় লণ্ডন রওনা হইল; তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে মিষ্টার বোস ও চারুবালা ভিন্ন সকলেই আসিয়াছিল। সেখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া তাঁহাদের সহিত আবার কিছু দূরে বেড়াইতে গেল।

তাঁহারা সমুদ্র তীরের অনতিদূরে একটি হোটেলের একটা বিভিন্ন অংশ সবটাই ভাড়া লইয়াছিলেন।

একতলায় একটি বসিবার ও একটি আহার করিবার ঘর এবং তাছাড়া আরও দু'টি শোবার ঘর ছিল, সেই শোবার ঘরের একটিতে আলো ও অপরটিতে প্রফুল্ল শুইত; দুদিনের জন্য আসিয়া বিনয় প্রফুল্লর ঘরেই নিদ্রা যাইত, সেই ঘরে দুখানি খাট ছিল। আর উপরে একটি বড় ঘরে মিষ্টার বোস্ ও চারুবালা থাকিতেন ও অপর দুইটি

ঘরে সোনা ও মিমি থাকিত। সোনার ঘরটি সিঁড়ির ঠিক পাশেই ছিল; দোতলায় একটি ছোট বক্সরুম মত ছিল, সেখানে রামদাস থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইল।

বিনয় যাইবার পর আরও চার দিন হুহু করিয়া কাটিয়া গেল; কল্য প্রফুল্লও যাইবে, মিষ্টার বোস, চারুবালা সোনা মিমি সকলেই আরো কয়দিন থাকিয়া যাইবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিল, কিন্তু প্রফুল্লর থাকিবার উপায় ছিল না। কাজের ক্ষতি হইবার ভয়ে তাঁহারাও বেশী জোর করিতে পারিলেন না। প্রফুল্লও বুঝাইয়া বলিল যে, ফরেষ্ট্রী পড়িতে অক্সফোর্ডে আসিলে ছুটীর আশা বেশী করা অন্যায়, বিশেষতঃ যাহারা এক বছরের জন্য ডিপ্লোমা লইতে আসে তাহাদের পক্ষে ছুটি পাওয়াই দায়।

সারাদিন খুব ঘুরিয়া বেড়াইয়া দলের সকলেই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সন্ধ্যার আহারাদির পর সকলেই যথা নিয়মে রাত্রি দশটার পূর্ব্বেই শয্যাগত হইয়া পড়িল।

দশটার একটু পরে ড্রেসিং গাউন চাপাইয়া প্রফুল্ল সেদিন কি মনে করিয়া আলোর একুশ নম্বর ঘরের দরজায় 'নক' (আঘাত) করিয়া দরজা খুলিয়া ঢুকিয়াই হতভম্ব হইয়া গেল; দেখিল মিমি নাইট গাউনের উপর একটা পাতলা ড্রেসিং গাউন চাপাইয়া ধড়ফড়িয়া আলোর বিছানার একপ্রান্ত হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শশঙ্কিত ভাবে চাহিয়া আছে।

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ওঃ আমি জানতাম না যে মিস্ ক্রেটন্ কোন প্রয়োজনে এখানে এসেছিলেন, তা আমি এখন যাচ্ছি—" সে যাইবার জন্য ফিরিল।

আলো গম্ভীর স্বরে তাহাকে ডাকিল—"প্রফুল্ল, শোনো, যেও না—"

প্রফুল্ল ফিরিয়া দেখিল তাহার মুখ বিরক্তির ঘন কুজ্ঝটিকায় আবৃত রহিয়াছে, বুঝিল সে বিরক্তিভাব মিমিই কোন কারণে আনয়ন করিয়াছে। তাহার হঠাৎ মনে পড়িল সে দিনকার কথা, যেদিন সে অক্সফোর্ড হইতে লণ্ডনে পৌছিয়া মিমির সম্বন্ধে একটা পরিহাস করিয়া আলোর মুখে এমনি ঘন আঁধার ছড়াইয়া দিয়াছিল। তথাপি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া সে তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় মিনিট খানেক কেহ কোন কথা বলিল না; তখন মিমি হঠাৎ—"আচ্ছা তাই বেশ, গুড্-নাইট" বলিয়া দ্রুত পদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

প্রফুল্ল ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াও সাহস করিয়া বলিল—"মিমি যেন ভয়ানক চ'টেছে ব'লে বোধ হ'লো—"

আলো ধীর ভাবে বলিল—"আমি যদি তোমাকে বল্‌তাম যে, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমায় ঘৃণা করি তা হ'লে তুমিও হয়ত ওর চেয়েও বেশী চ'টতে—"

প্রফুল্ল উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—"কিন্তু তুমি ওকথা বল্‌তে গেলে কেন?

আলো ঈষৎ হাসিল, বলিল—"একেবারে নিছক সত্য কথাটা বলারও কি অধিকার নেই আমার?"

প্রফুল্ল একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"অতখানি অপ্রিয় হ'লেও—"

আলো যেন রোষের ভাব মিশাইয়া বলিল—"শুধু তারই নিজের ভালর জন্য বল্‌তে বাধ্য হ'য়েছি—"

প্রফুল্ল আরো বিস্মিত হইয়া বলিল—"তার নিজের ভাল—?"

আলো বলিয়া ফেলিল—"এখানেও আমাকে আরো দুদিন রাত্রে জাগিয়েছে আর যাতে না জ্বালায় তারই ব্যবস্থা ক'রলুম।"

চতুর প্রফুল্ল বুঝিল মিমি লণ্ডনেও আলোকে এই ভাবে জ্বালাতন করিয়াছে।

আলোর এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা একেবারেই ছিল না; যতটা না বলিবে ভাবিয়াছিল তাহার বেশী বলিয়া ফেলায় নিজের উপর একটু বিরক্ত হইয়া বিছানার প্রান্ত দেশ দেখাইয়া প্রফুল্লকে বসিতে বলিল। প্রফুল্ল তাহার মনোভাব বুঝিয়া সে বিষয়ে আর আলোচনা করিল না। অন্যান্য বিষয়ে আলাপ করিয়া প্রফুল্ল সাড়ে এগারোটার পর নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন প্রফুল্লও সেই ট্রেনে লণ্ডন রওনা হইল; আলো তাহাকে ট্রেনে চড়াইয়া ফিরিতেছিল এমন সময়ে পথে মিমির সহিত দেখা হইল। মিমি বলিল—"মিষ্টার রায়, আমি একবার জোন্‌সের দোকানে গেছ্‌লুম, ভাবলুম যে আপনিও হয়ত এইপথ দিয়ে ফিরবেন।"

আলো কিছুই বলিল না।

মিমি বলিল, "দেখুন মিষ্টার রায়, আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি যে, যদি আজ কোথাও বেড়াতে যেতে চান তবে আমি সঙ্গে থাক্‌লে আপনি বোধ হয় ততটা পছন্দ করবেন না; তা আমি কি বাড়ীতেই থাকবো?"

আলো সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে বলিল—"আপনার যা ইচ্ছা হয় সেই রকম কর্‌বেন, আমার তাতে কিছুই আসে যায় না—"

মিমি তাহার অলক্ষ্যে দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া খুব ভদ্র ভাবেই বলিল—"দেখুন মিষ্টার ও মিসেস্ বোস ত প্রায়ই ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডের ওখানেই একটু বেড়িয়ে ব'সে থাকেন, আপনি যদি আজ কোথাও বেড়াতে যেতে চান তবে আমি না গেলে সোনা হয়ত একলা আপনার সঙ্গে যেতে চাইবে না।"

আলো তেমনি ভাবে বলিল,—"না চায় তবে আমি জোর ক'রে

নিয়ে যাবো না,—আর যেতে চাইবে না-ই বা কেন, এইত পরশু দিন সকালে সে একলা প্রফুল্লর সঙ্গে অনেক দূর বেড়িয়ে এসেছিল—"

মিমি বিঁধিবার জন্য বলিল—"হয়ত সোনা মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে একলা বেড়ানো পছন্দ করে"—তাহাতেই সন্তুষ্ট না হইয়া মিমি আবার বলিল—"হয় তো, তারা একলা বেড়ানোই বেশী ভালবাসে, আমি ও আপনি তাদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে তাদের স্ফূর্ত্তি মাটি ক'রে দি—"

মিমি আড়চোখে একবার আলোর মুখের ভাব দেখিয়া লইল, কিন্তু ফল ফলিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না; মুখে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের ভাব তখনও বিরাজ করিতেছিল। মিমি তাহাতে আশ মিটাইতে না পারিয়া আরো জোরে আরো স্পষ্ট করিয়া বিঁধিবার জন্য বলিল—"সোনা যেমন চাপা মেয়ে তাতে কে ব'ল্তে পারে যে সে প্রফুল্লকে ভালবাসে না? আমি নিশ্চয় বুঝেছি—" আলো ধীর ভাবে বলিল—"আপনি যা বুঝেছেন—আমাকে তা বোঝাবার জন্য বৃথা পরিশ্রম ক'রবেন না—"

মিমির চোখ ছুটি জ্বলিয়া উঠিল, তথাপি ধীরভাবেই বলিল—"আমি তা হ'লে আজ থেকে আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাবো না—"

আলো বলিল—"বেশ, আপনার তাই যদি ইচ্ছা হয় ত আপনি যাবেন না—" মিমি হঠাৎ অপর ফুটপাথের দিকে চলিয়া গেল। আলো একটু ঘুরিয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

হোটেলে ফিরিয়া আলো কাহাকেও দেখিল না, রামদাসকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, সকলে ষ্ট্র্যাণ্ডে আছেন আপনাকেও সেখানে যাইতে বলিয়া গিয়াছেন, মেম সাহেব উপরে আছেন, তাঁর শরীর খারাপ তিনি আজ বেড়াতে যাবেন না, তিনিই ওদের সকলকে আপনার জন্য ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ডের কাছে অপেক্ষা ক'রতে ব'লে দিয়েছেন।

মিমির সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া আলো বাহির হইয়া গেল সোনা তাহার পিতার পাশের চেয়ারে বসিয়া দূর হইতে আলোকে দেখিয়া হেঁট হইয়া তাহার মাতাকে অস্ফুটস্বরে বলিল—"মা, ঐযে উনি আস্‌ছেন।"

চারুবালা ঈষৎ হাঁসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা যাও তোমরা দুজনে বেড়িয়ে রোজকার আইস্ ক্রীম খেয়ে এসো—"

সোনা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"না মা, আজ আর বেড়াবো না এখানে ব'সেই ব্যাণ্ড শুন্‌বো।

আলো আসিয়া হাসিতে হাসিতে চারুবালার পাশের চেয়ারখানি অধিকার করিল। আলো জানিত মিষ্টার বোস্‌কে অল্প দূরে বেড়াইতে বলাও বৃথা, আর মিসেস বোস অনভ্যাসের জন্য একটু বেড়াইলেই হাঁপাইয়া পড়িতেন; তাই তাঁহারা ঐ ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ড ছাড়িয়া বড় বেশীদূর কোন দিনই যাইতেন না।

অজ্ঞাতসারে মিমির উপর জেদ করিয়াই যেন আলো সোনাকে লইয়া বেড়াইতে যাইবার ফন্দি খুঁজিতে লাগিল। সে জানিত সোনাকে একলা যাইতে বলিলে সে লজ্জায় মরিয়া যাইবে তাই সে চারুবালার কাছে মিনতি করিয়া আবদার করিল—"মা, আজ আপনাকে, বেশীদূর নয় একটুখানি বেড়াতে যেতে হবে, চলুন এখানেই একচক্র দিয়ে আসি।"

চারুবালা বলিলেন—"না বাবা, এই মাত্র এত খানি হেঁটে এসে হাঁফিয়ে পড়েছি; আগে তোমরা দু'জন আইস্-ক্রীম খেয়ে এসো; তার পর যদি পারি যাব'খন।

সোনার হঠাৎ আইস-ক্রীমে অরুচি ধরিয়া গেল, বলিল—"বাঃ, রোজ রোজ আইস্-ক্রীম খাওয়া কি!"

আলো বলিল,—"আশ্চর্য্য! সোনার আইস্‌-ক্রীমে অরুচি ধরে গেল।"

মাতা সোনার সহসা সুখাদ্যটির প্রতি অশ্রদ্ধার কারণ বুঝিয়া সোজাসুজি বলিয়া ফেলিল—"আহা আর ন্যাকামি ক'রে কাজ নেই, এই সময়ে যাও নইলে দেরী হ'য়ে গেলে সে দিনকার মত ফিরে আস্‌তে হবে—"

মিষ্টার বোস্‌ তাহার উপর বলিয়া উঠিলেন—"আর সারা রাত ঘুমিয়ে আইস্‌-ক্রীমের স্বপ্ন দেখে জিবের জলে বালিশ ভিজিয়ে ফেলবে তার চেয়ে যাও তোমরা দু'জনে এই নিত্যকার কাজটা সেরে এসো—"

লজ্জার কারণ হাতে হাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে মনে করিয়া সোনা আলোর প্রতি চাহিয়া মরিয়া হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া ফেলিল—"তা বেশত চলুন না, দেখে আসি আইস্‌-ক্রীম আর আছে না ফুরিয়ে গ্যাছে—"

আলো হাসিয়া বলিল—"দেখুন মা, সোনার সত্যি ভয় হয়েছে পাছে ক্রীম ফুরিয়ে যায়—"

দুজনে উঠিতেই চারুবালা আলোকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা আলো, আমি আজ আর বেড়াতে পারবো না, ওঁর শরীরটা আজ তত ভাল নেই, মিমি মাথা ধ'রে ঘরে পড়ে আছে, আমি আজ একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে চাই; তোমরা আইস্‌-ক্রীম খেয়ে বেড়িয়ে-চেড়িয়ে বাড়ী যেও।"

মিষ্টার বোসও গৃহিণীর প্রস্তাবে সমর্থন করিলেন; কাজেই আলোকে রাজী হইতে হইল এবং তাহাতেই সোনার মুখের ও কানের উপর একটা সরমের গরম ঢেউ খেলিয়া গেল

তাহারা রেস্তরাঁ হইতে বাহির হইয়া কিছুক্ষণ ছোট বড় পাথর ছড়ানো বিশ্রী উঁচু রাস্তা দিয়া উঠিয়া এক তৃণাচ্ছাদিত খানিকটা সমতল ভূমিতে উপনীত হইল।

উঠিবার সময়ে সোনার একটু কষ্ট হইয়াছিল, তাহা জানিয়াও আলো তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার সঙ্গে যে কোন ইংরাজ মহিলা থাকিলে সে নিঃসংকোচে হাত বাড়াইয়া সাহায্য করিতে পারিত!

সোনাকে বিশ্রাম করিবার অবসর দিবার জন্য আলো বলিল —"এখানে বেশ পরিষ্কার ঘাস আছে; একটু বসা যাক্' কি বলো সোনা?

সোনা হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"বেশ, বসুন না কেন—"

আলো জিজ্ঞাসা করিল—"হাস্‌লে কেন সোনা?"

আলো সোনার কাছে এমনি করিয়া হঠাৎ 'পরিষ্কার ঘাস আছে' বলিল যে সোনার মনে হইল বুঝিবা আলো এখুনি সেগুলি খাইবার জন্য ব্যবস্থা করিবে; তাই সে হাসিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু বলিল— "ও এমনি হাস্‌লুম—"

আলো বলিল—"এমনি বুঝি লোকে হাসে—"

সোনা তাহার কথা বজায় রাখিবার জন্য বলিল—"তা কেন হাসবে না?"

আলো তাহা অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু গোলমাল করিয়া ফেলিল, শেষে সোজাপথে মিনতি করিয়া বলিতে বলিল, কেন সে বসিতে বলায় হাসিল।

উপায় নাই দেখিয়া সোনা অবশেষে আসল কারণটি জানাইয়া একটু পরিবর্তিত করিয়া বলিল—"আমি ভেবেছিলাম যে আপনি হয়ত আমাকে ঐ পরিষ্কার ঘাস খেতে বল্‌বেন—"

আলো হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল, সে হাসিটা সোনার বুকের মধ্যে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব স্পন্দন সৃষ্টি করিল।

আলো হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমি তোমার উপর ভয়ানক রাগ ক'রেছি।" তার পরই তাহার হাসি মিলাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বলিল, "করিনি, তবে ক'রবো ভেবেছিলাম।"

সোনা ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন রাগ করবেন ভেবে ছিলেন?"

আলো আবার একটু হাসিয়া বলিল,—"তুমি কেমন করে মনে ক'রলে আমি তোমাকে ঘাস খেতে বলতে পারি?"

সোনার এখন একটু সহজ ভাব আসিয়া ছিল, তাই সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল "রাগ ক'রবেন ভেবেছিলেন, তা করলেন না কেন?"

আলো সহজ সরল ভাবে উত্তর দিল,—"ভয় হ'লো পাছে তুমি চ'টে যাও।"

উত্তর শুনিয়া প্রথমে সোনার হাসিই পাইয়া ছিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে ষোড়শী সোনা চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবকের স্বাভাবিক সারল্যের সহিত ভাবের গভীরতার আশ্চর্য্য সংমিশ্রন দেখিয়া বিচলিত হইল ও তাহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে একটা ক্ষীণ অথচ অতি সত্য অপূর্ব্ব আলোড়ন অনুভব করিল।

গল্প করিতে করিতে তাহারা জগৎ ভুলিয়া গেল। আলোর মনে হইল এইযে সে একলা বসিয়া সোনার সহিত এমন নিরালা আলাপ করিতেছে, ইহাই বুঝি তাহার জীবনের চরম সার্থকতা; একটা পরিপূর্ণ শান্তি, একটা অপূর্ব্ব আনন্দ তাহার মনকে একেবারে সংসার হইতে তখনকার জন্য নির্লিপ্ত করিয়া দিল; জাগিয়া রহিল শুধু সোনার শ্যামল মুখখানি, তাহাও তাহার দৃষ্টিপাত যখন আনত হইয়া পড়িত

তখন সোনার বৃহৎ-নত নয়নদ্বয় মাত্র ভাসিয়া থাকিত; তখন সোনার কানে কিসের দুল ছিল তাহাও আলো বলিতে পারিত না।

সোনা আলোর তিন হাত দূরে বসিয়া অতি নৈকট্যের অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল, তাহার মনে যে এক অপূর্ব্ব আবেশ তাহাকে তন্ময় করিয়া দিতেছিল তাহাই আবার তাহাকে অকারণে ক্লিষ্ট করিতে লাগিল; মাঝে মাঝে যেন সে স্বপ্ন হইতে জাগিয়া ভাবিতে লাগিল এ কোথায় আমাকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ ভগবান এর শেষ কোথায় ও কেমন!

ঢং ঢং করিয়া অদূরস্থ গির্জ্জার ঘড়িতে সাতটা বাজিল; সোনা চমকিয়া উঠিল, আলো তাহা দেখিয়া বলিল—"চলো সোনা, এবার বাড়ী যাওয়া যাক—"

সোনা উঠিয়া পড়িল।

আবার সেই বন্ধুর পাথর বিছানো গড়ানো পথ ধরিয়া যাইতে লাগিল। একস্থানে আসিয়া আলো আগে আগে নামিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"সাবধানে নেমো সোনা—"

সোনা ঘাড় নাড়িয়া নামিতে গিয়া একটা হোঁচট খাইয়া দেখিল যে আলো নীচে থেকে দু'পা সম্মুখে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে—তাহার সুদৃঢ় হস্তদ্বয় ও প্রশস্ত বুকের মাঝে। সোনা ব্যাপারটা বুঝিবার আগেই দেখিল আলো যেন জোর করিয়া তাহাকে দূরে ঠেলিয়া সোজা করিয়া দাঁড় করাইয়া দিল।

আলো সোনাকে ধরিতে যাইবার পূর্ব্বেই সোনা হোঁচট খাইয়া তাহার বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া সে সোনাকে বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিল, সেই মুহূর্ত্তে যেন একটা অতি চঞ্চল বিদ্যুৎ প্রবাহ উভয়ের প্রতি ধমনীতে বহিয়া

গেল; সোনার সেথান হইতে উঠিবার ক্ষমতা রহিল না, কিন্তু মুহূর্ত্তে আলো সমস্ত মনপ্রাণের সর্ব্বগ্রাসী কামনার বিরুদ্ধে দুইহাতে সোনার স্কন্ধদ্বয় ধরিয়া সজোরে তাহাকে ঠেলিয়া দাঁড় করাইয়া দিল এবং তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত শঙ্কার সহিত বলিল—"লেগেছে কি তোমার সোনা ?"

সোনা অতি ধীরে মাথা নাড়িয়া জানাইল তাহার কোথাও লাগে নাই, কিন্তু স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, তাই সে ধপ্ করিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল।

আলো একটু শঙ্কিত হইল ও মৃদুকণ্ঠে বলিল—"আমি না ধরলে তুমি যে এই পাথরের উপর পড়ে যেতে, তাইত আমি ধরলুম তোমায় সোনা।"

সোনা তাহার মনোভাব বুঝিয়া মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া আবার মুখ নত করিল; আলো তাহাতে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইল; কিন্তু তাহার মাথা ঘুরিতেছে বা ঐরূপ কিছু হইতেছে বুঝিয়াও তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিবার জন্য হাত বাড়াইতে পারিল না।

ক্রমে সুস্থ বোধ করিলে সোনা উঠিয়া দাঁড়াইল। আগে তাহার পাশে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁট্‌তে পারবে কি সোনা ?"

সোনা মৃদু হাসিয়া বলিল—"পারবো"

তাহারা ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

১০

মিমি তাহার ঘরে আসিয়া একেবারে বিছানায় এলাইয়া পড়িল, মাথা ধরিয়াছে বলিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া আলোকে আজ কিরূপে জব্দ করিতে পারিবে ভাবিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছিল; সে বুঝিয়াছিল যে, সোনা সত্যই আলোর প্রতি দিন দিন আকৃষ্ট হইতেছে এবং আলোর নিকট সামান্য মৃদু অভিসারে অমন ভাবে অপমানিত ও প্রত্যাখ্যাতা হইয়া সে আলোর প্রতি ভয়ানক রুষ্ট ত হইয়াই ছিল, তদ্ভিন্ন আলো সোনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া তাহার ক্রোধ সোনাকেও স্পর্শ করিতে ছাড়িল না; কিন্তু তাহারই পিতার লবণ খাইয়া তাহার নিকট ক্রমাগত অনাবিল সৎ ও সস্নেহ ব্যবহার পাইয়া তাহার কোন সোজাসুজি অনিষ্ট করিবার ছিদ্র পাইল না বা তাহারও প্রবল বাসনা হইল না; কেননা সে জানিত আলোকে কোন রকমে জব্দ করিতে পারিলে সোনাকেও যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া হইবে। কিসের শাস্তি তাহাও সে ভাবিল কিন্তু সোনার ধৃষ্টতার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে মিমির পক্ষে বিলম্ব হইল না। সে কেন কোন চেষ্টা না করিয়াই আলোর হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল? আর সে আলোর নিকট একটু সদয় ব্যবহার পাইবার জন্য কত না চেষ্টাই করিয়া শুধু ব্যর্থমনোরথ হয় নাই, অপমানিতও হইয়াছে!

মিমি ভাবিতে লাগিল যদি সোনা একলাই আলোর সহিত বেড়াইতে যায়. তাহা হইলে—মিমি আর ভাবিতে পারিল না জালায় তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। আর যদি আলো সোনাকে আহ্বান করিয়া তাহার সহিত ভ্রমণে বাহির হয় তাহা হইলে ত তাহার মাথাধরা আছিলা করিয়া বরং অপমানের সহিত পরাজয় বরণ করিয়া লওয়া

হইল; তাহা হইলে সে কি ভীষণ প্রতিহিংসা লইবে তাহাই ভাবিতে লাগিল, ভাবিতে ভাবিতে সত্যই তাহার মাথা ধরিয়া গেল।

নীচে বসিবার ঘরে মিষ্টার বোসের গলার আওয়াজ শুনিয়া মিমি কান খাড়া করিয়া রাখিল সোনার গলা শুনিবার জন্য। তাহা না শুনিতে পাইয়া সেই মাথাধরা অবস্থাতেই সে উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি বেশ প্রসাধন করিয়া সে নীচে নাবিয়া গেল; সোনাকে ও আলোকে না দেখিয়াই মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল; চারুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন—"মিমি তোমার মাথাধরা কমেছে কি?"

মিমি সজাগ হইয়া হাসিয়া সহজ ভাবে বলিল—"একটু কমেছে মিসেস্ বোস্ ধন্যবাদ!"

আলো ও সোনা কোথায় গেল জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহার প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কোন রকমেই সহজভাবে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না ভাবিয়া তাহাদের কথা সে পাড়িলও না। কিন্তু চারুবালাই তাহাকে সে বিষয়ে জ্ঞানালোকে লইয়া আসিলেন, বলিলেন—"আজ তুমি তোমার দৈনন্দিন অইস-ক্রীম খেলে না, রাত্রে ঘুম হবেত? আলো সোনা কিন্তু আইস-ক্রীম ভুলতে পারে নি।

মিমি একটু সহজ ভাবে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তারা বুঝি রেস্তর াঁতে আছে?"

মিষ্টার বোস বলিলেন—"এখনও কি তারা সেখানে আছে! এতক্ষণে তারা হয়ত পেনটনে হেঁটে চ'লে গেছে; টর্কীতে এসে তাদের দু'জনেরই পায়ে কুক্ কোম্পানীর ঘোড়ার জোর এসেছে। চারুবালাও বলিলেন—"খেতে আসতে না হ'লে তারা বোধ হয় সারাদিনই ঘুরে বেড়াত।"

মিমির পক্ষে সে যাহা শুনিল তাহা সম্পূর্ণ যথেষ্ট অপেক্ষাও অনেক

বেশী হইল। সে হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া বরাবর তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন নিজেরই প্রতিবিম্বের নিকট তাহাদের প্রতি বিষ-প্রয়োগ করিবে না পিস্তল ছাড়িবে তাহার পরামর্শ চাহিল। প্রতিবিম্ব তাহাকে সাবধান করিয়া দিল; উপদেশ দিয়াই প্রতিবিম্ব ভ্রূকুঞ্চিত করিল, দন্তে দন্ত পেষণ করিতে লাগিল, যেন বলিল—"এখন একটা পথ ধরো যাতে তাদের দু'জনেরই চিরকালের জন্য সর্ব্বনাশ হয়, অথচ তোমাকে কেউই ধরতে ছুঁতে না পারে।" মিমি মনে মনে কি একটা ঠাওরাইল, প্রতিবিম্ব ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"হ্যাঁ এ পথটা বরং ভাল, এইটা ধ'রেই বেশ হিসেব ক'রে চ'লো।"

এমন সময় আলো ও সোনা সদর দরজা খুলিয়া হলে প্রবেশ করিল; মিমি কানখাড়া করিয়া শুনিবার প্রত্যাশায় দরজা ঈষৎ ফাঁক করিয়া আড়ালে দাঁড়াইল; সোনা ছুটিয়া উপরে আসিল। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল সোনা ত কোনদিনই এমন ছুটিয়া উপরে আসে না। সোনা আসিয়া তাহারই দরজায় আঘাত করিল; সে তাড়াতাড়ি ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে যাইতে যাইতে বলিল—"হ্যাঁ, ঘরে এসো—"

সোনা ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"মাথা ধরা কেমন?" মিমি দেখিল তাহার মুখে একটা আনন্দচ্ছটা খেলিয়া বেড়াইতেছে; বড় বড় চোখ দুটিতে সরল উদ্বিগ্ন কুশলেচ্ছা থাকিলেও তাহার মনে হইল বুঝি কিছু পরিহাসও লুক্কাইত আছে। তাহার চেষ্টা সত্ত্বেও সে ভ্রূযুগল কুঞ্চিত না করিয়া পারিল না; কিন্তু পরক্ষণেই সাবধান হইয়া তাহা শারীরিক অসুস্থতার উপর চাপাইয়া দিল, বলিল, "এখন একটু ক'মেছে কিন্তু গাটা যেন কেমন ক'চ্ছে—"

সোনা ধীরভাবে বলিল—"কিছু খেয়ে নেবে চলো, তা হ'লে ও সেরে যাবে'খন।"

মিমি কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না ভাই তুমি নাও, আমার খাবার ইচ্ছা একেবারেই নেই খেতেও পারব না।"

সোনা জোর করিয়া অথচ কেমন ভাবে বলিল, "লক্ষীটি অল্প কিছু খাবে চলো, উপোস ক'ল্লে শরীর আরো খারাপ বোধ হইবে।"

শেষে কি ভাবিয়া মিমি রাজী হইল। সোনা হাত মুখ ধুইতে তাহার ঘরে গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মিমি সেখানে নাই। সে বসিবার ঘরে গিয়া দেখিল আলো যেখানে বসিয়া আছে তাহার একেবারে অপর দিকে মিমি বসিয়া একটা ছবির কাগজ দেখিতেছে; সে ধীরে ধীরে তাহার মাতার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। চারুবালা তাহারা আজ কোন দিকে বেড়াইতে গিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলেন। সোনা একে একে সব বলিল, তাহার পড়িয়া যাওয়া ও আলো তাহাকে ঠিক সময়ে ধরিয়া ফেলার কথা সবই বলিল।

মিমি কাগজে মুখ রাখিয়া সবই শুনিল, শুনিয়া মনে মনে গর্জ্জিয়া বলিল, "মিথ্যাবাদী চোর, এমনি ক'রে সবই লুকিয়ে মার কাছে সরল মনের প্রমাণ দেওয়া হ'চ্ছে।"

সোনা যে রকম ক্ষেত্রে নিছক সত্য ঘটনা বলিতে পারে তাহা সেই আধা ইয়োরোপীয় আধা ভারতীয় মনস্তত্ত্বের সম্পূর্ণ বাহিরের ব্যাপার।

আহারের সময়ে সকলেই হাসিগল্প করিল, করিল না কেবল মিমি। মাথাধরার দোহাই দিয়া সে তখনকার অস্বাভাবিক মুখচ্ছবির একটা কারণ জোগাইল।

খাওয়া শেষ হইলে চারুবালা মিমিকে শীঘ্র শুইতে বলিলেন, ঘুমাইয়া পড়িলে ভালই হইবে এই আশায়। তাহাতেও মিমি মনে মনে চারুবালা নিজের কন্যার পক্ষ টানিতেছেন মনে করিয়া তাঁহার উপরও বিরক্ত হইল, কিন্তু তাঁহার কথামত শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিয়া উঠিয়া গেল। সে সময়ে আলো সোনাকে কি একটা বুঝাইতে ছিল তাই তাহার শুভরাত্রি ইচ্ছার উত্তর দিতে পারিল না কিন্তু শুনিতে শুনিতে একবার ঘাড় ফিরাইয়া সোনা প্রত্যুত্তর দিয়াছিল।

মিমি চলিয়া গেলে আলো একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বেশ আনন্দে গল্পগুজব করিল, মিমির অস্তিত্বই সে তখনকার মত ভুলিয়া গেল।

দশটা বাজিবার পূর্ব্বেই সভাভঙ্গ করিয়া যে যার শয়ন কক্ষে চলিয়া গেল।

১১

রাত্রি দশটার সময়েই টর্কি সহর গ্রীষ্মকালেও নিঝুম নিস্তব্ধ হইয়া যায়, দোকান পাট তার বহুপূর্ব্বেই বন্ধ হয়, পথঘাট জনমানবহীন ও বাড়ীর প্রায় জানালায়ই আলো নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

রামদাসের কার্য্য শেষ হওয়ায় সে তাহার ক্ষুদ্র ঘর খানিতে বিছানা পাতিয়া শুইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছে। মিষ্টার ও মিসেস্ বোসের একটু রাত্রিতে ঘুমানো অভ্যাস। সোনা অন্যদিন এতক্ষণ অগাধ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, কিন্তু আজ মনে মনে বৈকালিক ভ্রমণের ঘটনা ও গল্প

গুজবের পুনরালোচনায় এক অপূর্ব্ব নিগূঢ় আনন্দ জাগিয়া তাহার চোখের পাতা ফেলিতে দিতে ছিল না।

রাত্রি সাড়ে দশটার পর মিমি হোটেলের পরিচারিকাকে ডাকিবার জন্য ইলেক্‌ট্রিক ঘণ্টার বোতাম টিপিয়া আবার শয্যাগ্রহণ করিল।

পরিচারিকা আসিলে মিমি তাহাকে বলিল—"মিস্, নীচে একুশ নম্বর ঘরে মিষ্টার রায় আছেন, তাহার কাছে থার্ম্মোমিটার আছে, আমার জ্বর হয়েছে ব'লে তাঁর কাছ থেকে থার্ম্মোমিটারটি চেয়ে এনে দাও ত—"

পরিচারিকা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল—"আপনার জ্বর হয়েছে ব'লে বুঝি আজ ডিনার খেতে পারেন নি?"

পরিচারিকা চলিয়া গেলে মিমি সমস্ত প্ল্যানটি আবার পর্য্যালোচনা করিয়া লইল, কিন্তু ভাবিল যে আলো যদি নিজে থার্ম্মোমিটার লইয়া আসে, তাহা হইলে সে তাহাকে কতকটা ক্ষমা করিবে। কিন্তু পরিচারিকা নিজেই একলা আসিয়া থার্ম্মোমিটার দিয়া বলিয়া গেল —"আমি মিষ্টার রায়কে আজ জল দিতে ভুলে গিয়েছি, তাঁর বোতলটিতে জল ভ'রে দিয়ে আবার আস্‌ছি। মিমি একটু ভাবনায় পড়িয়াছিল কিন্তু পরিচারিকা নিজেই কিছুক্ষণের জন্য চলিয়া গেল দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। ইলেক্‌ট্রিক লাইটের উপরেই একটা ফ্লানেলের কাপড় জড়াইয়া ধরিয়া সেখানি সে বেশ উত্তপ্ত করিয়া থার্ম্মোমিটারের নীচের দিকে চাপিয়া ধরিল, পারা একশ'চারের ঘরে লাফ দিয়া উঠিল। মিমি হাসিয়া সেটিকে সাবধানে ধরিয়া আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে পরিচারিকা ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—" টেম্পারেচার কত দেখ্‌লেন?"

মিমি কাতর স্বরে বলিল—"একশ চার" পরিচারিকা উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার খুব কষ্ট হ'চ্ছে কি? ডাক্তার ডাকবার ব্যবস্থা ক'রবো?"

মিমি মুখ ফিরাইয়া তেমনি ভাবেই বলিল—"না, ডাক্তারের দরকার নেই; মিষ্টার বোস্ বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে প'ড়েছেন, তা তুমি মিষ্টার রায়কে একবার ডেকে দাও অবিশ্যি তিনি যদি ঘুমিয়ে প'ড়ে না থাকেন, আর থার্ম্মোমিটারটা তাঁকে ফেরৎ দিও।"

পরিচারিকা থার্ম্মোমিটার লইয়া চলিয়া গেল, যাইবার সময়ে আর কিছু দরকার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। মিমি আর কিছু দরকার নাই জানাইয়া তাহাকে ঘুমাইতে যাইতে বলিয়া শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিল সেও শুভরাত্রি বলিয়া চলিয়া গেল।

আলোর ঘরে যাইয়া পরিচারিকা বলিল—"মিস্ ক্লেটনের হাই-ফিভার হইয়াছে, তিনি আপনাকে একবার ডাক্ছেন।"

আলো থার্ম্মোমিটার খুলিয়া দেখিল, পারা একশ'চারের ঘরে দাঁড়াইয়া আছে, পরে পরিচারিকাকে বলিল—"আচ্ছা তুমি যাও আমি যাচ্ছি।"

পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করিল "আমাকে আর কিছু দরকার আছে কি মহাশয়?"

তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া না ভাবিয়াই আলো বলিল, না, না, তোমাকে আর দরকার নেই, যদি দরকার হয় তবে হোটেলের নাইট্-পোর্টারকে (রাত্রির বিটের দারোয়ান) ডাকবো'খন।

উত্তরে শুভরাত্রি জানাইলে পরিচারিকা চলিয়া গেল।

আলো বিছানা হইতে উঠিয়া ড্রেসিংগাউন পরিয়া উপরে চলিল। দরজায় মৃদু আঘাত করিতে মিমি প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করিল।

আলো বরাবর তাহার শয্যাপার্শ্বে গিয়া কপালে হাত দিয়া জিজ্ঞাস করিল—"খুব মাথা ধরেছে কি ?"

মিমি কাতরকণ্ঠে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "একটু ধ'রেছে।"

মাথার মধ্যে আগুনের চরকী বাজী খেলাইয়া মিমি মাথাটাকে সত্যই একটু গরম করিয়া ফেলিয়াছিল। আলো তাহার কপাল হইতে হাত তুলিয়া লইয়া বলিল—"কপালটা গরম বোধ হ'চ্ছে বটে, কিন্তু একশ'চারের মতন ত লাগ্‌ছে না।"

মিমি লেপের ভিতর মুখ লুকাইয়া তেমনি ভাবে বড় সত্য কথাটাই বলিয়া ফেলিল—"আমার ভেতরটা কিন্তু যেন জ্ব'লে পুড়ে যাচ্ছে।"

আলো একটু শঙ্কিত হইয়া বলিল—"তাহ'লে আমার মনে হয় একজন ভাল ডাক্তার আনাই উচিৎ।"

মিমি তাড়াতাড়ি লেপের আবরণ থেকে মুখ খুলিয়া সোজা আলোর প্রতি করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"না, না, এতরাত্রে ডাক্তার ডেকে কাজ নেই; সে কাল দ্যাখা যাবে, তুমি একটু আমার কাছে বসো।"

মিমির এই অসুস্থ অবস্থায় তাহাকে এইটুকু দিতে নারাজ হইবার মত প্রাণ আলোর ছিল না; তাই সে একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া বসিতে গেলে, মিমি খাটের অপর পাশে একটু সরিয়া গিয়া বলিল, —"ওখানে নয়, এখানে বসো।"

এ সময়ে উপায় নাই দেখিয়া আলো মিমির কাছে বসিল।

মিমি তাহার কপাল দেখাইয়া ইসারা করিল, আলো সরিয়া আসিয়া বসিয়া তাহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

কিছু পরে মিমি দুই হাতে তাহার কপাল হইতে আলোর হাতখানি ধরিয়া বলিল—"অনেক ধন্যবাদ তোমায় আলো, অনেক ধন্যবাদ।"

আলো কিঞ্চিৎ বিস্মিত কিঞ্চিৎ বিমূঢ় হইয়া বলিল—"এর জন্য আর ধন্যবাদ দিতে হবে না আপনাকে, আপনি শীগ্‌গির ভাল হ'য়ে উঠ্‌লে—"

মিমি তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিয়া উঠিল—"তবে যার জন্য ধন্যবাদ দিতে পারি এমন সামান্য কিছু কি তুমি আমায় দিতে পারো না?" মিমি আলোর হাতখানি তাহার হৃদয়ের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিল, আলো লেপের ভিতর দিয়াই মিমির হৃৎপিণ্ডের সজোর দ্রুত স্পন্দন অনুভব করিল। তখন মিমির অধর-যুগল আলোর অধর স্পর্শের আশায় তাহার মস্তক উপাদান হইতে উঠাইয়া শূন্যে তুলিল, আলো বলপ্রয়োগ না করিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

মিমির মাথা ধপ্‌ করিয়া বালিশের উপর পড়িয়া মুহূর্ত্তমাত্র স্থির হইয়া রহিল, তারপরেই সে আলোর হাত বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াই উঠিয়া বসিল, তাহার চক্ষু দিয়া তখন যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল; সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্রোধবিজড়িত স্বরে বলিল, "আজ বিকেলে সোনার ঐ কালো ঠোঁট দুখানার আস্বাদ পেয়ে বুঝি দুনিয়ার আর কিছুই ভাল লাগ্‌ছেনা, না?"

আলো তড়িদ্বেগে মিমির বক্ষে সজোরে ধাক্কা দিয়া তাহার হাত ছিনাইয়া লইল; মিমি সে ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া বিছানার উপরই পূর্ব্বের ন্যায় শুইয়া পড়িল। তাহা লক্ষ্য না করিয়া আলো পশ্চাৎ ফিরিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল; সেই মুহূর্ত্তে মিমি বালিশের নীচে হইতে একটি শিশি বাহির করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে খুলিয়া তাহার মধ্যস্থ তরল। পদার্থ আলোর পিঠে ড্রেসিং গাউনের

উপর ছড়াইয়া দিল এবং তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ছুটিয়া আলোর আগেই দরজার কাছে গিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল রামদাস, রামদাস, রামদাস।"

তখনি সে তাহার নিজের নাইট গাউনের উপরি ভাগ ধরিয়া টানিয়া ছয় ইঞ্চি প্রায় ছিঁড়িয়া ফেলিল ও অঙ্গুলি সঞ্চালনে তাহার কেশরাশি বিশৃঙ্খল করিয়া দিল।

পাশের ঘরেই রামদাস আরামে ঘুমাইতেছিল; কিন্তু মিমির চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই সে খালি গায়ে মালকোচা মারা কাপড় পরা অবস্থাতেই ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল; তাহাকে দেখিয়াই মিমি ক্রুদ্ধস্বরে হিন্দীতেই বলিল "তোমারা বাবুকো আউর মাঈজীকো বোলাও।"

মুহূর্ত্তক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রামদাস তড়িৎপদে মিষ্টার বোসের কক্ষের দরজায় জোরে আঘাত করিতেই দরজা খুলিয়া মিষ্টার বোস্ বাহির হইয়া আসিলেন।

রামদাস ফিরিয়া যাইতেই মিমি ঘুরিয়া আলোর রক্তচক্ষু ক্রোধে বিবর্ণ মুখ দেখিয়াও একেবারে ভীত না হইয়া বলিল, "এখনো বলো আলো তোমাকে হয়তো বাঁচাতে পারি।"

মুহূর্ত্তপূর্ব্বে আলো মিমির এই সাংঘাতিক খেলার অর্থ সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, কী ভীষণ প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে মিমি তাহার কত ভয়ানক সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে দেখিয়া ক্রোধ অপেক্ষা বেশী ঘৃণায় তাহার সর্ব্বশরীর ভরিয়া গেল, চক্ষু হইতে গরল বাহির হইয়া আসিতে লাগিল, অথচ মুখে কোন বাক্য বাহির হইল না; তাহার মনে মিমির উদ্দেশ্যে অত অসংখ্য অসংযত বাক্য একত্র জমিয়া একসঙ্গেই মুখ দিয়া বাহির হইবার প্রয়াস

পাইতেছিল যে’ তাহার সবই আটকাইয়া গেল, মাত্র অধরোষ্ঠ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, অবিলম্বে সে কম্পন সর্ব্বদেহে ব্যাপিয়া গেল। তখন আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া সে ঠিক জ্ঞানহীন মাতালের মত টলিতে টলিতে ধীরে ধীরে তাহার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। কয়েক পা যাইতেই মিষ্টার বোস্ তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার পথরোধ করিলেন। সহসা তাহার নাকে তীব্র মদের গন্ধ যাইতেই তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া এক পা পিছু হটিয়া গেলেন। আলো মুহূর্ত্তক্ষণ দাঁড়াইয়া কিছু না বলিয়া তেমনি টলিতে টলিতে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।

মিষ্টার বোস্ মিমির নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হ’য়েছে মিমি?” মিমি ইতিমধ্যে একটা ড্রেসিং গাউন পরিয়া রুমালে চক্ষু ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। এমন' সময়ে চারুবালা আসিয়া মিষ্টার বোসের পশ্চাতে কাষ্ঠ পুত্তালকার ন্যায় দাঁড়াইলেন, একটু পরে সোনাও আসিয়া তাহার মায়ের পিছনে হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

মিমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাহা বলিল তাহার প্রমাণের ব্যবস্থাও সে করিয়া রাখিয়াছিল। বালিসের নীচে হইতে শিশি বাহির করিয়া তাহার মধ্যস্থ ব্রাণ্ডি আলোর পিঠে ছড়াইয়া দিয়া তাহাকে মাতাল প্রমাণ করিল, তাহার চলায়মান গতির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহার সেই প্রমাণের জোর বাড়াইল; তথায় ছিন্ন নাইট গাউন দেখাইয়া তাহার প্রবৃত্তির পরিচয় দিল, শেষে চারুবালাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল যে, এই ব্যাপার অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল, সে তাহাকে বরাবরই ভালভাবে ও তিরস্কার করিয়া নিবৃত্ত হইতে বলিয়াছে, কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী, আজ সে তাহার অতি বড় সর্ব্বনাশ

করিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং একলা থাকিলে কাল হয়ত তাহাকে সমুদ্র-গর্ভে আশ্রয় লইতে হইত। মিমির দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, সে আর বলিতে পারিল না, আর বলিবারও কিছু ছিল না।

মিষ্টার বোস্ বজ্রাহতের মত শুনিলেন, চারুবালার চক্ষুর্দ্বয় দরবিগলিত ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল তাহার কিছু মিমির জন্য বটে কিন্তু বেশী ভাগ আচম্বিতে পুত্রশোক পাওয়ায়।

সোনা শুষ্ক চক্ষে প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া সব শুনিল, তাহার চক্ষের মধ্যে কি যেন একটা দুরু দুরু করিয়া সঘনে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। তাহার সমস্ত অন্তর মন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরুদ্ধে তখুনি দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া ইহার অসত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল কিন্তু সত্যই তখন তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল, সে প্রাণের ভিতর তাহার এই অসহায় অবস্থায় অসহনীয় জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। সে কোনক্রমে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া খাটের পায়া ধরিয়া মাথা গুঁজিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। সোনাকে আসিতে ও তদবস্থায় যাইতে মিমি ভিন্ন তাহার পিতামাতা কেহই দেখেন নাই।

প্রায় এক ঘণ্টা সেখানে তেমনি ভাবে খাটের পাশে পড়িয়া রহিল তারপর যখন সে উঠিল তখন অশ্রুজলে তাহার বক্ষের বসন একেবারে ভিজিয়া গিয়াছিল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

আলোকে দরজা খুলিবার প্রয়াস পাইতে দেখিয়া সোনার মনে হইল তাহার জীবনের সকল সার্থকতাই বুঝি ঐ খোলা দরজা দিয়া চিরদিনের জন্য বাহির হইয়া যাইতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য সোনা সব ভুলিয়া গেল।

জীবনের প্রারম্ভে যখন সে নবীন শুভ্রকল্পনায় স্বপ্নপুরী গড়িয়া তুলিয়া তাহা সাজাইবার উদ্যোগ করিতেছিল তখনই যেন যাহাকে ঘিরিয়া সেই পুরী সাজাইতেছিল সে-ই সহসা দেবতার আবরণ ছাড়িয়া ফেলিয়া নিজমূর্ত্তি ধরিয়া তাহা নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া দিল। ধ্বংস করিয়া দিয়াছে বটে কিন্তু, তাহার সকল প্রাণমন আবার তাহাকেই আহ্বান করিয়া আনিতে চাহিতেছিল, তাহাকেই ঘিরিয়া সে আবার একে একে সমস্তই গড়িয়া তুলিতে পারে। কিন্তু তাহাত হয় না, সে যদি আবার ভাঙ্গিয়া দেয়? সে কি জীবনে চিরকালই ভগ্নপুরী পুনর্গঠন করিয়া কাটাইবে? গঠনকার্য্যে তাহার আলোকেই যে চাই-ই, তাহাকে না ঘিরিয়া সে যে কিছুই করিতে পারিবে না। অথচ যে একবার একরূপ নির্ম্মম আঘাতে তাহার অনিন্দ্য-সুন্দর পুরী ভাঙ্গিয়া দিল তাহাকে সে কী করিয়া আবার আহ্বান করে? দারুণ দুঃখে ও নিদারুণ অভিমানে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জলধারা বহিয়া গেল।

আলো যে ভীষণ অপমানের আঘাত পাইয়াছে তাহা মনে হইতেই তাহার মনে কোথা হইতে সহানুভূতি আসিয়া পড়িল, সে যদি চলিয়া যায় মনে হইতেই, যাহা প্রায় প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে তাহাই তাহার সরল অন্তর মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না। সে যদি এখনই চলিয়া যায়—সোনা আর স্থির থাকিতে পারিল না,—দরজা ঈষৎ ফাঁক করিয়া দেখিল, নীচে আলোর ঘর খোলাই রহিয়াছে ও বাহিরে হলের মেঝের উপর তাহার সুটকেস্ ও একটা পাতলা ওভারকোট পড়িয়া রহিয়াছে।

আলোকে সহসা গৃহত্যাগে উদ্যত দেখিয়া সে কিছু না ভাবিয়াই তর তর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া দেখিল আলো টুপি ও ছড়ি হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

আলো তাহাকে দেখিয়া বিশেষ উদ্বেগ ও শঙ্কাভরে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, পরে মৃদুস্বরে বলিল—"সোনা—তুমি—তুমি—এসময়ে এখানে!"

সোনা সিঁড়ির প্রান্তে প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া ভাবিল—এইলোক কি একঘণ্টা পূর্ব্বে বদ্ধ মাতাল অবস্থায় থাকিতে পারে! সে কিছুই বলিতে পারিল না, তাহার শ্রান্ত ক্লান্ত নয়ন যুগল আরো ভারী ও সজল হইয়া উঠিল মাত্র। কিন্তু বিদায়ক্ষণে একি অবস্থায় পড়িল আলো! কেহ যদি দেখিয়া ফেলে তবে তাহাকে যাহাই বলুক না কেন, সোনাকে কী ভীষণ অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে! মিমিই হয়ত আবার সোনার—ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরের দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

আলোকে দরজা খুলিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়া সোনার সহসা মনে হইল যেন তাহার সমগ্র জীবনের সকল সার্থকতাই এক্ষণেই ওই দরজা দিয়া চিরদিনের জন্য বাহির হইয়া গিয়া তাহার অন্তর এক বিরাট শূন্যব্যর্থতায় ভরিয়া দিয়া যাইবে। সোনা তখন সব ভুলিয়া গেল, তাহার একমাত্র চিন্তা হইল সে কি করিয়া তাহার আগতপ্রায় শূন্য মর্ম্মের আসন্ন বেদনার জ্বালা এড়াইতে পারে। সে এক পা মাত্র অগ্রসর হইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—"ওগো, তুমি কি যাবেই চ'লে—তবে শুধু ব'লে যাও—তুমি—"

সোনা নিজেই বিস্মিত হইল—একি বলিতেছে সে। তাহাকে ফিরাইবার জন্য তাহার সমস্ত অন্তর মন উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে, আর বলিবার সময়ে সে তাহাকে যাইতেই বলিল! তাহার বিষম বিদ্রোহী জিহ্বা যেন সমস্ত জগতের সহিত তাহার অন্তরের বিরুদ্ধে একি ষড়যন্ত্র করিয়াছে। সে একবার দন্তে জিহ্বা পেষণ করিয়া অন্তরের ঝঞ্ঝাকে প্রাণপণে চাপিয়া শুধু দাঁড়াইয়াই রহিল।

আলো ফিরিয়া চাহিল, একটা অসম্ভব অপ্রত্যাশিত ধনলাভ করিয়া যেমন সহসা এলে-মেলো ভাব আসিয়া সব গুলাইয়া দেয় তেমনি তাহার সবই গুলাইয়া দিল, পরে স্থির হইয়া ভাবিল কি বলিবে? সে নির্দ্দোষ! কিন্তু আর সকলে কি তেমনি শুধু কথায় তাহা বিশ্বাস করিবে? সোনাই কি শেষে এ বিশ্বাস রাখিতে পারিবে? আলোর অন্তর-মন সোনাকে মিমির সমস্ত কুৎসিৎ ছলনার কথা বলিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহাই যেরূপে নিখুঁতভাবে অভিনীত ও প্রমাণিত হইয়াছে তাহা মনে পড়িতেই আলো তাহার মর্ম্মকথা বলিয়া তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের ইচ্ছার অসারতা বুঝিয়া ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি সোনার বিশ্বাস বার্ত্তা ও তাহার অন্তরতম প্রদেশের এত দিনের গোপন কথাটি সহসা বেশ পরিষ্কার ভাবেই জানিতে পারিয়া তাহার ওই অবস্থাতেও সে যেন তাহাতে স্বর্গসুধার আস্বাদ পাইল এবং সেই অতি মধুর পাওয়াটাই পরমুহূর্ত্তে তাহার দুরদৃষ্টের ছায়াপাতে কেমন তিক্ত বিষাক্ত বোধ হইতে লাগিল। যে ভীষণ অপমান ও অবশ্যম্ভাবী সর্ব্বস্ব অপহরণ এতক্ষণ সহস্র তীক্ষ্ণ সূচের মত তাহাকে বিঁধিতেছিল, সোনার করুণ কাতর কণ্ঠস্বর তাহার তীব্রজ্বালাকে ক্ষণিকের জন্য সমস্ত ব্যথা বেদনাকে দূরীভূত করিয়াই আবার পূর্ব্বাপেক্ষাও তীব্রতর করিয়া দিল। সে শুধু নির্ব্বাক হইয়া ফিরিয়া সোনার প্রতি চাহিয়া রহিল, দেখিল সোনা সিঁড়ির নীচে সোজা হইয়া তাহার প্রতি পূর্ণদৃষ্টি রাখিয়া অচঞ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, দেখিল শুভ্রান্তঃকরণ, পুণ্যদৃষ্টি নারী তাহার অপূর্ব্ব সুন্দর সজল সুবৃহৎ নয়ন যুগল দ্বারা তাহার অন্তরতম প্রদেশের পূর্ণসত্যটিকে হাতড়াইয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে, যেন সেই নিগূঢ় প্রদেশে কোথায় একটু সত্যের আলোক দেখিয়া ঈষৎ হাসিতেছে, যেন সেই সজল ক্ষুব্ধ নয়ন যুগল

মিনতি করিয়া বলিতেছে—'ওগো' তুমি এখনই যেও না, যদি যাবেই তবে এ মিথ্যা কলঙ্কমোচন করবার পথ আমাকে ব'লে দিয়ে যাও যাতে আমি, অবলা উপায়হীনা, নিঃস্ব অসহায়া আমি এ দুর্নামের প্রাচীর আমার প্রাণপাতেও ভেঙ্গে দিতে পারি—"

আলো শুধু চাহিয়াই রহিল, কিছুই বলিল না। এ মিথ্যা কলঙ্ক সোনারই শুভ্র মনটুকু হইতে শুধু মুখের কথায় মুছাইয়া দিবার ভরসা তাহার হইল না।

মমতাময়ী নারীজাতির কেহ যদি কখনো তাহার নারীত্বের মর্য্যাদা ঘুচাইয়া সেই নারীত্বেরই আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহার অসহায় অবস্থায় সুযোগ সুবিধা লইয়া মিথ্যা কলঙ্কের কালি ছড়ায়, তবে সেই নির্দোষ হতভাগ্য পুরুষের যাহা নিছক সত্য তাহাই শুধু কথায় প্রমাণ করা যে কত দুঃসাধ্য তাহা সে যেন অনুভব করিয়া বুঝিয়া উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিল। সে তাহার অসহায়তার পরিমাণ বুঝিয়া মস্তক-নত করিল।

সোনা তাহা দেখিল, তাহারও মাথা নুইয়া পড়িল; তবে কি—? মিমির সকরুণ ক্রন্দন-ভরা সমস্ত কথাই তাহার কানে আবার বাজিয়া উঠিল, কিন্তু তথাপি যে ভীষণ দুঃস্বপ্ন মাথা ঝাড়িয়া উঠিতে চাহিতেছিল তাহাকে সোনা সমস্ত প্রাণের সকল বলে যেন দুইহাতে দাবিয়া রাখিবার জন্য একবার মুখ তুলিয়া আলোর চিন্তামগ্ন নত মস্তকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই এক বুকভাঙ্গা হতাশায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; আলো তাহাতেই চমকিয়া চাহিয়া দেখিল যে, সোনার সেই স্থির বিশ্বাসের ধীর দোলনা কোথা হইতে সন্দেহ-বাত্যাহত হইয়া যেন ঈষৎ দুলিতেছে। সেই দোলন তাহাকে সজাগ করিয়া দিল এবং তাহাকে যেন জোর করিয়া বাহিরে ঠেলিয়া দিতে লাগিল। সে যাইবার জন্য

দরজার হাতল ঘুরাইয়া ফিরিতেই শুনিল—বঙ্কিমগ্রীবা উন্নত করিয়া, সহস্র অশ্রুধারা প্লাবিত গণ্ড আরক্ত করিয়া সোনা মর্ম্মাহত ভগ্নকণ্ঠে বলিতেছে,—"তবে কেন, কেন—তুমি এমনি—"

আলো কষাঘাতের বিষম যন্ত্রণা পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল, তথাপি তাহার সকল দেহমন অন্তরাত্মা যেন কণ্ঠে আসিয়া এক অতি ধীর, অতি গম্ভীর মিনতি প্রার্থনাময় করুণস্বরের আকারে বাহির হইয়া সোনার প্রতি ধাইয়া গিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সোনা যাহা বলিতে যাইতেছিল তাহা সহসা বন্ধ হইয়া গেল, সে শুনিল আলো তাহার প্রতি চাহিয়া বলিতেছে—"ভগবান তোমায় সুখী করুন, সুখী করুন—সোনা" আর সেইসঙ্গে তাহার দৃষ্টি যাহা যেন সে সহ্য করিতে না পারিয়া মাথা নীচু করিল তাহা অভয় দিয়া নীরবে বলিল—"অধীর হয়ো না সোনা, একদিন আসবে, যেদিন আমি নিষ্কলঙ্ক হ'য়েই তেমার কাছে ফিরে অস্‌বো—' দরজা বন্ধ হইবার শব্দে সোনা চকিতে চক্ষু তুলিয়া দেখিল—আলো আর সেখানে নাই।

সেখানেই সে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পাড়ল। তাহার খালি মনে হইল সে যেন সেখানে আসিয়া অবধি ক্রমাগতই আলোকে চলিয়া যাইতে প্রাণপণে নিষেধ করিয়াছে; তাহার দৃষ্টি তাহার দেহমন যে ক্রমাগতই আকুল ভাবে ডাকিয়া বলিয়াছে ওগো, তুমি যেও না—যেও না ফিরে এসো—" শুধু সে তাহা বিদ্রোহী জিহ্বার জন্য বলিতেই পারে নাই কিন্তু তাহার অন্তরের এমন আকুল আহ্বান সে কেমন করিয়া উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারিল!

গভীর নিশীথে শয্যায় উপাধানে মুখ গুঁজিয়া সে বহুবারই শুনিল, ভগবান তোমায় সুখী করুন—সুখী করুন সোনা—" এবং প্রত্যেক বারেই দুর্জ্জয় অভিমান আসিয়া তাহাকে বলাইল—" আমার সুখে

তো—মার কী প্রয়োজন, তুমি—যাও—যাও—” তখনি আবার মিমির সকরুণ ক্রন্দনাবৃত্তির সুস্পষ্ট-ছবি তাহার মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল; তাহাই দুস্থ অসহায় আলোর আপাত-প্রত্যাখ্যান-জনিত দুর্দ্দমনীয় অভিমানের আশ্রয়ে বর্দ্ধিতাকার হইয়া তাহার বিদায়ক্ষণের সকল অন্তরের পরিপূর্ণ মঙ্গল ইচ্ছাটিকে সেই সদ্যজাগ্রত নারীত্বের বেদনাক্ষুব্ধ সোনার কানে একটা অর্থহীন উপহাস্যের অট্টহাসির ন্যায় বেজায় বেসুরে বাজাইতে লাগিল। তাহার সুবৃহৎ সজল নয়নযুগল তখন একেবারে শুকাইয়া গেল এবং সুতীব্র অভিমানের বিরোধ জ্বালায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ও উত্তপ্ত বোধ হইতে লাগিল।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা অতুল দেববাঞ্ছিত অবর্ণনীয় সম্পদ তাহার অতি নিকটে আসিয়াছিল; সে হাত বাড়াইতেই যেন তাহা মায়ামরীচিকার ন্যায় উধাও হইয়া গেল; রাখিয়া গেল তাহাব আশান্বিত অন্তরের শুধু একটি বিরাট ব্যথা-ভরা ব্যার্থতা, আর অর্থহীন অচঞ্চল শূন্যতা। যখন সেই আহত অভিমানিনী ক্রমাগতই বলিতেছিল যে, সেই ঐশ্বর্য্য-সম্পদের এতটুকুও সে একেবারেই আকাঙ্ক্ষা করে না তখনি তাহার সজাগ হৃদয়টুকু তাহার মুখের বাণীকে ডুবাইয়া জানাইয়া দিতেছিল যে, আলো আর ফিরিয়া আসিবে না এবং অন্তরের সেই বজ্রকঠিন সংবাদটিই অভিমানিনীর তখনকার গ্লানিভরা নিথর অসাড় বক্ষখানিকে যেন শতধা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল।

১২

অক্সফোর্ডে যে বোর্ডিং হাউসে প্রফুল্ল থাকিত সেই বাড়ীর সদর দরজায় বৈকালে দাঁড়াইয়া আলো 'বেল' টিপিল, একটি ছোট বালিকা আসিয়া দরজা খুলিয়া তাহাকে দেখিয়াই আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওঃ, "মিষ্টার রায়, গুড্ আফ্‌টারনুন, আপনি কখন এলেন ?"

আলো প্রত্যাভিবাদন করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি আছেন কি ?"

বালিকা বলিল—"না, তিনি এখন নেই, তবে শিগ্‌গিরিই আসবেন।"

আলো আর কিছু না বলিয়া বরাবর প্রফুল্লর ঘরে গিয়া একখানি গদিমোড়া বেতের চেয়ারে বসিয়া পড়িল, সে ইচ্ছা করিয়াই বসিবার ঘর এড়াইয়া গেল।

কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া বসিবার পর প্রফুল্ল ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি আলো, তুমি টর্কী ছেড়ে হঠাৎ এখানে এসে হাজির হ'লে যে !" বলিয়াই সে আলোর অনিদ্রার ক্লান্তি ও তাহাপেক্ষা গুরুতর কারণজাত কালিমালিপ্ত মুখ দেখিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কি অসুখ ক'রেছে আলো ?" আলো ঘাড় নাড়িয়া জানাইল অসুখ ক'রে নাই।

প্রফুল্ল আরো শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি হয়েছে আলো ?" সে স্থির জানিয়াছিল একটা ভয়ানক কিছু হইয়াছে, কিন্তু টর্কীর কথা ভাবিয়া সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে উদ্বেগে আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সে ইহাও জানিত যে, এই অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষটি তাহার নিজস্ব গূঢ় ব্যাপার জানাইতে একবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে কেহই এমন-কি সে-ও তাহা দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না।

আলো টর্কীর হোটেল ছাড়িয়া অবধি সংসারে বড়ই একা অনুভব করিতে লাগিল। রাত্রিটা রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছে একটা হোটেলে কাটাইয়া সে অক্সফোর্ড রওনা হইল।

প্রফুল্লের প্রশ্নে আলো বলিল—"বসো, সবই বল্‌ছি।"

প্রফুল্ল একখানি কাঠের চেয়ার টানিয়া তাহার সম্মুখে উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া রহিল, কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেকক্ষণ পরে আলো প্রফুল্লর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"জগৎ আজ আলোকে একটা বদমায়েস মাতাল পশু ব'লে জেনেছে—"

প্রফুল্ল বুঝিল কী একটা বিশ্রীরকম গণ্ডগোল হইয়া আলোকে ভয়ানক আঘাত দিয়াছে। সে আরো বুঝিল যে, এতদিন ধরিয়া সে তাহার মনোমত করিয়া একটি জগৎ তিলে তিলে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা ভূমিকম্পে যেন ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। আরো জানিবার জন্ত সে কান খাড়া করিয়া রাখিল, কিন্তু আলো আর কিছু বলিল না। সে আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"এ বোধ হয় মিমির কাণ্ড—"

বিরক্তি ঘৃণা ছাইয়া পড়িয়া আলোর ক্যাকাসে গৌর মুখখানি একেবারে বিবর্ণ করিয়া ফেলিল। প্রফুল্ল তাহাতেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল।

আলো গুমরাইয়া বলিল—"তার কথা আমার কাছে আর কখনো তুলো না প্রফুল্ল।" তাহার সুরে মিনতিও ছিল, তাই প্রফুল্ল কিছুক্ষণ চুপ্‌ করিয়া রহিল। পরে প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল—"মিষ্টার ও মিসেস্‌ বোস্‌ কি তোমাকে তাই ভাবেন? বিশ্বাস ক'র্ত্তে পেরেছেন?"

সোনার কথা সে ইচ্ছা করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল না, পাছে আলো বলিতে বাধ্য হয় যে, সোনাও তাহাই মনে করে।

আলো উত্তর দিল—"ও রকম অবস্থায় তুমিও বিশ্বাস ক'রতে দ্বিধা ক'রতে না—"

প্রফুল্ল আর পারিল না, জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"সোনা নিশ্চই তা ভাবে না ?"

আলো চোখ তুলিয়া বলিল—"প্রফুল্ল, সে-ই খালি বিশ্বাস ক'রতে চায় নি,—কিন্তু না ক'রেও পারেনি।"

তারপর আলো ধীরে ধীরে বলিল—"তাই ত প্রফুল্ল, তোমার কাছে এলাম।"

প্রফুল্ল বুঝিল যে, আলো কত না আঘাতই পাইয়া তাহাকে আশ্রয় করিতে আসিয়াছে, তাই কিছুক্ষণ সে অনেক কথাই ভাবিল তারপর ঘটনার গুরুত্ব বুঝিয়া আলোকে কিছুদিনের জন্য অক্সফোর্ডেই থাকিতে বলিল ; ঠিক হইল আলো প্রতি ডিনারটার্মে লণ্ডনে যাইয়া দিন দু'য়েক করিয়া থাকিবে, তার পর 'কল্‌ড্‌' হইলেই দেশে ফিরিবে। প্রফুল্লরও পরীক্ষা সেই সময়ে শেষ হইয়া যাইবে।

কয়েকদিন পরে আলোর দেশের চিঠি লণ্ডন ঘুরিয়া অক্সফোর্ডে পৌঁছিল। তাহাতে যে বৈষয়িক সর্ব্বনাশের সাংঘাতিক কথা ছিল, তাহা আলোকে খুব বেশী বিচলিত করিল না, তবে সে তাহার পিতা-মাতার কথা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ অধীর না হইয়া পারিল না। সে ভাবিতেই লাগিল ; সারাদিন তাহার চিন্তায় কাটিয়া যাইত ; সে ভাবিত, ভগবান, এ কী খেলা খেলাচ্ছ, সুধার পেয়ালা তুমি মুখে তুলে দিয়ে তাতে এমনি ক'রে গরল ভ'রে দিলে ! এর চেয়ে যে প্রথম থেকেই গরল তুলে দেওয়া ভাল ছিল।"

সোনার কথা মনে তাহার রাতদিনই জাগিয়া থাকিত এবং তাহাতে সে যেটুকু পাইয়া নিজেকে স্থির করিবে বলিয়া ভাবিয়াছিল তাহাই

তাহাকে অত্যন্ত অধীর করিত ; সোনার মনে যদি সে তাহার নির্দোষিতার স্থির বিশ্বাস জন্মাইতে পারিত তাহা হইলে সোনার পক্ষে এ ধাক্কা সামলাইয়া লওয়া খুব সহজ হইত না। আবার মিমির কথাই মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া সোনা আলোর দিনগুলিকে একেবারে অচল করিয়া দিল।

আলো বুঝিল—বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল যে, মিমি তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দাঁড় করাইয়াছে ও তাহা যেরূপ দক্ষতার সহিত প্রমাণ করিয়াছে তাহা দেবতা-ব্রাহ্মণের নাম করিয়া শপথ করিলেও ঘুচিবার নহে!

* * * *

মিষ্টার বোস তাহার পরদিনই টর্কি ছাড়িলেন। লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া সকলে পূর্ব্ববৎ চলিবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু সকলেরই মনে হইত যেন বাড়ী সদ্য মৃত্যু-শোকচ্ছায়ায় ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।

চারুবালা অন্তরে প্রায় পুত্রশোকই পাইয়াছিলেন ; সর্ব্বদাই তাঁহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিত কিন্তু সে রাত্রির কথা ভাবিয়া তিনি অন্তরে বিশ্বাস করিতে অথবা জোর করিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেন না ; এই দুই ভিন্ন টানে পড়িয়া তিনি নিশিদিন ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন।

কিন্তু তিনি তাহাপেক্ষাও মুস্কিলে পড়িলেন তাঁহার কন্যাকে লইয়া। সে যেন মাতাকে প্রবোধ দিবার জন্যই তাহার কাছে আসিয়া হাসিয়া গল্পগুজব করিবার চেষ্টা করিত কিন্তু অল্পক্ষণ গল্পের পর তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিত, তখন সে কখনো কোন অছিলা দেখাইয়া বা কখনো কিছু না বলিয়াই তাহার মাতার নিকট হইতেও পলাইয়া যাইত। মাতা কন্যার মনের ভাব বুঝিয়া আরো ব্যথিত হইতেন কিন্তু কিছু বলিয়া সান্ত্বনা দিবার ক্ষমতা তিনি রাখিতেন না। সোনা তাহার পর হইতে

খুব কমই তাহার পিতার নিকট আসিত ; মিষ্টার বোস তাঁহার আদরের একমাত্র কন্যার এই ভাব ও ব্যবহারের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইলেও সময়ে কাটিয়া যাইবে ভাবিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিতেন।

কিছুদিন পরে তিনি সহসা চারুবালাকে বলিলেন—"ছাখো, আমি শিগ্‌গিরিই দেশে ফিরবার চেষ্টা করেছিলাম, পরের সপ্তাহের শেষেই রওনা হবো, কাল ঠিক জান্‌তে পারবো কবে যেতে হবে।"

চারুবালা তাহাতেই সায় দিলেন। তারপর মিষ্টার বোস আবার তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমার মনে হয় সোনাকে নিয়ে আমরা একটু মুস্কিলে প'ড়েছি, আমি ক'লকাতায় আমার চার পাঁচজন আত্মীয় বন্ধুকে সোনার জন্য একটি সুপাত্র দেখ্‌বার জন্য বলেছি ; ভাল একটা বিয়ে হ'লে ও ক্রমশঃ সব ভুলে যাবে—"

চারুবালা গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ সত্যিই ওর জন্যেই আমার সবচেয়ে ভাব্‌না হ'চ্ছে, আমি বুঝতে পেরেছি যে, ব্যাপারটা ওর বড্ডই লেগেছে যদিও মুখে কখনো কিছু বলে না—"

মিষ্টার বোস্‌ চিন্তিত হইয়া বলিলেন—"আমিও তা দেখেছি, তোমাকেও যে ও কিছু বলে না—সেইটেই মস্ত ভাবনার কারণ ; ও এখন বে' ক'রতে আপত্তি না ক'র্‌লে হয়।"

চারুবালার সে সন্দেহ যথেষ্টই ছিল কিন্তু তথাপি বলিলেন—"না, সোনা তেমন মেয়ে নয়, আমরা বল্লেও কখনো আপত্তি ক'রবে না।" অবিশ্যি তাহাও সত্য, এবং তাহা উভয়েই জানিতেন ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আসিয়া তাঁহাদের সে বিশ্বাস একটু হাল্‌কা করিয়া দিয়াছে।

পরের দিন মিষ্টার বোস আসিয়া জানাইলেন যে তাঁহারা ছয়দিন পরে স্বদেশ রওনা হইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই গোছ-গাছ আরম্ভ হইল।

১৩

যেদিন আলো তাহার পিতার পত্রে জানিল যে, বৈষয়িক বিপর্য্যয় ঘটিয়া তাহাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সেইজন্য তিনি সপরিবারে মুঙ্গেরে গিয়া বাস করিতেছেন তাহারই দিন পনেরো বাদে মৃত্যুঞ্জয় তাহাকে লিখিল যে, সে বহু চেষ্টা করিয়া তাহার পিতার অজ্ঞাতসারে কিছু টাকা ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দিয়াছে, তাহাতে তাহার এখানে বছর খানেক থাকার, ফী ও জাহাজ ভাড়া অনায়াসে কুলাইয়া যাইবে।

তাহাদের অবস্থা বিপর্য্যয়ে আলো যতটা না চিন্তিত হইয়াছিল তাহাপেক্ষাও অনেক বেশী চিন্তিত ও বিব্রত হইয়া পড়িল। যাহাদের যথেচ্ছ খরচ করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাহাদের উপর টানাটানির চাপ পড়িলে তাহা অসহনীয় ভার বলিয়া মনে হয়, প্রফুল্লর প্রথমত সেই কথা মনে পড়িল তার পর হঠাৎ সে দেশে থাকিতে পাশের ঘরে একদিন তাহার পিতার সহিত আর একজন কে লালগড় এষ্টেট ফাঁপা করিয়া দিবে বলিয়া অট্টহাস্য করিয়াছিল তাহা মনে পড়িয়া তাহার পিতার কর্ত্তব্য-জ্ঞানে সন্দেহ উপস্থিত হইল; আবার তিনিই যখন আলোকে অতগুলি টাকা যোগাড় করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন শুনিল তখন তাহার মন ধিক্কারে ভরিয়া গেল।

আলো অক্সফোর্ডেই রহিয়া গেল; প্রফুল্ল কলেজে গেলে বা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকিলে সে ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্‌স্কী, অ্যানি বেসাণ্ট প্রণীত থিওজফীর পুস্তকে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিত ও কিছু কিছু পড়িতও বটে। এমনি করিয়া প্রফুল্লর পরীক্ষার সময় আসিল; আলোও লণ্ডনে যাইয়া 'কল্‌ড়' হইয়া অক্সফোর্ডে ফিরিয়া আসিল। ইহার

মধ্যে কখনো কখনো তাহারা বোস পরিবারের গল্প করিত কিন্তু প্রফুল্ল লক্ষ্য করিয়াছিল যে তাহার পরেই আলোর মুখটি ঘন আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইত; তাই প্রফুল্ল সাধারণতঃ ইচ্ছা করিয়া তাহাদের কথা বড় একটা তুলিত না, কিন্তু আলো কিছুদিন হইতে মাঝে মাঝে নিজেই তুলিয়া প্রফুল্লর সহিত আলোচনা করিত এবং তাহাই তাহাকে গুমরাইয়া অসুস্থ হইবার দুর্ভাগ্য হইতে বাঁচাইয়াছিল।

এদিকে বিনয়ের সহিত তাহাদের আর দেখা সাক্ষাৎ ঘটিল না, সে যথাসময়ে মিমির ব্যাপার শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন সে তাহা লইয়া যে একটুও ভাবে নাই তাহা নহে; কিন্তু সে প্রস্তাবে বাড়ীর কাহারও নিকট কোন প্রকার উৎসাহ না পাইয়া ক্রমে ভুলিয়া গেল। পরে কখনো কদাচিৎ তাহার মাতার নিকট আলোর কথা শুনিয়া মাতার অন্তর-ব্যথা নিরাকরণের জন্য দুইএকটি সান্ত্বনার কথা বলিয়া তাহা চাপা দিয়া দিত; কিন্তু সোনার সহিত কখনো এ বিষয়ে আলোচনা করিবার অবসর তাহার হয় নাই এবং আলোর সম্বন্ধে তাহার মনোভাব সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিল না। তারপর তাহার পিতা-মাতা দেশে চলিয়া গেলে আলো ও প্রফুল্লর কথা সে যেন একেবারেই ভুলিয়া গেল।

যথাসময়ে সে "বারে কল্‌ড্" হইয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

আলো বহুপূর্ব্বে আসিলেও বি, এল পাশ করিয়া ভকীল হইয়া বিলাত গমন করিয়াছিল বলিয়া, আলোর প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে বিনয় স্বদেশ যাত্রা করিল।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সোনার বিবাহের জন্য দশদিকে ঘটক ছুটিল, কিন্তু বারো মাস ঘুরিয়া গেলেও তাঁহাদের মনোমত সুপাত্র মিলিল না। সোনার পিতার সংকল্প ছিল যে, পাত্রের সম্বন্ধে স্থির-

নিশ্চয় হইয়া তবে তিনি তাঁহার কন্যাকে বরপক্ষের সম্মুখবর্তী করিবেন ; সেইজন্য সোনা মেয়ে দেখানোর ভয়ঙ্কর পরীক্ষার প্রথা হইতে এতদিন মুক্তি পাইয়াছিল।

আত্মীয় বন্ধু দেখা করিতে আসিয়া সোনার স্বভাবে কেমন একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া কিঞ্চিত বিস্ময় প্রকাশ করিত এবং তাহারই নিকট সে বিষয়ে উল্লেখ করিলে সে হাসিয়া বলিত—"ওটা বিলেত যাওয়ার ফল, সেখানকার মতে বেশী চেঁচামেচি করা বা অনর্থক ছুটোছুটি করা অসভ্যতা—তাই—বুঝলে—"

কেহ বা তাহাই মানিয়া লইল, কেহবা লইল না। যাহারা লইল না, তাহাদের মধ্যে ছিল সোনার এক চতুর মুখরা অথচ স্নেহশীলা তাহার অপেক্ষা দুইচার বছরের বড় এক নিকট সম্পর্কীয় বৌদিদি।

সেই কৌতুক পরায়ণা ভ্রাতৃবধূ একদিন সোনাকে নিরালা পাইয়া ধরিয়া বসিল, বলিল—"আমার কথার উত্তর দাও ঠাকুরঝি ; তুমি এত মনমরা হয়ে থাকো কেন ? আমার মনে হয় যে তুমি বিলেতে তোমার প্রাণটা খুইয়ে এসেছো, নয় কি ? সত্যি বলো।"

প্রশ্ন শুনিয়া সোনা চমকিয়া রাঙিয়া উঠিয়াই পরে অসংলগ্ন দুই একটি কথা বলিয়া তাহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতেই আরো পাইয়া বসিয়া বৌদিদি আরো জোর করিয়া ধরিল, বলিল, —"কোন সাহেবের রাঙা মুখ দেখে বুঝি মরিছিস্ ? সত্যি বল্ আমায়—"

সোনা তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, বুঝিল যে চতুর বৌদিদি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িতেছে। তখন সে একটা সজোর মাথা নাড়িয়া বিলাতি সভ্যতার উপর তাহার গাম্ভীর্য্যের কারণ চাপাইয়া দিয়া জিতিয়া গেল। এহেন চতুর বৌদিদির পরাজয় সম্পূর্ণ হইত তখন যখন সে তাহার

নানা স্থান হইতে বিবাহের আগত সম্বন্ধের কথা পাড়িয়া ও পরিহাস করিয়া ও তাহার মুখ হইতে বিবাহের প্রতি অনিচ্ছার কোন কথাই বাহির করিতে পারিত না। সোনা বুঝিত তাহার মনোভাব যেখানে সেখানে প্রকাশ করিলে অনর্থক গোলমাল ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। তাহার মাতাও তাহার সহিত বিবাহের কোনো আলোচনা করিতেন না, কাজেই সে মাতার সহিত একটা বোঝা-পড়া করিয়া লইবার অবসর খুঁজিয়া পাইতেছিল না, বিবাহের কতকটা ঠিক হইলে বরপক্ষ নিশ্চয়ই তাহাকে দেখিতে আসিবে এবং মাতা নিজেই তাহাকে সাজাইয়া-গুজাইয়া দিতে আসিবেন, তখনই সোনা সেই বোঝা-পড়া করিবার অবসর পাইবে। বাহিরে তাহার বিবাহের জোর উদ্‌যোগ চলিতেছিল অথচ তাহার এ বিষয়ে কিছু বলিবার কোনো উপায় নাই, অন্ততঃ তাহার নিকট কথা না পাড়িলে সে কিছুই বলিতে পারে না। তাই চেষ্টা সত্ত্বেও জোর হইতে না পাইয়া সেও মনে মনে গুমরিয়া অধীর হইয়া পড়িল।

অবশেষে এক ঘটক একটি সুপাত্রের সন্ধান লইয়া আসিল, মিষ্টার ঘোষ্‌ ও চারুবালার পাত্রকে বেশ মনে ধরিল এবং দিন ঠিক করিয়া পাত্রপক্ষ কন্যাদর্শন করিতে আসিবেন স্থির হইল।

সেই দিন বৈকালে সোনা নিজের ঘরে নিরালায় চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, এমন সময়ে চারুবালা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—"সোনা, তুই এই অবেলায় শুয়ে আছিস্ কেন, যা শিগ্‌গির গা-টা ধুয়ে আয়—" চারুবালা হঠাৎ মেয়েদেখার কথাটি বলিতে পারিলেন না। কিন্তু বলার কোনোই প্রয়োজন ছিল না, কেন না, সোনা জানিত আজ তাহাকে কাহারা দেখিতে আসিবেন, এবং সোনার অলস ঔদাসীন্যের সহিত বিছানায় অত বেলা অবধি শুইয়া থাকার কারণও তাহাই। সোনা মনের অবরুদ্ধ

আলোড়নে পিষ্টিত হইলেও আলস্যভরে বলিল—"কেন, এখনই গা ধুতে যাব না, একটু পরে দেখা যাবে'খন।"

চারুবালা ঘুরাইয়া বলিলেন—"না সোনা-মা আমার, মা যা বলে তা কি শুনতে হয় না?"

প্রশ্নের ভিতরের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাইয়াও সোনা তাহার মনের মধ্যে জমানো কথার কিছুই বলিতে পারিল না।

চারুবালা কন্যাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া আবার বলিলেন—"উনিও তোমাকে তাড়াতড়ি গা ধুয়ে ভাল কাপড় প'রে, আসতে ব'লেছেন।"

সোনা তথাপি উঠিবার চেষ্টা করিল না বা কোন কিছু বলিলও না।

চারুবালা ভরসা পাইয়া বলিলেন—"উনি তোমার জন্য কত যে ভাবেন তা ত তুমি জানো; অনেক পরিশ্রম ক'রে একটি অতি সুপাত্রের সন্ধান করেছেন, আজ পাঁচটার সময় তাঁরাই তোমাকে দেখতে আসবেন।"

সোনার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, সে শুধু ডাকিল—"মা—"

চারুবালা কন্যার খাটের উপর বসিয়া তাহার মুখের উপর হইতে কেশগুচ্ছ সরাইয়া দিলেন, বলিলেন—"কি বলছিস্ সোনা—"

সোনা মুখ ফিরাইয়া বলিল—"আমার একটা সাধ আছে মা—"

মাতা উদগ্রীব হইয়া উঠিলেন—কন্যা ধীরে ধীরে বলিল—"মা, আমাকে নারীশিক্ষা-মন্দিরে ভর্ত্তি ক'রে দাও—"

চারুবালা কন্যার এ সাধ কল্পনা করিতে পারেন না, ইহার মধ্যে যে গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত ছিল তাহাও বুঝিতে পারিলেন না; তাই তিনি অবাক হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

কন্যা বলিল—"মা, আমি দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে চাই—"

মাতা যেন তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন—"আচ্ছা সে কথা পরে হবে'খন এখনি যে তারা দেখতে আসবে, চলো মা, দেরী হয়ে যাবে—"

সোনা মৃদুকণ্ঠে বলিল—"মা আমার বে' দিও না, তা হ'লে আমার দেশের কাজ করা হবে না।"

চারুবালা দুঃখিত হইয়াই বলিলেন—"ছিঃ ও কথা মুখে আনতে নেই, আমরা যে তোমার বে'র জন্যে কত ভাবনাই ভেবেছি তা ত তুমি জানো না—"

সোনা উঠিয়া বসিয়া একেবারে মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। চারুবালা বাম হস্ত দিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

মাতা কন্যাকে আদর করিতে করিতে বলিলেন—"তা দেশের কাজ ক'রবে সোনা, কিন্তু বে'র পরে হিন্দু মেয়ের পক্ষে বে' না করা যে কত ভয়ানক তা তুমি এখন বুঝতে পারবে না—"

চারুবালা বুঝিতে পারিলেন সোনা তাহার বুকের মাঝে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে, সে কান্না সে যতই রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে ততই তাহ যেন তাহার বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে; কান্না অপেক্ষা তাহা চাপা দিবার চেষ্টাটাই চারুবালা যেন বুক দিয়া অনুভব করিতে পারিলেন ও তাহাতে তাহার গভীরত্ব বুঝিয়া নিজেও চক্ষু সজল করিয়া ফেলিলেন।

হঠাৎ সোনা হাত বাড়াইয়া মাতার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—"মা, মা, আমার বিয়ে দিও না, আমি তা হ'লে বাঁচবো না

মা, আমার কথা শোনো, আমি কি তোমাদের এতই ভার হয়ে প’ড়েছি ?”

শেষের কথাটি চারুবালার বুকে শেলের মত বিঁধিল ; তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আর তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন না করিয়া পারিলেন না বলিলেন—“সোনা মা আমার—তার খোঁজ ক’রবো কি ? সে হয় ত—” সোনা আর বলিতে দিল না, মাতাকে সবলে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—“না, না, কিছুতেই না, মা, আমি বেঁচে থাক্‌তে—”

চারুবালা নারী, জননী, এতদিন যাহা তিনি সন্দেহ করিয়া আসিতেছিলেন, এবং সেই সন্দেহ যথেষ্ট প্রবল ছিল বলিয়াই তিনি যাহা উল্লেখ মাত্রও করিতে পারেন নাই আজ তাহা একেবারে স্বচ্ছ পরিষ্কার হইয়া তাঁহার চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। চোখের অতি নিকটে ধরিলে স্পষ্ট অক্ষর যেমন ঝাপসা দেখা যায়, তেমনি সোনার অবসাদের কারণ তিনি অতি নিকটে ধরিয়া ঈষৎ ঝাপসা করিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ মাথা তুলিয়া ধরিতেই সোনার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ নারীর নিকট তাহারই গর্ভধারিণীর নিকট স্পষ্ট হইতেও স্পষ্টতর হইয়া প্রতিভাত হইল। তিনি ইহাও বুঝিলেন যে, সোনা নবীন কৈশোরে যে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল,আলো সেই মাটির দেবতাকে একেবারে নিঃশেষে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে ; কিন্তু তথাপি আলো তাহাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছিল, সে যাহাই হউক না কেন, চাহিলে তিনি তাহাকে ক্ষমা না করিয়া পারেন না ; কিন্তু সোনার ক্ষমা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অভিমানিনী কি তাহা করিবে !

চারুবালা ভগ্নকণ্ঠে ডাকিলেন—“সোনা, মা আমার—” সোণা মায়ের বুকের মধ্যে মাথা নাড়িল ; চারুবালা ধীরকণ্ঠে বলিলেন—“তাকে ক্ষমা কর্—”

সোনা অস্পষ্ট ভাবে উত্তর দিল—"আমি ক্ষমা করার কে মা?"

চারুবালা তখন আলোর কথাই ভাবিতেছিলেন, বলিলেন—"সে একটা অন্যায় কাজ ক'রতে গেছলো বটে. কিন্তু তার স্বভাব কখনই ওরকম নয়—"

সোনা উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার অন্তর নীরবে বলিল—কাকে এ কথা ব'লছে. মা! আমি কি তা জানি না?—

টর্কিতে যে দিন একলা তাহারা বেড়াইয়া ফিরিতেছিল সেইদিনকার কথা তাহার মনে পড়িল; তাহাকে পতন হইতে রক্ষা করিতে গিয়া ধরিয়া সে ঠেলিয়া তাহাকে দূরে রাখিয়া দিয়াছিল. দায়ে প'ড়িয়া কর্ত্তব্য-রোধে তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য স্পর্শ ক'রিয়া যে নিতান্ত অপরাধীর মত ভীত হইয়া ক্ষমা চাহিবার ছলে কারণ দেখাইয়াছিল—সে লোকের স্বভাব কখনো ওরূপ হইতেই পারে না; কিন্তু তথাপি— তাহার কতকটা দ্রবীভূত মন আবার কঠিন হইতে লাগিল—কৈ সে বিশ্রী জঘন্য কাজের পর একটা সামান্য কৈফিয়তও ত কেহই শোনে নাই, তবে কিসের জন্য তাহার পিতা-মাতা তাহার খোঁজ করিবেন? যে ক্ষমাপ্রার্থী নয়, তাহাকে ক্ষমা করিতে যাওয়াই যে ধৃষ্টতা! না, চাহিলেও সে কখনো তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে না। তাই সে মাতাকে আলোর হইয়া ক্ষমা করিবার অনুরোধে অধীর হইয়াই বলিল—"ক্ষমা!—কখনোই হ'তে পারে না"—তার পরই যেন রাগিয়া বলিয়া ফেলিল—যে "ক্ষমা চায় না, যে কোন দোষ ক'রেছে ব'লে মনে করে না—তাকে?—যে তা মনে ক'রলেও ক্ষমার কোন প্রয়োজন বোধ করে না—তাকে? না মা, তা হয় না।"

চারুবালার যেটুকু বুঝিতে বাকী ছিল তাহা বুঝিয়া বিশেষ ব্যথা পাইলেও হতাশায় ঘন আঁধারের মধ্যে ক্ষীণ আলোক-রেখা দেখিতে

পাইলেন। কন্যা আর কাহাকেও বিবাহ কিছুতেই করিবে না,—আলোকেও বিবাহ করিতে রাজী হইবে কি না সন্দেহ, তবে সে যদি তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়া তাহার অভিমানিনী কন্যার নিকট অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চায়, তবে তাহার মনকে যতই বাঁধিয়া রাখুক না কেন, সে তাহার অমন অপরাধও না ভুলিয়া থাকিতে পারিবে না।

তিনি কন্যাকে কতকটা সান্ত্বনা দিয়া সত্বর স্বামী সকাশে চলিলেন।

মিষ্টার বোস্ তখন তাঁহার ঘরে বসিয়া গড়গড়ার এক তরফা আলাপ শুনিতেছিলেন। চারুবালা সেখানে শঙ্কিত ভাবে যাইয়া বলিলেন—"ওগো শুনছো আজ যারা সোনাকে দেখ্তে আসছেন তাদের বারণ ক'রে পাঠাও।"

মিষ্টার বোস্ বলিলেন—"কেন বারণ ক'রে পাঠাতে হবে কেন?"

চারুবালা ধীরে ধীরে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। মিষ্টার বোস্ প্রথমে অধৈর্য্য প্রকাশ করিলেও শেষে চারুবালার কথায় ও তাঁহার কন্যার প্রতি স্নেহের খাতিরে বুঝিয়া রাজীও হইলেন।

পাত্রপক্ষের লোক আসিয়া পড়িলে, মিষ্টার বোস্ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কন্যার হঠাৎ অসুস্থতার দোহাই দিয়া নিজেই তাহাদের নিকট মাফ চাহিলেন। তাহারা ফিরিয়া গেল।

চারুবালা সন্ধ্যার সময় স্বামীকে ধীরে ধীরে বল্লেন—"দ্যাখো, একটা কথা কিন্তু আমার মন সর্ব্বদাই ডেকে ব'ল্ছে—আলোর স্বভাব কিছুতেই ও রকম হ'তে পারে না।"

মিষ্টার বোসেরও যে কখনো তাহা মনে উদয় হয় নাই তাহা নহে; কিন্তু অনুপায় হইয়াই তাহা তাঁহার পত্নীর নিকটও কোন দিন ব্যক্ত করিতে পারেন নাই; কারণ বা প্রমাণ না দেখাইয়া পুরুষের পক্ষে মনের ডাকে সাড়া দেওয়া সুকঠিন; কিন্তু মমতাময়ী স্নেহ-পরায়ণা নারী

জাতির নিকট মন যখন কোন সত্যকে সজোরে ডাকিয়া বাহিরে আনিবার জন্য ক্রমাগত বক্ষপঞ্জরে ধাক্কা দেয়, তখন তাহারা কারণ প্রমাণের বিরুদ্ধেও তাহার উপর নির্ভর করিতে এতটুকু দ্বিধা করে না। তাই চারুবালা তাঁহার মনের ডাকটি স্বামীকে বলিলেন ও তাহার সহিত আর যাহা বলিলেন না তাহা বুঝিয়া মিষ্টার বোস্ তাঁহার মনের কথা স্ত্রীর নিকট বলিবার ভরসা পাইয়া তাঁহারও অন্তর-ডাক পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া বলিলেন—"আমি দেশে ফিরে এসে অবধি তার সম্বন্ধে চুপে চুপে অনেক সন্ধান ক'রেছি, কিন্তু কোন অপ্রিয় কথা কারু কাছে শুনি নি। সে মাস খানেক হ'লো এসে হাইকোর্টে বেরুতে আরম্ভ করেছে, তার আসার পরও আমি খোঁজ নিয়েছি, সকলেই এক বাক্যে তার প্রশংসাই করে—"

মিষ্টার বোস্ ও চারুবালার মন আলোর প্রশংসায় নিজের পুত্রের সুনামেরই মত বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিলেন ও তাহার সেই এক দিনের উশৃঙ্খলতা একেবারে ভুলিয়া মাপ করিয়াই দিলেন। চারুবালা কিন্তু তাহার বিষম অভিমানিনী কন্যাকে জানিতেন, তাই তিনি কর্ত্তাকে জানাইলেন যে, আলোকে কোন প্রকারে আনিয়া কৃতকর্ম্মের জন্য তাহাদের নিকট ও আলোর কাছে দুঃখ প্রকাশ ও কোন প্রকার মার্জ্জনা চাহে, তাহা হইলেই সব দিক বজায় থাকে।

মিষ্টার বোস্ আলোর সম্বন্ধে সন্ধান করিয়া যাহা জানিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার মনে হইল যে আলোকে সামান্য একটু মার্জ্জনা ভিক্ষা করাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

বিনয় মাস ছ'য়েকের উপর কোর্টে যাতায়াত করিতেছে। এবং আলো ফিরিয়া আসিবার পর তাহার সহিত যথেষ্ট আলাপ পরিচয় আবার মাজিয়া ঘসিয়া লইয়াছে। মাসাবধি প্রায় বিনয়ের সহিত আলোর

লাইব্রেরীতে দেখা হয়, বিনয় বহুদিনের পূর্ব্বের বন্ধুর ন্যায় তাহার সহিত আলাপ করিল—সে যে আলোর বিরুদ্ধে কখন কিছুই শুনিয়াছিল তাহা একেবারেই বুঝিতে দিল না ; কিন্তু আলো তাহা বুঝিল কারণ মাস খানেকের মধ্যে বিনয় তাহার বাড়ীর অপর কাহারও কথা আলোচনা করিল না বা তাহাকে গৃহে আহ্বান করার কোনও ইচ্ছা দেখাইল না ;

১৪

একদিন বৈকালে সোনা তাহার মামাত ভাই ডক্টর মিটারের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল তাহার চতুর বৌদিদি হাসিয়া আসিয়া তাহাকে মোটর কার হইতে তুলিয়া লইয়া উপরে উঠিয়া গেল।

ডক্টর মিটার পুরা হিন্দু হইলে এবং বিলাত না গেলেও একটু সাহেবী ধরণে বাস করিত। স্ত্রীকে একেবারে পর্দ্দানসীন করিয়া রাখেন নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিশেষ বন্ধু ও আত্মীয় না হইলে স্ত্রী মায়া কাহারও সম্মুখীন হইত না।

মায়া সে নাকে উপরে ড্রইং রুমে লইয়া বসাইল ও নানা গল্প করিতে লাগিল। এমন সময়ে বয়ায়া আসিয়া খবর দিল যে, সোনাকে তাহার মাতা টেলিফোনে ডাকিতেছেন। সোনা নীচে ডক্টর মিটারের রোগী পরীক্ষা করিবার ঘরে টেলিফোন ধরিতে গেল। তখন সেখানে কেহই ছিল না।

এমন সময়ে বাহিরে গাড়ীর শব্দ হইল ; ডাক্তার সাহেব গাড়ী হইতে তাহার সহিত নামিয়া তাহার সঙ্গীর উদ্দেশে বলিতেছিলেন—"বেশ যা হ'ক, এতদিন এসেছো, এর মধ্যে কি একবারও এদিক মাড়াতে নেই ?— তুমি একটু বোসো— আমি স্ত্রীকে খবর পাঠাই যে তুমি এসেছো।" তারপর গলা একটু নীচু করিয়া অথচ যাহাতে তাহা উপরের ঘরের স্ত্রীর

কানে যায় এমন সুরে বলিল—"আমার কোন বন্ধুর সঙ্গে প্রথম বারে আলাপ পরিচয় করার সময়ে তাঁকে মুখে সাবান পাউডার আর একখানা ভাল কাপড় পরবার সময় না দিলে তিনি বড্ড চ'টে যান," তারপর আবার সহজ সুরে বলিলেন—"তুমি একটু এখানে ব'সো, আমি এক্ষুনি আস্‌ছি—"

ডাক্তার সাহেব সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। সোনার মাতা সোনাকে টেলিফোনে অনেকক্ষণ ধরিয়া কি বলিতেছিলেন ব'লিয়া সোনা চুপ করিয়া শুনিতেছিল ও অল্প অল্প মাথা নাড়িতেছিল ; তাই আগন্তুক সেখানে কেহই নাই ভাবিয়া সটান সেই রোগী পরীক্ষার ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সেখান হইতে নড়িবার চেষ্টাও করিল না। সোনা তাহাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখিয়াই বিস্ময়াবিভূত হইয়া গেল, তাহার মাতার কথার আর কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না ; আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া সে বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা প্রলয় বহিতে লাগিল, হৃদয়টি সহসা যেন পাগলের মত উদ্দাম গতিতে তাহার বক্ষপঞ্জরে সঘনে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। সে মুহূর্ত্ত মাত্র আলোর প্রতি চাহিল, আলোও এমনি বিস্ময়াচ্ছন্ন হইয়াছিল যে তাহার মুখ হইতে আপনিই বাহির হইয়া আসিল—মাত্র সোনার নামটি—"সো—না !"

সোনাও কিছুই না জানিয়া শুধু অপলক নেত্রে চাহিয়াই ছিল। আলোর মুখে তাহার নাম শুনিয়াই সে চকিতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া টেলিফোন রিসিভারের (দাঁড়ের) উপর রাখিয়া তাহারই উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল, তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল যে, নিজের পায়ে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা তাহার তখন ছিল না। একটু সামলাইয়া লইতেই—মিমি ঠিক যেমন করিয়া তাহার নিদারুণ

কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিল তাহা সমস্তই তাহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই দুর্দ্দমনীয় অভিমান আসিয়া তাহার সমস্ত দেহ মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহার তৃষিত নয়নদ্বয় দ্বারস্থ আলোর প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিবার জন্য দুর্নিবার চঞ্চল হইয়া উঠিল; তাহার উত্তপ্ত কর্ণযুগল আলোর মুখে তাহারই নিজের নাম শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল, তাহার জিহ্বা আলোকে কুশল প্রশ্ন করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল, কিন্তু মিমির ছবি সহসা তাহার অন্তরে দুর্জ্জয় অভিমান জাগাইয়া তাহার উন্মত্ত হৃদয়টিকে বজ্রাধিক কঠিন করিয়া দিল, তাহার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত চক্ষু দিয়াই অনল-শিখা বাহির করিয়া আনিল। তীব্র পিপাসা-ক্লান্ত কর্ণযুগলকে যেন কাঁসর ঘণ্টার উদ্দাম ঝঞ্জনায় বধির করিয়া ফেলিল। সদ্যবিকশিত পরিপূর্ণ-প্রায় নারীত্বের প্রতি আঘাত করিলে যে তীব্র বিশাল অদম্য অভিমান মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠে, আলোর দ্বিতীয় বার কাতরমিনতিপূর্ণ অবরুদ্ধ প্রণয়-কণ্ঠস্বরে তাহার নাম উচ্চারিত হইলেই সেই অভিমান সোনাকে ফিরাইয়া দাঁড় করাইল, কিন্তু তখন তাহার স্বভাবত কোমল বৃহৎ চক্ষুদ্বয় যেন ক্ষমাহীনের সুকঠিন শাস্তির বার্ত্তা বহিয়া লইয়া গেল তাহার মস্তক গর্ব্বে ও তাচ্ছিল্যে উন্নত হইয়া রহিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সোনা আলোকে স্তম্ভিত করিয়া শুধু—"আমাকে যেতে দিন"—বলিয়াই তাহারই পাশ কাটাইয়া সেই দরজা দিয়া বাহির হইয়া একেবারে তাহার গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল।

আলো ধীরে ধীরে হলের একখানি চেয়ারে গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার সিঁড়ি হইতেই হাঁকিয়া ডাকিল—"এস হে আলো, ওপোরে এসো—"

কিন্তু আলো উপরে গেল না, চেয়ার হইতে উঠিলও না। ডাক্তার

নীচে নামিয়া আসিয়া তাহার মুখ দেখিয়া উৎকণ্ঠাভরে বলিল—"কিহে, তোমার শরীর কি সত্যি অসুস্থ ?

আলো অসহায়ের মত বলিল—"তোমাকে ত বলেছিলাম, সনৎ, আজ আস্‌তে পারবো না, তা তুমি শুন্‌লে না, সত্যি আমার শরীর আজ ভাল না—"

সনৎ বলিল—"তুমি আজ আস্‌তে আপত্তি করেছিলে বটে কিন্তু অসুস্থ তা ত বলনি—"

আলো বলিল, "আজ ত তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে পারবো না, আর একদিন আসবো, আজ যাই কি বলো ?"

সনৎ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দুঃখিত হইয়া বলিল, "আচ্ছা দাঁড়াও আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌বো। বলিয়াই সনৎ পরীক্ষাগারে ঢুকিয়াই যেন অবাক হইয়া বাহির হইয়া আসিয়া আলোকে জিজ্ঞাসা করিল—"ওহে আলো, আমার এক পিস্‌তুতো বোন টেলিফোন কচ্ছিল, সে কোথায় গেল দেখেছ কি ?

আলো কতকটা সহজ সুরেই বলিল—"তিনি ত এই একটু আগে বেরিয়ে গাড়ী ক'রে চ'লে গেলেন দেখ্‌লাম।"

সনৎ ক্ষুব্ধ ভাবে বলিল—"দেখ্‌লে মেয়েটার কাণ্ড-কারখানা, উনি আবার পিশেমশায়ের সঙ্গে বিলেতে মাস ছ'য়েক কাটিয়ে এসেছেন। তারপর জুড়িয়া দিল—"তোমাকে দেখেই একেবারে বাড়ী চম্পট দিয়েছে !" কথাটা সত্যের কতটুকু অংশমাত্র তাহা বুঝিয়া আলোর বুকের মাঝে যেন সূঁচ বিঁধিল কিন্তু কিছুই বলিল না।

সনতের তাহাকে পৌছাইতে যাওয়াতে আলো কোন রকমে আপত্তি জানাইল এবং শেষে শীঘ্রই একদিন আসিবে কথা দিয়া সনতের গাড়ীতেই চলিয়া গেল।

১৫

বার লাইব্রেরীর মধ্যে একটা কোণের টেবিলে বসিয়া বিনয় একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের সহিত তাহার ব্রীচ অব প্রমিসের মকদ্দমা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। মিস্ হাটিন্স্ অনর্গল বকিয়া তাহার ঘটনাবলীর নিখুঁতভাবে দীর্ঘ আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিল, তাহাতে বাধা দিয়া বিনয় তাহাকে তাহার 'ফস্কাইয়া যাওয়া ভাবী স্বামীর নিকট হইতে যত প্রেম-পত্র পাঠাইয়াছিল তাহাই রাখিয়া যাইতে বলিয়া বলিল—"এই চিঠিগুলি প'ড়ে আগে দেখি সে 'প্রতিজ্ঞাটা' বেশ স্পষ্টভাবেই করেছে, তখন কেস্ আছে বুঝলে আমি ব্রীচ্ প্রস্তুত করিবার জন্য আপনাকে কোন এটর্ণীর কাছে পাঠিয়ে দোব'খন।"

প্রকাণ্ড প্রেমপত্রাবলীর বাণ্ডিল রাখিয়া মেম সাহেব খুসী হইয়া চলিয়া গেল। বিনয় অদূরে আসীন আলোকে ডাকিয়া বলিল—"ওহে রায়, এদিকে এসো, একটা মজা দ্যাখাই তোমাকে।"

আলো আসিলে সেই চিঠির তাড়া দেখাইয়া বিনয় বলিল—"এই লভলেটারগুলি (প্রেমপত্র) আমাকে পড়তে হবে, তা তুমি একটু আমাকে সাহায্য করো না? প'ড়ে দ্যাখো লোকটা কোথায় মেয়েটার কাছে 'প্রমীস' (প্রতিজ্ঞা) করেছে— মেয়েটাকে বিয়ে করবে ব'লে—।"

আলো ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"কিন্তু পরের চিঠি—"

বিনয় হাসিয়া বলিল—"এত সব দু'দিন পরে ঘরের কাগজে ছাপানো হতেও পারে, আর কাজের জন্য দেখবে তাতে আর দোষ কি?"

"আচ্ছা দাও" বলিয়া আলো কতকগুলি চিঠি লইয়া পড়িতে লাগিল, আর কতকগুলি লইয়া বিনয় তাহাতে মনঃ-সংযোগ করিল।

সহসা বিনয় চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—"আলো, তোমার

অর্দ্ধেক চিঠি তুমি বাড়ী নিয়ে গিয়ে বেশ ভাল ক'রে প'ড়ে দেখো, আর আমি এ আর্দ্ধেক দেখব'খন ; এখানে যে গোলমাল তাতে এমন চমৎকার প্রেমপত্রও পড়া অসম্ভব" বলিয়াই হাঁকিল—"এই চৌধুরী,—বাসু মালিক্ তোমরা কি এটাকে হট্ট-মন্দির ক'রে তুল্‌বে নাকি ?"

ফলে গোলমাল আরো বৃদ্ধি পাইল তখন ঘোষ দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল—"আহা বেচারা বোস্‌কে একটু কাজ ক'রতে দাও না কেন তোমরা !"

গোলমাল তাহাতে একটু কমিল ; তাহারা আবার প্রণয়লিপি-গুলিতে মনযোগ দিল। মাঝে ঘোষ আসিয়া আলোকে বলিল, 'লভ-লেটার' বুঝি ! ভারী মজার ব্যাপার ত, দেখি একখানা।" আলো একখানা খাম ঘোষকে দিল। ঘোষ উল্টাইয়া দেখিয়া বলিল—"ওহে এখানা বাজে চিঠি, এ একটা মেয়ে লণ্ডন থেকে মিস্ হাটিন্‌স্‌কে লিখ্‌ছে ; সেই ছেলেটার চিঠি একখানা দাও না ?"

আলো পড়িতে পড়িতে বলিল—"ও: তাই নাকি ? তাহ'লে ওটা ভুলে এর মধ্যে দিয়ে গেছে—এই নাও একখানা মজার চিঠি আর ওখানা বোস্‌কে দাও, ফেরৎ দিতে হবে।"

বিনয় হাত বাড়াইয়া—সেই চিঠি খানি লইয়া তাহার বাণ্ডিলের মধ্যে রাখিয়া দিল।

এমন সময়ে লাইব্রেরীর পিয়াদা আসিয়া বিনয়কে বলিল—"সাব, আপ্‌কো একঠো সাব সেলাম দিয়া—" বিনয় উঠিয়া গিয়া তাহার পিতাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে তাঁহাকে সসম্ভ্রমে লাইব্রেরীর মধ্যে লইয়া বসাইল এবং সেই সঙ্গে সকলকে ইসারা করিয়া জানাইল কেহ যেন অসাবধানে ভাষা প্রয়োগ না করিয়া ফেলে ; কেন না ভাষায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতার একটি স্থান হইতেছে—বার লাইব্রেরী।

মিষ্টার বোস্‌কে লাইব্রেরীতে দেখিয়া আগে হতভম্ব হইয়া গেল, সে তাহাকে অভিবাদন করিবে—কি করিলে প্রত্যাভিবাদন পাইবে কি না ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

মিষ্টার বোস্‌ সে ভাবনার শেষ করিয়া দিলেন, তিনি আলোকে দেখিয়াই সহর্ষে বলিলেন—"কি আলো, কেমন আছো, কবে এলে?"

আলো তখন নিশ্চিন্ত মনে উঠিয়া দাঁড়াইয়া—অভিবাদন করিয়া তাহার কুশল ও আগমন সংবাদ জানাইল। কিছুক্ষণ তাহারা তিনজনে গল্প করিল। তারপর মিষ্টার বোস বলিলেন—"আলো, তোমার সঙ্গে একটা কথা বল্‌তে চাই—একবার বাইরে আস্‌বে?"

আলো তখনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"নিশ্চয়ই মিষ্টার বোস্‌," মিষ্টার বোসের ও আলোর সহিত বিনয় ছ'জনকেই দরজা অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল; পেয়াদাকে দুইখানি চেয়ার বারাণ্ডায় দিবার হুকুম দিয়া সেই চিঠিগুলিতে আবার মনোনিবেশ করিল।

মিষ্টার বোস নির্জ্জন বারাণ্ডায় চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—"আলো তুমি বোধহয় জানো যে আমার স্ত্রী এবং আমি তোমাকে পুত্রের মতনই দেখি।"

আলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভরে মস্তক নত করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল।

মিষ্টার বোস বলিতে লাগিলেন—"তোমার সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই ধারণা যে, তোমার স্বভাব সম্পূর্ণ অনিন্দ্যনীয়, একেবারেই নিষ্কলঙ্ক; তবে টর্কীর ব্যাপারটাকে একটা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হয়; আমরা তা একেবারেই ভুলে যেতে চাই, আর সে বিষয়ে তোমার একটু সাহায্য পাবার জন্তই আজ আমার এখানে আসা—"

মিষ্টার বোস একটু থমকিয়া গেলেন;—আলো বিনীত ভাবে কৃতজ্ঞ

অন্তরে জিজ্ঞাসা করিল—"আমাকে কি ক'রতে হবে বলুন—এ সৌভাগ্য-লাভের জন্যে আমি সবই ক'রতে প্রস্তুত—"

মিষ্টার বোস আশান্বিত হইয়া বলিলেন—"বেশী কিছু নয়, আলো, —এই একবার—একবার মাত্র সেই ঘটনাটার জন্য—আমাদের ওখানে—সামান্য একটু দুঃখ প্রকাশ ক'রে কিছু বোলো—"

আলোর কর্ণ-যুগল উষ্ণ হইয়া উঠিল—অবাক হইয়া বলিল—"অর্থাৎ আমাকে দোষটা মেনে নিতে হবে আর তার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে?"

মিষ্টার বোস বলিলেন—"মেনে নেওয়াই ঠিক নয় কি? বিশেষতঃ যখন আমাদের সকলেরই মনের শান্তি তোমার একটু মেনে নেওয়ার উপরে অনেকটা নির্ভর ক'চ্ছে!"

আলো চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিয়া বলিল—"কিন্তু দোষটা যে কী জঘন্য, কী বিশ্রী তা একবার ভেবে দেখেছেন?"

মিষ্টার বোস একটু অধীর হইয়া বলিলেন—"সেটা আমি খুব ভাল রকমই ভেবে দেখিছি—"

আলো চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"একটা জানোয়ার যে কাজ ক'রতেও ঘৃণা বোধ করে, সেই কাজ আমাকে মেনে নিতে ব'লতে চান—"

মিষ্টার বোসের ধৈর্য্য ফুরাইয়া গেল—তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"যদি হঠাৎ কোন রকমে সে রকম একটা কাজ ক'রতে উদ্যত হ'তে পেরেছ, তবে নিজের কাছে অনুতপ্ত হ'য়ে তা স্বীকার করাটা কি এতই অপমানকর? তোমার কি মনে হয় না যে, তার পরেও আমরা তোমাকে আহ্বান কচ্ছি এতে কি আমাদের প্রতি তোমার একটুও কর্ত্তব্য নেই, আমাদেরই খাতিরে দোষ স্বীকার করায় এতটুকু

উদারতা দেখাতে পারো না?' মিষ্টার বোস আলোর এক গুঁয়েমিতে বেশ একটু হতাশ হইলেন, ও আর বলিবার কিছু না পাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া অন্তরে সোনার উপরও যেন একটু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আলো সজল চক্ষুদ্বয় দিয়া মিষ্টার বোসের উপর বড় করিয়া চাহিয়া বলিল—"মিষ্টার বোস, আপনি আমার পিতৃতুল্য পূজনীয়, আমার একথাটা বলার অপরাধ, আমাকে মার্জ্জনা ক'রবেন, শুধু এই কথাটা—যে আমি দোষী কিনা তা ভগবান নিশ্চয়ই একদিন বিচার ক'রবেন, কিন্তু আমি আজ যদি আপনার কথামত ওই জঘন্য কাণ্ডটাকে স্বীকার ক'রে মাথায় তুলে নি, তবে আমার পিতৃপুরুষ আমাকে কখনই ক্ষমা ক'রতে পারবেন না, আমরা আজ অবস্থা-বিপর্য্যয়ে প'ড়তে পারি কিন্তু এ বংশে কাপুরুষ পশু কখনো জন্মায় নি।"

আলো তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্ত অন্তরে ব্যাকুল হইলেও কার্য্যত কিছুই বলিতে পারিল না, কিন্তু তাই বলিয়া যে অভিযোগে সে একেবারে নির্দ্দোষ—সে ভয়ঙ্কর অভিযোগ যে সে সোনার জন্তও মাথা পাতিয়া লইতে পারে না, আর তাহা করিলেও যে সোনাই তাহাকে আরো অধিক ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। তাহা সে কিছুতেই হইতে দিতে পারে না।

মিষ্টার বোস বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন—"এতদিন প্রমাণের বিরুদ্ধেও আমি দেখছি তোমার সম্বন্ধে—শুধুই আকাশ-কুসুম রচনা ক'রে এসেছি—!!!"

আলো স্তব্ধ হইয়া মনে মনে বলিয়া উঠিল—"ভগবান,—এর চেয়ে মৃত্যুও যে ছিল ভালো!"

১৬

বিনয় সাধারণতঃ সন্ধ্যার আহারের পর তাহার বাড়ীর লাইব্রেরীতে বসিত না ; তবে খুব প্রয়োজনায় মকদ্দমার কাজ থাকিলে সে রাত্রি এগারোটার পরও কখনো কখনো লাইব্রেরীতে বসিয়া ব্রীফ ঘাঁটিত কিন্তু তেমন প্রয়োজন মাত্র ছয় সাত মাসের জুনিয়ার ব্যারিষ্টারের খুব কমই হইত।

সেদিন আহারের পর সে লাইব্রেরীতে বসিয়া সেই চিঠির বাণ্ডিল খুলিয়া একে একে পড়িতে বসিল। ক্রমে তাহার মধ্যে সে একখানা অন্য হস্ত লিখিত নীলবর্ণের খাম তুলিয়া বুঝিল এখানা মিস্ হাটিন্‌সের পলায়িত ভাবী স্বামীর লিখিত নয়। তাই সেখানা সে না খুলিয়াই সরাইয়া রাখিল, আবার তাহাতে হয়ত কিছু প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে মনে করিয়া সেখানি খুলিয়া অবাক হইয়া গেল, সে চিঠির উপরে তাহাদেরই লণ্ডনের মার্লবোরো রোডের বাটির ঠিকানা লেখা। চিঠির শেষটা তাড়াতাড়ি উল্টাইয়া দেখিল সেখানে মিমির নাম লেখা রহিয়াছে। সে আরো আশ্চর্য্য হইয়া সেই প্রকাণ্ড চিঠিখানি পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যায় স্বামী পুত্র ও কন্যার খাওয়া হইলে চারুবালা খাইয়া তাঁহার ঘরে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন। সেদিন তাঁহার খাওয়ার পর যখন চারুবালা ঘরে ঢুকিলেন তখন মিষ্টার বোস তাঁহার শয়ন কক্ষে শুইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আলবোলার নল টানিতে ছিলেন। তাঁহার মন আজ আলোর সহিত বাক্যালাপের পর বিশেষ ভারী হইয়া ছিল, তাই অন্য দিন সোনার সহিত নানা গল্প গুজব করিলেও আজ আর বিশেষ কোন কথাই বলিতে দিলেন না।

সোনা দাঁড়াইয়া টেবিলের উপর বিস্তৃত পানের নানা উপকরণ লইয়া তাহার মাতার জন্য পান প্রস্তুত করিতেছিল। পিতা মাতা ও ভ্রাতার জন্য পান তৈয়ারী করার মৌরশী পাট্টা সোনাই লইয়াছিল।

চারুবালা ঘরে ঢুকিয়াই সোনার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। সোনা ক্ষিপ্র হস্তে দুটি পান মুড়িয়া খিলি করিয়া মার হাতে দিল ও আরো গোটা কতক পান তাহার করিয়া ডিবায় ভরিয়া রাখিল।

মিষ্টার বোস মনে মনে সোনার কথাই ভাবিতেছিলেন; তাহার মনটি কি উপায়ে একটু হাল্‌কা করিয়া দিতে পারেন তাহাই ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—

"সোনা, তোমার কি মোটারকার চালানো শিখতে ইচ্ছা করে না?"

সোনা বুঝিল, বলিল—"করে, তবে খুব বেশী না, চাপা দেবার বড্ড ভয় হয় আমার।"

পিতা বলিলেন—"না, না, চাপা দেবে কেন? নতুন এল্‌কার গাড়ীতে চালানোটা শিখে নাও। যদিও গাড়ীটা প্রকাণ্ড আট সিলিণ্ডারের, তবুও শুনেছি ষ্টিয়ারিং খুব হাল্‌কা; তোমার চালাতে কোন কষ্ট হবে না। আর ড্রাইভারের কাছে যদি শিখতে না চাও তাই আমি সনৎকে কাল ডেকে পাঠিয়েছি, তার কাছে শিখো, সে বেশ চালায়,—বড্ড জোরে যায় যদিও, তুমি কিন্তু প্রথম প্রথম খুব আস্তে যাবে।"

সোনার গাড়ী চালাইবার ইচ্ছা কিছু কিছু ছিল কিন্তু তাহা কাজে পরিণত করিবার উৎসাহ ছিল না। পিতার ইচ্ছা ও তাহার কারণ বুঝিয়া সে রাজী হইল। তারপর সোনা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আর একটা পান দোবো?"

মিষ্টার বোস "আচ্ছা দে না" বলিয়া আবার মটর ড্রাইভিংএর

বিপদের কথা বলিয়া তাহাকে সে বিষয়ে সাবধান হইবার উপদেশ দিলেন।

এমন সময়ে বিনয় দ্রুতগতিতে সেই ঘরে ঢুকিয়া তাহার মাতার নিকট বরাবর গিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল—"মা কী ভীষণ অবিচার ক'রেছি আমরা আলোর উপর—"

সোনা মুহূর্তে ঘুরিয়া ভাইয়ের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

বিনয় তেমনি ভাবেই বলিয়া গেল—"সেই টর্কির ঘটনাটা যা তোমরা আমাকে লণ্ডনে ফিরে এসে বলেছিলে তা একেবারে সর্ব্বৈব মিথ্যা—"

সোনা বিনয়ের উত্তেজনার কারণ এতক্ষণে বুঝিল, যাহা শুনিল তাহাই তৎক্ষণাৎ তাহার করদ্বয়কে যুক্ত করিয়া মনে মনে বলাইল, 'ভগবান, দাদার মুখে পুষ্পচন্দন বৃষ্টি করো—' সে অধীর ঔৎসুক্যে আরো শুনিবার জন্য সজোরে করদ্বয় যুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনয় কাহারো কাছে কোন সাড়া না পাইয়া একটু অবাক হইলেও জিজ্ঞাসা করিল—'মা, তুমি কি মিমির হাতের লেখা জানো?"

মাতা সোনাকে দেখাইয়া দিলেন মাত্র।

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—"সোনা তুই ত নিশ্চয়ই মিমির হাতের লেখা দেখিছিস।" বলিয়া সে সোনার কাছে গিয়া চিঠি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এই কি তার হাতের লেখা?"

সোনা উৎসুক হইয়া দেখিয়া ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল ইহা মিমিরই হাতের লেখা বটে!

বিনয় তবুও বলিয়া গেল, "সেই মিমি ভিন্ন এ চিঠি আর কেউই

লিখতে পারে না; ভিতরে মার্লবোরো রোডের ঠিকানা আর খামের উপর তারিখ শুদ্ধ সুইস্ কটেজ পোষ্ট আপিসের ছাপ রয়েছে আর যা লেখা আছে তা আমাদেরই কথা।"

মিষ্টার বোসও একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন,—"ব্যাপারটা কি ভাই বলো না বিনয়।"

বিনয় বলিল এই চিঠি খানাতেই সব স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, প'ড়ে দেখুন।

চারুবালা এতক্ষণে বলিলেন,—"না বিনয়, তুমিই আমাদের বুঝিয়ে বলো"—বিনয় তখনি অনুবাদ করিয়া বলিতে লাগিল

মার্লবোরো রোড
লণ্ডন এন্‌ডবলিউ
২৫শে আগষ্ট

ডার্লিং ম্যাগি,

তোমার চিঠি পেয়েছি, * * *

তুমি কি করে ভাবলে ম্যাগি যে আমি আলোর প্রেমে প'ড়ে গিয়েছি। সে আমাকে একটা দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়েছিল ব'লে তার বিষয়ে তোমাকে কিছু লিখে দিলাম। যখন লিখে দিলাম তখন বুঝতে পারিনি কিন্তু সেই ব্যাপারটার সঙ্গে রোমান্স জড়িয়ে তার কথা ভাবতে আমার বড্ড ভাল লাগতো, ক্রমে আমার এমনি অবস্থা হলো যে, তার এ বাড়ীতে আসতে দেরী হলে আমিই সবচেয়ে অস্থির হয়ে পড়তুম। তা আমি তাকে অনেক রকমে জানতে দিয়েছিলাম কিন্তু লোকটি এতই বোকা যে, তা সে বুঝতেই পারতো না।

ম্যাগি ডিয়ার, তুমি যখন জান্‌তে চেয়েছ তখন তোমাকে সবই বলব; তোমাকে না বলতে পারলে আমি হয়ত পাগল হয়ে যাবো।

একদিন জিনিষ কেনার নাম করে আলোর সঙ্গে বণ্ড ষ্ট্রীট্ টিউব ষ্টেশনে দ্যাখা করলুম ; তারপর জিনিষ কেনা স্থগিত রেখে, তাকে নিয়ে মার্ব্বেল আর্চ্চ প্যাভিলিয়নে বায়স্কোপ দেখতে গেলাম। সেখানে তাকে অনেক রকমে বুঝতে দিলাম যে, আমি তাকে ভয়ানক ভালবেসে ফেলেছি, তাতে সে এতটুকু সাড়া দিলে না, তারপর অন্ধকারে তাকে একবার একটি চুম্বন দিতেই সে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠ্‌লো। বহুকষ্টে তাকে ঠাণ্ডা করে আবার সহজ বন্ধুত্ব স্থাপন করবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কী আস্পর্দ্ধা তার,সে টর্কীতে একদিন আমার মুখের উপরেই বল্‌লে—যে, সে আমাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে! তখন থেকেই তাকে জব্দ করার ফন্দী বার করতে লাগলাম। তারপর বুঝলাম যে, সে সোনাকে ভাল-বেসেছে তাতে আমার আরও রাগ হলো ; সোনা একটা কালো মেয়ে, তার না আছে রূপ, না আছে, গুণ ; তারই জন্য আলো কি না আমাকে প্রত্যাখ্যান ক'রলে! কিন্তু তখনো আমি আলোর আশা ছাড়তে পারলাম না, আমি আবার তাকে আমার মনের ভাব জানালাম কিন্তু কোন ফল হ'ল না। এতদিন সোনার প্রতি ভালবাসা সে একেবারেই প্রকাশ করে নি, টর্কীতে গিয়ে সে সেদিন তাকে বোধহয় প্রকাশ্য ভালবাসা জানাবার জন্য একলা বেড়াতে নিয়ে গ্যাল। তখন আমি মনে ক'রলাম যে, আলোকে আর একটি অবসর দোবো, তাতে যদি সে না শোনে, তবে তাকে কি ক'রতে হয় তা সব ঠিক ক'রে রাখলাম। এমন পথ ঠিক ক'রেছিলাম যে বাছাধন চিরদিনের জন্য লোকালয়ে মুখ দেখাতে পাবে না, আর সোনারও প্রচুর শাস্তি হবে।

রাত্রে অসুখের ছলা করে আলোকে আমার ঘরে ডেকে পাঠালাম, সে এলো বটে কিন্তু বুঝলাম যে, সেই দিনই সোনার ভালবাসার পরিচয় পেয়েছে। তাই সে আমাকে ঠেলে ফেলে দিলে। সে অপমানে আমার

মাথায় রক্ত উঠে গ্যাল। আমি তাকে ভয়ানক শাস্তি দেবার জন্য আমার বালিশের নীচে থেকে ব্রাণ্ডির শিশিটা বার ক'রে তার গায়ে ঢেলে দিয়েই বাইরে বেয়ারা, মিষ্টার ও মিসেস বোস্‌কে চীৎকার করে জাগিয়ে তুল্‌লাম; আলোই শেষে নিজের সর্ব্বনাশে আমার সাহায্য ক'রলে, একটিও প্রতিবাদ না ক'রে ঠিক মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে চ'লে গ্যাল; মিষ্টার বোস্ তার গায়ে মদের গন্ধ পেলেন, আর তাকে অমন ক'রে মাতালের মত চুপ ক'রেই চ'লে যেতে দেখলেন। তার পর সোনা এল, আমি জানতাম সেও বেরুবে, সে এলে আমি আলোর নামে ভয়ঙ্কর কুৎসিৎ এক অভিযোগ আনলাম এবং প্রমাণ দেবার জন্য আমার নাইটগাউনটা খানিক ছিঁড়ে আর চুলগুলোকে হাত দিয়ে বিশৃঙ্খল করে রেখেছিলাম। অভিযোগ, প্রমাণ বিচার বেশ ভালই হ'লো; সকলেই বিশ্বাস করলে আলো ভদ্রবেশধারী পশু।

কিন্তু ম্যাগি, আমার এই ছাব্বিশ বছর বয়সে অনেক পুরুষ মানুষ দেখিছি, কিন্তু পুরুষের মত পুরুষ যদি কাউকে দেখে থাকি তাহ'লে সে ঐ আলো। এখন ভেবে বুঝতে পাচ্ছি যে, ভদ্রতায়, ক্ষমায়, শীলতায়, বিনয়ে তার মত আর কেউই আমার চোখে এখনো পড়ে নি। অসীম তার সহ্য, অপরিমিত তার ধৈর্য্য, গভীর তার ভালবাসার ক্ষমতা, আর সবচেয়ে বেশী তার নারীর প্রতি "শীভ্যাল্‌রী"—(সম্মান)। আত্ম-সম্মান জ্ঞানে পরিপূর্ণ যুবক একবারও তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করার জন্য একটি কথাও বলেনি।

কিন্তু যাক সে কথা, তার সঙ্গে চিরকালের জন্য আমার সব শেষ হ'য়ে গ্যাছে; তাতে, সত্যি বল্‌তে কি, এখনো যে একটু দুঃখ হয় না তা নয়।

আজ আর লিখতে পাচ্ছি না। শুনছি আমরা বোধ হয় শিগ্‌গিরই কলকাতায় যাবো। তখন সাক্ষাতে সব হবে।

* * *

ইতি তোমার
ভালবাসার মিমি।

চিঠিখানি পড়া হইলে বিনয় আরো উত্তেজিত হইয়া বলিল—শুধু এই নয় শোনো পুনশ্চ দিয়ে আরো একটু আছে। সে বলিয়া গেল—

পুনশ্চ—মাঝে মাঝে মনে হয় আলোকে এতটা জব্দ না করলেই হ'তো, কিন্তু সোনা যে আলোকে কখনো বিয়ে করবে এ ভাবনা আমি একেবারেই ভাবতে পারি না; সোনার উপর এখনও আমার রাগ দিন দিন বাড়ছেই, যখনি মনে হয় এতেও পরিশেষে সোনাই আরো বেশী জব্দ হবে, তখন আমার এতটা করা সার্থক হয়েছে বলে মনে হয়।

মি।

সোনার উপর মিমির রাগের পরিমাপ সোনাকে ভাল করিয়া বলিবার জন্য বিনয় যখন সোনার দিকে চাহিয়া ডাকিল—"সোনা, দেখছিস ত তোর ওপোর মিমির—"

শুষ্ক পাংশুবর্ণ থর থর কম্পমানা সোনা সেই মুহূর্ত্তে ধপ্‌ করিয়া মেজের উপর পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেল।

বিনয় চারুবালা মিষ্টার বোস্ সকলেই তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিয়া তুলিয়া বিছানায় শোয়াইলেন, মুখে জলের ছিটা দিয়া বিনয় স্মেলিং সল্টের শিশি আনিতে গেল, চারুবালা পাখা অভাবে একখানি খবরের কাগজ লইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। মিষ্টার বোস্ বৈদ্যুতিক পাখার জোর বাড়াইয়া দিলেন।

চারুবালা ব্যজন করিতে করিতেই একবার স্বামীর প্রতি চাহিলেন

তারপর কন্যার মাথায় চুলের ভিতর ধীরে ধীরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

একবার নীচু হইয়া কন্যার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দেখিলেন যে নীরব নিথর কন্যার নিমীলিত চক্ষুদ্বয় দিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু-ধারা বহিয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়াছে, তাই ডাকিলেন—"সোনা, মা আমার—"

সোনা চোখ মেলিল না; কিন্তু কিছুপরে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে বিছানা হইতে উঠিয়া একেবারে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

বিনয় স্মেলিং সল্টের শিশি লইয়া যখন ফিরিল, তখন সোনা তাহার ঘরে চলিয়া গিয়াছে। মাতার নিকট তাহা শুনিয়া সে সোনার ঘরের অভিমুখে যাইতেই মিষ্টার বোস্ তাহাকে সেখানে এখন যাইতে বারণ করিয়া দিলেন।

বিনয় এতদিনে ভগ্নীর অন্তরের খবর পাইল; তাই তাহার পক্ষে এখন একটু নির্জ্জনতার প্রয়োজন বুঝিয়া মাতার হস্তে শিশিটি দিয়া ঘর হইতে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে চারুবালা সোনার ঘরের বন্ধ দরজায় ধাক্কা মারিয়া সোনাকে ডাকিলেন; একটু পরে সোনা দরজা খুলিয়া মাতাকে ঘরে লইয়া আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

মাতা কন্যাকে জড়াইয়া কাঁদিলেন; সে কান্না ক্রমশঃই তাঁহার অন্তর কতকটা হাল্‌কা করিয়া আনিতেছিল। কন্যা মাতার বুকের মাঝে মুখ রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল এবং সে কান্নার ফলে তাহার অন্তরের একদিকটা যেমন একেবারে লঘু হইয়া আকাশের দিকে উন্মুখ হইয়া ধাইল, তেমনি অপর দিকে ভয়ানক ভারসহ নিষ্পেষণকারী গ্লানিতে ভরিয়া গিয়া, বিশাল হিম-শীতল কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে তাহাকে চাপিতে লাগিল।

উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিবার পর মাতা কতকটা স্থির হইয়া ডাকিলেন—"সোনা এখন ঘুমিয়ে পড়্ মা, আর কাঁদিস্ নি, তাহ'লে যে অসুখ করবে—আর ভাবনা কিসের, ভগবান এতদিনে সুপ্রসন্ন হ'য়ে উঠেছেন।"

মাতার নির্ভাবনায় সোনা আবার গুমরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বহুকষ্টে অস্পষ্টভাবে বলিল,—"মা তাঁকে যে আমি—আমি—সেইদিনই অপমান করেছি মা—"

চারুবালা শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কি রে—তুই কি করে তাকে অপমান কল্লি সোনা ?

সোনা আবার অধীর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মাতার নিকট তাহার সনৎ-দার বাড়ীতে আলোর সাক্ষাৎ পাইয়া যাহা করিয়াছিল ও বলিয়াছিল তাহা কোন রকমে বলিল।

চারুবালা তাহা শুনিয়া সান্ত্বনা দিবার জন্যই শুধু বলিলেন—"তা সে কিছু মনে করে নি,—সে যে, কত বড় তা কি তুই জানিস্ না মা ? তবে আর মনে কচ্ছিস্ কেন যে, সে তোর অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করবে না ?"—মাতা তাহাকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া চলিয়া গেলেন।

মাতা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই; সোনাকে মার্জ্জনা করিতে আলোর এতটুকু বিলম্ব হইবে না তা সে জানে, কিন্তু সে কি করিয়া সেই ভিক্ষাটুকুই চাহিতে পারিবে—সে যে অতবড় মার্জ্জনার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত !

যাহার প্রতি অচল অটল বিশ্বাস রাখাই তাহার প্রধান ধর্ম্ম—তাহা-কেই সে জীবনের প্রথম ধাক্কাতেই কী ভীষণ অপমান করিয়া বসিয়াছে !

যে তাহাকে জীবনের অন্ধ আবরণ ঘুচাইয়া জগতের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য আলোকের স্পষ্ট আভাষ দেখাইয়াছে তাহাকেই সে অকারণে সেই

দুর্বুদ্ধিতার জঘন্য পূতিগন্ধময় অন্ধকার গহ্বরে ফেলিয়া দিয়া একবারও ফিরিয়া চাহে নাই !

এখন সে কিসের জোরে কোন্ দাবীতে তাহার কাছে গিয়া ক্ষমা চাহিবে ; কোন্ অধিকারে সে তাহার কাছে যাইবার বাসনা রাখিবে ?

সে যখন তাহাকে জগতের সমস্ত পশু অপেক্ষাও পাশবিক জীব বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও ধারণা করিতে পারিয়াছে তখন—তখন ওরে হতভাগিনী —তাহার ক্ষমার—তাহার দয়ার—তাহারই স্নেহ ভালবাসার আশা করিতে পারিস্ কোন মুখে ?

কী দুর্জ্জয় অভিমানই সে সযত্নে অন্তরে পুষিয়া রাখিয়াছিল—তাহারই তীব্র তপ্ত জ্বালা যে তাহারই মুখখানি যেন ঝলসিয়া দিয়া গেল—এখন ওরে অন্ধ অভিমানিনি, সেই মুখ তুলিয়া কি করিয়া তুই তাঁহারই সম্মুখে দাঁড়াইবি ? সোনা অন্তর গ্লানিময় চিন্তার শেষ পাইল না ; কিন্তু যখন তাহার বিনিদ্র রজনী শেষ হইল তখন তাহার মাতা আসিয়া দেখিলেন সোনার প্রবল জ্বর হইয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

প্রাতঃকালেই মিষ্টার বোস্ সনৎকে ডাকিয়া পাঠাইয়া সবিশেষ বলিয়া সোনার কাছে লইয়া গেলেন।

সনৎ সমস্ত শুনিয়া ভরসা দিয়া গেল যে, হঠাৎ গুরুতর মানসিক উদ্বেগে সোনার জ্বর হইয়াছে বটে, কিন্তু যে ঔষধ লিখিয়া দিল তাহাতেই দশ বারো ঘণ্টা ঘুমাইবার পর তাহার অসুখ সারিয়া যাইবে। আরও বলিয়া গেল যে, আলোকে যেন সোনার ঘুম ভাঙ্গিলে—একবার দেখা করিতে দেওয়া হয়, তাহার পূর্ব্বে যেন কোন কথা বলা বা এমন কি জাগানোও না হয়।

ঔষধ খাইয়া সোনা আধঘণ্টার মধ্যে অঘোরে নিদ্রা গেল।

বৈকালে মিষ্টার বোস্ হাইকোর্টে গিয়া বার-লাইব্রেরী হইতে আলোকে বাহিরে বারান্দায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে তাহার আগমনে আশ্চর্য্য হইল না, কারণ বিনয় পূর্ব্বেই তাহাকে সমস্তই বলিয়া নিজেই তাহার বাড়ীর সকলের হইয়া মার্জ্জনা চাহিয়া লইয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে, বৈকালে তাঁহার পিতা নিজেই আসিবেন।

আলো আসিতেই তিনি সেখানে দাঁড়াইয়াই তাহাকে বলিলেন—"আলো তোমার কাছে আমরা সকলেই গুরুতর অপরাধে অপরাধী—"

আলো বিনীতভাবে প্রতিবাদ করিতে গেলে তিনি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"না না আলো, আমি তোমার কোন প্রতিবাদই শুনবো না, যতক্ষণ না তুমি আমার কথাটা শুন্‌চো।"

আলো চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন—"কিন্তু আলো আমি তোমার কাছে এইটুকু মাত্র আশা করি যে, আমরা ক্ষীণদৃষ্টি মানুষ মাত্র, বেশীর ভাগ সময়েই চোখকে অবিশ্বাস ক'রে হৃদয়কে বিশ্বাস কর্‌তে পারি না অথচ কতবারই এমন হয়েছে যে, চোখই আমাদের কত না ভুলই দেখিয়েছে; আর তোমাকে কালই এসে রূঢ় কথা ব'লেছি, অন্যায় ভাবে যে দোষে তুমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তাই তোমাকে ঘাড় পেতে স্বীকার কর্‌তে ব'লেছি—কিন্তু তুমি এইটুকু বুঝো যে সেটাও ব'লেছিলাম—তোমার প্রতি আমাদের একটা অচ্ছেদ্য স্নেহ হ'য়েছে ব'লে—নইলে তোমাকে এমন অনুরোধও কর্‌তাম না বা তোমাকে দোষী ভেবে আমরাও এত কষ্ট পেতাম না; তোমার মা তোমার কথা ভেবে কত যে কেঁদেছেন তা তুমি অনুমানও ক'রতে পার্‌বে না।"

আলো ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহাকে স্মরিয়া মিষ্টার

বোসের কথায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পূর্ব্বের ব্যথাভরা স্মৃতি একেবারে মুদিয়া ফেলিতে বারংবার অনুরোধ করিল।

মিষ্টার বোস্ কিছুতেই ছাড়িলেন না, চারুবালা কত ব্যস্ত হইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন বলিয়া আলোকে বিনয়ের সঙ্গে একত্রে বাড়ী লইয়া গেলেন।

পথে যাইতে যাইতে আলো ভাবিল—ভগবান এই যে দেবীপ্রতিমা নারীজাতির মধ্যে দুই একটি সর্পিনী সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন তাহাদের মনের গুপ্তকথা চিরদিন নিজেরই মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিবার ক্ষমতা দেন নাই; তাই সে এখন তাহার সকল দুঃখকষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া ভগবানের চরণোদ্দেশে মনে মনে প্রণাম করিল। কিন্তু এই সর্পিনীরা জগতের কি কাজে আসে তাহা ভাবিবার অবসর তখন তাহার ছিল না।

চারুবালা সত্যই আগ্রহভরে আলোর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতে গিয়া তাঁহার চক্ষুদ্বয় সজল হইয়া উঠিল; বহুদিন পরে তাঁহার হারানো ছেলেকে পাইয়া তিনি আনন্দাশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না।

ঘণ্টাখানেক নানা কথা হওয়ার পর চারুবালা সোনার অসুস্থতার কথা আলোকে বলিলেন। আলো ব্যস্ত হইয়া দীনভাবে জিজ্ঞাসা করিল, সে একবার এ সময়ে তাহার সহিত দেখা করিতে পারে কি না। চারুবালা সরল ভাবে বলিয়া ফেলিলেন ঘরের ছেলে,—সে দেখিতে যাইবে তাহা আর এমন কি কথা; তাহার ঘুম ভাঙ্গিলেই দাসী আসিয়া খবর দিবে, তখন সে যাইয়া তাহার সহিত দেখা করিবে।

আলো তাঁহার কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিল।

আরো ঘণ্টা খানেক পর দাসী আসিয়া বলিল, সোনা জাগিয়াছে।

চারুবালা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া তাহাকে দেখিতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দুঃখিত হইয়াই আলোকে বলিলেন—"সোনা তোমার সহিত লজ্জায় দ্যাখা করতে চাইছে না; কিন্তু তুমি না গেলে ওর লজ্জা ভাঙ্‌বে না; তুমি একবার যাও।"

আলো আপত্তি করিতেই চারুবালা তাহাকে যাইয়া সোনার সহিত দ্যাখা করিবার জন্য জোর করিয়াই বলিলেন,—যদিও জোর করিবার কোনই প্রয়োজন সেখানে ছিল না।

আলো ধীরে ধীরে সোনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'কেমন আছো সোনা?"

তাহার আগমন-বার্ত্তা পাইয়া অবধি সে প্রতি মুহূর্ত্ত ঘরে তাহাকেই আশা করিতেছিল। মাতার নিকট তাহার সহিত সাক্ষাতে ভয়ানক আপত্তি করিয়াও সে দ্বারের বাহিরে তাহারই পদশব্দ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু আলো আসিয়া দেখিল সোনার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি চির-অপরাধীর অন্তর্গ্লানির ছায়ায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া সে শুধু মাথা নাড়িয়াই আলোর প্রশ্নের উত্তর দিল—সে ভাল আছে।

তখনো বুঝি সোনার মনের দ্বিধা যায় নাই ভাবিয়া ঈষৎ ক্লান্তিভরে আলো ডাকিল—"সোনা—"

সোনা যেন সে ডাকের অর্থ বুঝিল, সে অঞ্চল দিয়া মুখ ঢাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—"আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন—" তার পর মনে মনে বলিল—"আর আমি হতভাগী এখনও তোমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে তোমার সামান্য মুখের ক্ষমার জন্য ভিক্ষা চাইতে পাচ্ছি না।"

আলো—"তাতে আর কি হয়েছে" বলিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহার খাটের অনতিদূরে বসিল।

কি ভাবিয়া সোনা ধীরে বলিল—"ওঃ আপনাকে এখনও প্রণাম করা হয় নি যে আমার —"

আলো আপত্তি তুলিয়া বলিল—"না, না সোনা, কিছু দরকার নেই তার, এই অসুস্থ অবস্থায় তুমি উঠো না,—উঠো না সোনা।"

সিল্কের চাদরখানি ধীরে ধীরে সরাইয়া সে আলোর কথা না শুনিয়া একেবারে বিছানা হইতে নামিয়া পড়িল। আলোও চেয়ার হইতে উঠিয়া তাহাকে শয়ন করিতে বলিল, তাহার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ যেন মূর্ত্তি লইয়া প্রকাশ পাইল, তাহাতে সোনা তাহার ডাগর চক্ষু দুইটি তুলিয়া একবার আলোর মুখের উপরে স্থির করিয়া রাখিল,—আলো সে দৃষ্টিতে এক অপূর্ব্ব করুণ মিনতি দেখিতে পাইয়া কিছু না বলিয়া ধীরে সেই চেয়ারেই আবার বসিয়া পড়িল। সোনা গলদেশে অঞ্চল জড়াইয়া গড় হইয়া তাহার সপাদুকা-পদ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল, এবং করিয়াই সে আলোর পায়ের উপর মাথা রাখিয়া দুইহাতে সজোরে তাহার পদ বেষ্টন করিয়া নীরবে পড়িয়া রহিল; আলো সচকিতে বলিয়া উঠিল—"সোনা, সোনা, লক্ষ্মীটি আমার, পা ছেড়ে দাও, আমাকে অমন ক'রে আর অপ্রতিভ ক'রোনা সোনা—"

সোনা কিন্তু পা ছাড়িল না, আলোও হাত তুলিয়া রাখিয়াই বসিয়া রহিল, হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইতেও সে পারিল না। সেই হাত দুইখানি যেন মন্দিরমধ্যে দেবতার পূজার্থিনী কুমারীর মতই পূত, তাহাই ধরিয়া তাহাকে উঠাইতেও আলো যেন যথেষ্ট ভরসা পাইল না। ফোঁটা-কতক অশ্রুজল আলোর পাদুকার উপর পড়িল তাহা সে জানিলও না, কিন্তু তাহার সহস্র গুণ তপ্ত অশ্রুভার তাহার দিব্য-সুন্দর চক্ষের অন্তরালে থাকিয়াই গেল, এবং তাহাই লুকাইবার জন্য সে অবশেষে নত মস্তকে মুখ ফিরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। না পারিল সে

আলোর প্রতি ফিরিয়া দাঁড়াইতে—না পারিল তাহার অন্তর্নিহিত ভিক্ষা-মার্জ্জনার প্রবল অদম্য ইচ্ছাকে ভাষায় গড়িয়া বাহির করিতে!

আলো এতক্ষণ যেন অভিভূতের মতই বসিয়া ছিল, কিন্তু সোনাকে তদবস্থায় দেখিয়া তাহার নির্ব্বাক নীরব ভাষায় সমস্ত অর্থই হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—"আজ আমি আসি সোনা,—তুমি—তুমি শিগ্‌গিরই ভাল হ'য়ে ওঠো—"

সোনা তথাপি কিছুই বলিতে পারিল না, আলোর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া তেমনি নতমস্তকে দাঁড়াইয়াই রহিল; আলো আর একবার মাত্র সেই নির্ব্বাক অচঞ্চল ধীর নারীর প্রতি সমস্ত প্রাণের মঙ্গল ইচ্ছা-পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়াই ফিরিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, সোনার মনে তখন লক্ষ কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া গুমরিয়া মরিতেছিল, তাহার প্রাণের চঞ্চলতা তাহাকে ভিতরে ভিতরে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল, তাহার হৃদয় তখন উন্মত্ত অধীর হইয়া ছুটিতেছিল; কিন্তু তথাপি তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে এক অপূর্ব্ব অননুভূতপূর্ব্ব দিব্য শান্তি বিরাজ করিতেছিল তাহা সে অনুভব করিয়াই মনে করিল যত দুঃখ-কষ্ট, যত জ্বালা-যন্ত্রণা, যত মান-অভিমান সবই যেন আজ তাহাকে তাহাদের চরম স্বার্থকতা পরম পরিপূর্ণভাবেই আনিয়া দিয়াছে। আলো চলিয়া গেলে সে ফিরিয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া বিছানায় বসিল; যে-অশ্রুজল সে এতক্ষণ বাঁধিয়া সবলে ধরিয়া রাখিয়াছিল তাহাই যেন বন্যার বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল; সে ধীরে আবার শয্যায় আশ্রয় লইল।

চারুবালা আলোর সম্মুখে বসিয়া স্বামী-পুত্রের সহিত তাহাকে খাওয়াইতে বসিলেন। তাহাদের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিলে চারুবালা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আলো, প্রফুল্ল কি এখন ক'লকাতায় আছে?"

আলো আঁধার-মুখে অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইল যে, তাহার পিতা আজ কয়দিন মাত্র হঠাৎ মারা গিয়াছেন তাই সে লালগড়ে গিয়াছে এবং আর পাঁচ ছয় দিন পরে তাহার কার্য্যাদি হইয়া গেলে সে যথাসম্ভব শীঘ্র তাহার মাতাকে লইয়া কলিকাতায় আসিবে। সকলেই প্রফুল্লর আকস্মিক দুর্ভাগ্যে আন্তরিক দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।

সেই রাত্রেই আলো বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে মিষ্টার বোস্ আলোর পিতাকে সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসিবার জন্য মুঙ্গেরে পত্র প্রেরণ করিলেন।

১৭

সুলোচনা মৃত্যুঞ্জয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। প্রফুল্লকেও সে-ধাক্কা বিষম ভাবেই লাগিল; কিন্তু তাহার পিতার মৃত্যুর তিন চার দিন পরেই মৃত্যুঞ্জয়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ বাঁশ্ড়া মৌজায় নায়েব আসিয়া প্রমাণাদি সহ বুঝাইল যে, শুধু বাঁশ্ড়া নহে তাহার সহিত আরও ছোট বড় অনেক সম্পত্তি যাহা কিছুদিন পূর্ব্বে লালগড় এষ্টেটের এলাকাধীন ছিল তাহা আপাততঃ বেনামা অবস্থায় আছে, কিন্তু আসলে সবই প্রফুল্লর। নায়েব বিদ্বান বুদ্ধিমান প্রফুল্লর এই সরল ব্যাপারটা বুঝিতে এত দেরী হইল দেখিয়া তাহাকে মনে মনে বোকাই ঠাওরাইল। প্রফুল্ল যে বুঝিতে দেরী করিয়াছিল তাহা নহে; সে যেন বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিতেছিল না; কোন উপায়ে তাহার মনোমত একটা অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহা না পারিয়া সে তিন চার দিন পরে দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইল এবং সেবারের শোক প্রথমবার অপেক্ষা শতগুণ নিদারুণ হইয়া তাহাকে বাজিল।

যে-পিতাকে সে দেবতার মত শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে, যাহার নামের সহিত সে চিরকালই সত্য যুক্তি ও অদ্ভুত প্রভুভক্তিই জড়িত করিয়া রাখিয়াছে সেই পিতা রাজ-কোষের ও এষ্টেটের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হইয়া অর্থ ও বিষয়-লিপ্সার পঙ্কিল গর্ভে পড়িয়া তাহার বংশের সুনামে তাহাদের ব্রহ্মণ্যে এমন করিয়াই কলঙ্ক লেপিয়া দিয়া গেলেন।

সুলোচনা কাম্যাদি হইয়া গেলে প্রফুল্লকে ধরিয়া বসিলেন—"বাবা ক্যালা,আমাকে শ্রীক্ষেত্রে রাখিয়া আয়—" প্রফুল্ল সহজেই স্বীকার করিল, ভাবিল—সদ্যশোকশ্রান্তা সরলান্তকরণ জননী তাহার পিতার শেষ জীবনের অব্রাহ্মণোচিত কার্য্য-কলাপের কিছুই এখনো জানেন না। তাহার বাল্যকালে তাহাকে দুর্দ্দান্তপনা করিতে দেখিয়া তিনি কখনও কিছু বলেন নাই, কিন্তু যখনই সুযোগ পাইয়াছেন, সেই সময় হইতেই ব্রাহ্মণের সমস্ত সৎশিক্ষারই গোড়া পত্তন করিয়া দিয়াছেন; যদি সে এখন এতটুকু মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে তবে তাহা যে তাহারই সরল ধার্ম্মিক সত্য-পরায়ণা, সাধ্বী মাতারই শিক্ষার ফলে। সেই মাতা যদি জানিতে পারেন যে, তাহারই চির-অবাধ্য স্বামী—যাহার সহিত তিনি বাহিরে যেরূপ ব্যবহারই করুন না কেন, অন্তরে দেবতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা সেবা করিয়া আসিয়াছেন—তিনিই জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সমস্ত আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়া পাপের পঙ্কিল আবর্ত্তে ডুবিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে সে পাপের উপযুক্ত অথবা ততোধিক শাস্তি যে তিনি এ জীবনে ভোগ করিয়াও শেষ করিতে পারিবেন না! প্রফুল্ল তাই সর্ব্ব প্রথমে তাহার মাতাকে লইয়া শ্রীক্ষেত্রে গেল; সেখানে তাহার বাসের ও দৈনিক পূজার সমস্ত সুবন্দোবস্ত করিয়া,সস্ত্রীক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

ষ্টেশন হইতে বরাবর আলোর পটলডাঙ্গার বাড়ীতে আসিয়া দেখিল

যে, সেখানে আলোর পিতামাতাও মাত্র একদিন পূর্ব্বে মুঙ্গের হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের দেখিয়া প্রফুল্ল কাঁদিয়া ফেলিল; প্রদীপ-নারায়ণও আন্তরিক দুঃখিত হইয়া প্রফুল্লকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রফুল্ল শান্ত হইতে না পারিয়া সজলনেত্রে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। প্রদীপ-নারায়ণকে নিতান্ত সামান্য অবস্থায় সাধারণ লোকের ন্যায় দেখিয়া তাহার পাঠ্যাবস্থা দিনের কথা মনে পড়িল। সেই প্রকাণ্ড বাড়ী, সেই গাড়ী জুড়ি দ্বারবান্ লোকজন তাহার চক্ষের সাম্নে ভাসিয়া উঠিল, আর আজ—তিনি নিতান্ত সাধারণ লোকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—তথাপি তাঁহার মুখে সেই স্নিগ্ধ হাসি এতটুকু কমে নাই বা রাণীমার সস্নেহ ব্যবহারে এতটুকু তারতম্য হয় নাই।

কে তাঁহাদের আজ এই অবস্থা বিপর্য্যয়ের জন্য দায়ী? কে কুমার বাহাদুরের কিঞ্চিৎ অবিবেচনা ও যথেচ্ছা খরচের ছিদ্র পাইয়া সেই সুযোগে তাঁহার সুবৃহৎ রাজ-এষ্টেটের অধিকাংশ খাজনার দায়ে নীলামে চড়াইয়া দিয়া তাঁহাদের এই অবস্থায় ফেলিয়াছে—"সে তাহারই স্বর্গগত পিতা—"

স্বর্গগতই বটে!

লজ্জায় অপমানে নিজের প্রতি ঘৃণায় প্রফুল্ল বিবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু তখন তাহার ব্যাকুল হইবার সময় নহে ভাবিয়া সে নিজেকে সংযত করিয়া আলোকে ডাকিয়া কুমার বাহাদুরের সহিত নিরালায় বাহিরের ঘরে বসিল।

সেখানে সে ধীর শান্তভাবেই সমস্ত ঘটনা বলিল, বলিয়া যেন মনকে একটু লঘু করিয়া লইয়া কুমার বাহাদুরের কাছে প্রস্তাব করিল—"এখন আপনার সম্পত্তি আপনি নিজে লইয়া আমাকে রেহাই দিন, আমি

কালই সমস্ত দলিল-পত্র প্রস্তুত করিবার জন্য আপনার এষ্টেটের উকিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।"

কুমার বাহাদুর প্রথমে ব্যাপার শুনিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন—পরে উঠিয়া প্রফুল্লকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"ফেলু, মানুষ অন্যায় কাজ ক'রেও কখনো কখনো লোকের কতখানি উপকার ক'রে ফ্যালে তা আমি আজ বুঝ্‌তে পারলাম। তোমার বাবা হয়ত কিছু অন্যায় ক'রেছেন, কিন্তু আমাকে দৈন্যে ফেলেই যে শিক্ষা সে দিয়ে গ্যাছে তা আমি আর কিছুতেই পেতাম না। আমি নিজে দেখা-শুনা না করায় সম্পত্তি নিলামে উঠেছিল তাতে হয়ত মৃত্যুঞ্জয়ের কিছু হাত ছিল, কিন্তু এ অবস্থায় না পড়লেও ত আমার শিক্ষা হ'তো না। আমি যেমন করে চলছিলাম তাতে মৃত্যুঞ্জয় না নিলে কিছুদিন পরে হয়ত অন্য লোকের হাতে চ'লে যেত তখন ত ফেরৎ পাবার কোনই উপায় থাক্‌তো না। আর এখনও তুমি বলেই ফেরৎ দিতে এসেছো—অন্য কেউ হ'লে কি তা পার্‌তো।"

প্রফুল্ল এ সকলই বুঝিল, তাহার পিতার কার্য্যের অনুমোদন করিতে পারিল না, কুমার বাহাদুরকে তাঁহারই সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়ার প্রচণ্ড আনন্দের মধ্যেও তাহার পিতার সেই কাজটুকু সূচের মতই তাহাকে বিঁধিতে লাগিল।

প্রফুল্ল একটু পরে বলিল—"আমার দুটি প্রার্থনা আছে, একটি হ'চ্ছে যে, এই ব্যাপারটা কাউকেই জানিয়ে কাজ নেই, আর একটি হ'চ্ছে আমার পিতার দেনা যথাসম্ভব পরিশোধ দেবার জন্য আমাকে আপনার এষ্টেটে যে কোন একটা কাজ দেবেন, আমি আজীবন আপনার সেবা ক'রে দেনা শোধ দেবার চেষ্টা ক'রবো।"

কুমার বাহাদুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"সে কি কথা ব'ল্‌ছো

ফেলু, তুমি কি আমাদের ছেলের মতই নও? আলোর বড় ভাই তুমি; বিষয় কাজের সমস্ত ভার তোমার উপরই রইল। আমি কোন দিনও দেখিনি—আজ আর ওর মধ্যে যাবো না।”

প্রফুল্ল অন্তরে এক অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিল; কিন্তু তাহার জন্য যে আরো কিছু শান্তির বার্ত্তা অপেক্ষা করিতেছে, তাহা আলো যতক্ষণ না তাহাকে ডাকিয়া তাহার ঘরে লইয়া গিয়া মিমির সমস্ত কাণ্ডটা এতদিন পরে বলিল ততক্ষণ সে স্বপ্নেও তাহা ভাবিতে পারে নাই।

কী অদ্ভুত ভাবে আলোর দুর্নাম কাটিয়া গেল, বন্ধু-পরিবারে তাহার আদর-আপ্যায়ন পূর্ব্বাপেক্ষাও বাড়িল ও সবার উপর সোনার সহিত আলোর মিলন সংঘটিত হইল ভাবিয়া সে ইহাতে ভগবানের অদৃশ্য হস্ত যেন দেখিতে পাইয়া কৃতজ্ঞতায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল, সমস্ত হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহার পিতৃশোক, এমন কি মাতার দুরবস্থার কথাও যেন সে তখনকার জন্য ভুলিয়া গেল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া সোনার চিন্তায় বিভোর আলোর মনে ফাঁকে ফাঁকে প্রফুল্লর উদারতা ও ধর্ম্মপরায়ণতার কথা উঠিয়া তাহাকে বন্ধুরূপে পাইয়া সে নিজেকে ধন্য মনে করিল।

কুমার বাহাদুরও প্রফুল্লর অদ্ভুত প্রভুভক্তি ও ন্যায়পরায়ণতা দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবিলেন, অমন বন্ধু পাইয়া এমন কর্ম্মচারীর হাতে বিষয়ের ভার দিয়া শুধু তাঁহার জীবনে নহে, আলোর জীবনেও ভাবিবার কিছুই থাকিবে না।

পরে মৃত্যুঞ্জয়ের দক্ষিণ হস্ত বাঁশড়ার নায়েবপ্রবর প্রফুল্লর কাণ্ড শুনিয়া তাহাকে ধিক্কার দিয়া ভাবিয়া ছিল, এইজন্যই দেওয়ান বাহাদুর সমস্ত সম্পত্তি অন্য কাহাকেও বেচিয়া পুত্রের জন্য নগদ কাঁচা টাকা রাখিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন. কিন্তু আহা! হঠাৎ মরণ

আসিয়া তাহার এত বড় কার্য্য একেবারে নিষ্ফল করিয়া দিল। প্রফুল্ল তাহার চক্ষে অতি বড় মূর্খ প্রতিপন্ন হইয়া নিতান্ত করুণা ও তাচ্ছিল্যের পাত্র হইয়া রহিল।

১৮

যথাসময়ে আনন্দ-উৎসবের মধ্যে আলো-সোনা-পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। আলোর মাতা লক্ষ্মীস্বরূপা বধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন, কিন্তু পটলডাঙ্গার সেই ছোট বাড়ীতে নহে; প্রফুল্ল সেই অল্পসময়ের মধ্যেই নিউপার্ক ষ্ট্রীটে একখানি নাতিবৃহৎ সুশোভন বাড়ী ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল, একখানি মটরকার কিনিয়া আনিল এবং পুরাতন দ্বারবান ও ভৃত্যদের মধ্যে যাহাদের পাওয়া গেল তাহাদের আবার বহাল করিয়া দিল।

শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া সোনা সদয় সস্নেহ মধুর ব্যবহারে সকলকেই মুগ্ধ করিল, এমন কি পল্লীগ্রামে পালিত প্রফুল্লর স্ত্রী কিরণবালাকে কখনো দিদি, কখনো বৌদিদি সম্বোধন ও নানা সহজ সরল পরিহাসে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ক্রমে কিরণবালাও তাহাদের সম্মুখে অনেকটা সহজ হইতে পারিল।

কুমার বাহাদুর আলোর বিবাহের কিছুদিন পরে লালগড়ে চলিয়া গেলেন, তাঁহার সহিত প্রফুল্লও কিছু দিনের জন্য সেখানে গিয়া বৈষয়িক ব্যাপারের সুবন্দোবস্ত করিয়া তাহার মাতাকে দেখিবার জন্য কয়েক দিনের জন্য শ্রীক্ষেত্রে গেল।

তাহার সদ্য পতিবিয়োগবিধুরা মাতা কলিকাতায় আসিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। তাঁহার মন যেন সংসার হইতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; তথাপি তিনি পুত্রের নিকট আলোর নব বধূকে

দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেই মুখেই বলিয়াছিলেন যে, জগন্নাথদেবের ইচ্ছা নয় যে, তিনি আর শ্রীক্ষেত্র ছাড়েন ও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আলো বাহাদুরের বধূ দেখা তাঁহার সম্ভব নহে।

প্রফুল্ল ক্ষুন্ন মনে কলিকাতায় ফিরিল; তাহার মাতাকে একদিনের জন্যও কলিকাতায় আসিয়া আলোর নববধূ দর্শন করিবার জন্য বলিতে পারিল না।

বিবাহের কয়েক দিন পরে সোনার বৌদিদি স্বামীর সহিত একদিন আলোর বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইল। বৌদিদি অবসর পাইয়া বলিয়াও ছিল—"কি ঠাকুরঝি, আমাকে মিথ্যা কথা বলে ফাঁকি দিয়েছিলে? বিলেতে হৃদয়টা খুইয়ে এসেছিলে স্বীকার ক'র্‌তে বুঝি লজ্জা হ'লো?" সোনা লজ্জায় পড়িয়া বলিল—"তুমিত বৌদি সাহেবের কথা বলেছিলে; তাতেই ত আমি অস্বীকার করেছিলাম—"

বৌদিদি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"—তা ভাই আমি আর কি এমন মিথ্যে ব'লেছিলাম, ব্যারিষ্টার ত সাহেবই বটে! আর ঠাকুর-জামায়ের অমন মুখখানিকে যদি রাঙামুখ না ব'ল্‌তে পারি তবে কার মুখ দেখে তা বলি বলো—"

সোনা তাহাতে রাঙা হইয়া উঠিল তাই তাহার বৌদিদি বলিল—"তোমারও মুখখানা যে রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ছে,—ছোঁয়াচে লেগে বুঝি—?"

সোনা আরো লাল হইয়া উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল—"তুমি যদি বৌদি ওরকম করো—"

বৌদিদি বড় দুষ্ট, বলিল—"—তাহ'লে তোমার মুখখানা তোমার বরের মুখের চেয়েও রাঙ্গা হ'য়ে যাবে—এই না ঠাকুর-ঝি?"

সোনা না পারিয়া—বৌদিদির মুখ চাপিয়া ধরিল।

বৌদিদি মুখ ছাড়াইয়া বলিল—"আচ্ছা ও কথা আর ব'লবো না,—

তবে জিজ্ঞাসা করি—তুমি নারীশিক্ষা-মন্দিরে কবে ভর্ত্তি হ'য়ে দেশের ও দশের সেবা আরম্ভ কচ্ছো ?"

এবার সোনা সলজ্জ হাসিয়া বলিল—"এই ত একজনের সেবা আরম্ভ করেচি—"

বৌদিদি বলিল—"দশের শূন্যটা ত একেবারে বাদ দিলে—আর সেখানে ভর্ত্তি না হ'য়ে—"

সোনা চোখ নীচু করিয়া বলিল—"—এখানে হ'য়েছি—"

বৌদিদি হাত দিয়া সোনার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল—"—কারণ এখানে মাইনেটা খুবই লোভনীয়, আর সেটা আড়ালে-আব্ডালে তোমার সুন্দর নিটোল মুখখানি রোজই কাব্লেওলার মত নগদ আদায় ক'রে ন্যায়—"

সোনা আবার লাল হইতে আরম্ভ করিল—কিন্তু বাক্-চতুরা ভ্রাতৃ-জায়াকে আর বেশী অবসর না দিবার জন্য তাহাকে ধরিয়া জোর করিয়া সকলের মাঝে বসিবার ঘরে টানিয়া লইয়া গেল।

* * * *

শ্রীক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া কয়েকদিন প্রফুল্ল বাহিরের কাজে খুব ব্যস্ত রহিল ; প্রায় দ্বিপ্রহরে।তাহাকে বাড়ীতে দেখা যাইত না ; আর প্রাতে ও সন্ধ্যায় বৈষয়িক ও সংসারিক কাজে লিপ্ত থাকিত। কিরণবালা পল্লীগ্রামে লালিত হইলেও তাহার বুদ্ধি বেশ প্রখর ; শীঘ্রই সে দেখাইল যে, বুদ্ধি বস্তুটি সহরের মেয়েদেরই একচেটিয়া ব্যাপার নহে।

স্বামীকে অহর্নিশি কিছুদিন ভীষণ পরিশ্রম করিতে দেখিয়া কিরণবালা মনে মনে স্থির করিল, যেরূপেই হউক তাহাকে কিছুদিন বিশ্রামের অবসর করিয়া দিতে হইবে। সে অনেকবার তাহাকে নিয়মিত আহার ও বিশ্রামের জন্য প্রথমে অনুরোধ পরে অনুনয় করিল ; কিন্তু যে কাজে

প্রফুল্ল উৎসাহের সহিত লাগিয়া যাইত, তাহা সুসম্পন্ন না হওয়া অবধি তাহার আহার নিদ্রা থাকিত না।

একদিন সকালে আহারের পর কিরণ প্রায় জোর করিয়াই প্রফুল্লকে তাহার ঘরে লইয়া গিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে বলিল। সেখানে তাহার পদসেবা করিতে করিতে বলিল—"ওগো, শুন্‌ছো, তুমি আমাকে ছুঁয়ে একটা কথা দেবে ?"

প্রফুল্ল মুখ হইতে এক গাল ধূম উদ্‌গীরণ করিয়া বলিল—"নিশ্চয়ই দোবো—কি কথা বলো—"

কিরণ তাহার পা ছুঁইয়া বলিল—"—বলো যে তুমি যতই কাজে ব্যস্ত থাকো না কেন, একটু ধীরে সুস্থে ছ'টি খাবে, আর খাবার পর অন্ততঃ পনেরো মিনিট ঘরে এসে একটু বিশ্রাম কর্‌বে।"

প্রফুল্লর শরীরের চিন্তা এর মূলে নিশ্চয়ই ছিল, তাহা ভিন্ন আর একটু ছোট খাটো কারণও ছিল ; সে দেখিয়াছিল যে, আলোর আহারের পর সোনা তাহার সহিত অন্ততঃ আধঘণ্টা তাহাকে বিশ্রাম করিতে না দেখিয়া কখনই কোর্টে যাইতে দিত না, এবং সেই আধঘণ্টা সে তাহার নিকট থাকিয়া গল্পগুজব করিত। কিরণ তাহা দেখিয়া মনে করিত সে যেন তাহার স্বামীকে যথেষ্ট ভাবে পায় না ; তাই অন্য কারণের সহিত এই কারণেও কিরণ স্বামীকে তাহাকে স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করাইতে গেল ; সে জানিত তাহাকে ছুঁইয়া কথা দিলে তাহার অন্যথা হইবে না।

প্রফুল্ল কথাগুলি আবৃত্তি করিয়াই বলিল—"ওঃ তুমি ছুঁয়ে আছো না কি ?" এবং তার পরই জুড়িয়া দিল—"—সেজন্য চেষ্টা কর্‌বো।"

কিরণ তাহাতেই সুখী হইয়া বলিল—"সত্যি চেষ্টা কর্‌বে ত ?"

প্রফুল্ল রাগ করিয়া বলিল—"ছিঃ কির্‌ণ, তোমাকে ছুঁয়ে বল্‌লাম, তবু তুমি সন্দেহ কচ্ছো ? কিরণ লজ্জিত হইল। প্রফুল্ল উঠিয়া পড়িল ;

কিরণ অবাক হইয়া বলিল—"এখনই উঠ্ছো যে, মোটে পাঁচ মিনিটও হয় নি !"

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল,—"চেষ্টা ত করেছি, পাঁচ মিনিটও ত বিশ্রাম ক'রে নিলাম ; আজ বড় জরুরী কাজ আছে কিরণ !"

কিরণ অভিমানে তাহাকে থাকিতে না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি পোষাক চাই আজ ?"

প্রফুল্ল বুঝিয়া তাহাকে হাসাইবার জন্য বলিল—"কেন,যাতে আমাকে ভাল দ্যাখায় সেই পোষাক—কোট প্যাণ্টগুলোকে কিরণ দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না ; কিন্তু সে তাহা পূর্ব্বেই গুছাইয়া রাখিয়াছিল, মৃদুস্বরে—"আহা ওতে কি ভালই দ্যাখায়—" বলিয়া সে মোজা পরাইতে বসিল।

প্রফুল্ল মুচকী হাসিয়া বলিল,—"তুমি বোঝো না কিরণ, এতে নিশ্চয়ই ভাল দেখায়—তা না হলে বড় বড় সাহেবেরা বিশেষতঃ বাঙ্গালী সাহেবেরা এ পোষাকের কি রকম সমাদরটাই করে। আর ধুতি চাদর পরে গেলে দ্যাখাই করে না ; বড় সাহেবেরা কেন, রাস্তার পুলিশ কন্‌ষ্টেবল্‌রা ধুতি চাদর পরা দেখ্‌লে "হঠ্ যাও" বলে, আর টুপী দেখ্‌লেই 'হুজুর' ব'লে সেলাম করে"—বলিতে বলিতে প্রফুল্লর মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া গেল।

কিরণ ভাবিল সেই বুঝি তাহাকে আঘাত দিয়াছে তাই বলিল—"তা হবে, আমি পাড়া-গেঁয়ে পেত্নী ও সব ত বুঝ্‌তে পারি না।" তাহার মধ্যে একটু অভিমানও ছিল, যেন বিলাত-ফের্ত্তা প্রফুল্লর এই পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা স্ত্রী লইয়া কত না মুস্কিলেই পড়িতে হইতেছে !

প্রফুল্ল দুই হাতে পত্নীর অভিমান-নত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহে বলিল—"কিরণ জন্ম-জন্মান্তর এই পাড়াগেঁয়ে পেত্নীটিই যেন এই ভূতটিকে না-ছোড়-বান্দা হ'য়ে পায়—"

প্রফুল্ল যাহা দিল কিরণ তাহার প্রতিদান করিতে ভুলিল না, আর ভুলিল না প্রফুল্লর পদপ্রান্তে টিপ্‌ করিয়া একটি প্রণাম করিতে। প্রফুল্লর সামান্য কথাটি তাহাকে জগৎ সংসারের আর সবই তখনকার জন্য একেবারে ভুলাইয়া দিল—এমনি এক অপূর্ব্ব শান্তির আবেশ আসিয়া তাহাকে নির্ব্বিশেষে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

প্রফুল্ল স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তখনও আলোর বিশ্রাম শেষ হয় নাই। প্রত্যহ আলো কোর্টে চলিয়া গেলে সোনা আসিয়া কিরণকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া উভয়ে সন্নিকটে বসিয়া আহার সমাধা করিত।

অনেকক্ষণ পরে যখন কিরণ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অনুচ্চস্বরে বলিতেছিল—'পোড়া জগতে এত ছাই পাঁশ কাজও থাকে !"

তখন সোনা ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বেই আস্তে আস্তে ডাকিল—"দিদি"—

কিরণ উঠিয়া উত্তর দিল—"যাই দিদি"

বাহিরে আসিতেই সোনা বলিল—"উনি ব'ল্‌ছিলেন—যে প্রফুল্লদা আজ কাল কাজে কর্ম্মে মোটেই মন দিচ্ছেন না—"

অপরাধীর মত কিরণ সভয়ে অথচ অবাক্ হইয়া বলিল—"ব'লছিলেন না কি দিদি—"

সোনা হাসি চাপিয়া, যাইতে যাইতে বলিল—"হ্যাঁ ভাই, উনি ব'ল্‌ছিলেন যে, প্রফুল্লদার আজকাল খাওয়ার পর নিজের ঘরে শুয়ে ঘণ্টাখানেক গল্প বিশ্রাম না ক'রলে চলে না—"

কিরণ সোনার দুষ্টামি বুঝিয়া আরক্ত মুখে বলিল—"ভারী অন্যায়, আমি এত বারণ করি, কাজ ফেলে বিশ্রাম করা ? ছি, আমি কাল থকে বিশ্রাম ত দূরের কথা—খেতেও বারণ ক'রে দোবো—"

সোনা হাসিয়া বলিল—"না না, বৌদি, তোমায় আর তা করতে

হবে না, উনি হুকুমনামা শীলও সই ক'রে রেখেছেন প্রফুল্লদা এলেই তা পাবে,. সে হুকুম অমান্য করার জো নেই—"

কিরণও সোনার সহিত অদূরে আসনে বসিয়া বলিল—"কি হুকুম দিদি ?"

সোনা বলিল—"প্রত্যহ সকালে খাবার পর প্রফুল্লদাকে ঘড়ি ধরে পাক্কা আধ ঘণ্টা নিজের ঘরে গিয়ে গল্প ব'লতে হবে—এক জনকে—"

পাড়াগেঁয়ে মেয়েটী মুখ ফিরাইয়া বলিল—"আর যদি অন্য কোন ঘরে গিয়ে দুজনকে গল্প বলে পাকা এক ঘণ্টা ধ'রে—"

সহুরে মেয়েটী উৎসাহের সঙ্গেই বলিল—"চমৎকার হয় তা হ'লে—যদি প্রফুল্লদা আর একজনকে ধ'রে নিয়ে আসে—যে গল্প বলার সময়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে, আর তাতে বড্ড আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়বার উপক্রম ক'রলে একটু চিমটি কেটে জাগিয়ে দেবে।"

কিরণ কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু নিজেই লজ্জা পাইয়া বলিতে পারিল না। তাহারা আহার শেষ করিয়া উঠিল।

সোনার সহিত তাহার ঘরে গিয়া কিরণ বলিল,—"আচ্ছা দিদি, সাহেব মেয়েরা শুনেছি না কি .বে'র পর মাসখানেকের জন্য কোথাও বেড়াতে চ'লে যায়—"

সোনা কিরণের গভীর ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়া বলিল—"হ্যাঁ, তা যায়, বৌদি—আজ প্রফুল্লদা এলেই ব'লবো তোমাকে নিয়ে যেন মাস খানেকের জন্যে তিনি কোথাও 'হনিমুনে' যান।"

কিরণও কম যাইবার নয়, বলিল—"আমার ত তামাদি হ'য়ে গেছে, কিন্তু তোমার ত এখনও তা হয় নি—"

সোনা বলিল, "আমার ত আর লোকের মাঝে থেকে হাঁপ ধরেনি, যার ধরেছে তারই যাওয়া দরকার—"

কিরণ একটা উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছিল তাই বলিয়া ফেলিল—'না না, ঠাট্টা নয়, তোমরা একবার সমুদ্রধারে কোথাও বেড়াতে যাওনা কেন এখন—"

প্রফুল্ল পুরী হইতে আসিয়া অনেক বারই কিরণকে বলিয়াছিল যে, তাহার মায়ের সোনাকে দেখিবার খুবই ইচ্ছা, কিন্তু কিছুতেই তিনি পুরী ছাড়িতে স্বীকার করেন না। কিরণের মনে তাহার শ্বশ্রূমাতার ইচ্ছা ও তাহা পূর্ণ না হওয়াতে স্বামীর মনের বেদনা তাহাকে বেশ একটু কষ্ট দিতেছিল; কিন্তু প্রফুল্ল বলিয়া দিয়াছিল যে, তাহারা স্বেচ্ছায় না গেলে সে তাহাদিগকে যাইতে বলিতে পারে না। প্রফুল্ল তাহার অধিকারের ভিতরেও দাবী করা পছন্দ করিত না, কিরণ তাহা জানিত।

সোনা কিরণের প্রস্তাব শুনিয়া ইহার মধ্যে গূঢ় নিহিত সভয় অনুরোধটুকু ধরিয়া ফেলিয়া যেন একটু লজ্জিত হইল। স্বামী-শোক-কাতরা প্রফুল্লর মাতার সহিত তাহার একবার সাক্ষাৎ করা ইহার মধ্যেই উচিৎ ছিল তাহা বুঝিয়া সোনা বলিল—

—"আচ্ছা, পুরীতে যাবার কথা আমি ওঁকে বল্‌বো'খন, কিন্তু তোমাদেরও যেতে হবে—" কিরণ তাহার শ্বশ্রূমাতার কথা ভাবিয়া করুণ ভাবে বলিল—"আমাকে যেতে বলো ত আমি যাবো, কিন্তু উনি কাজ ফেলে কি যেতে পার্‌বেন?

করুণ সুরটুকু চাপা দিবার জন্য সোনা বলিল—"আবার হুকুম নামা লিখিয়ে নেওয়া যাবে, তা হ'লেই ত হবে?"

এই দুটি পরম সুখী নারী সানন্দে গল্প করিতে করিতে সোনার ঘরের মোজেইক মেঝের উপর ঘুমাইয়া পড়িল।

১৯

লালগড় এষ্টেটের সন্নিকটেই গভর্ণমেণ্টের খাসে একটা প্রকাণ্ড জঙ্গল ছিল। প্রফুল্লর ক্রমাগত চেষ্টায় তাহা লালগড় এষ্টেটের এলাকাভুক্ত হইল। তাহা করিবার প্রফুল্লর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সে অক্সফোর্ড হইতে 'ফরেষ্ট্রি' শিখিয়া আসিয়াছিল, তাহাই কাজে লাগাইবার সুযোগ খুঁজিয়া বাহির করিয়া সে সেই বিশেষ লাভ জনক জঙ্গলের কার্য্যে লাগিয়া গেল।

তাহার পরই আলো ও সোনা উভয়েই প্রফুল্লকে সস্ত্রীক তাহাদের সহিত পুরী যাইবার জন্য ধরিয়া বসিল।

পুরী আসিয়া কয়েকদিন মন্দির ও নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া তাহাদের কাটিয়া গেল। সুলোচনা সোনাকে পাইয়া হর্ষেবিষাদে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। সোনাও সেই শ্বেতবসনা সাধ্বী নারীর আশ্চর্য্য কমনীয় অথচ সতেজ স্বভাবে মুগ্ধ হইল।

এক সন্ধ্যায় কিরণ স্বামীর কাছে স্বীকার করিল যে, সে একদিন সোনার কাছে তাহাদের পুরী যাইবার কথা পাড়িয়াছিল। সে কি ভাবে বলিয়াছিল তাহাও বলিল এবং তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি সে কোন কাজ করিয়া ফেলিয়াই থাকে, তবে প্রফুল্ল যেন তাহাকে মার্জ্জনা করে।

প্রফুল্ল তাহাকে মার্জ্জনার কিছুই নাই বলিয়া বলিল—"তাহ'লে কিরণ, ওদের যা ব'লে এখানে আনা হ'য়েছে সেটা যাতে সফল হয় তার ব্যবস্থা করতে হয়।"

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল—"তা কি ক'রে সফল করতে হবে, আমি ত জানি না।"

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল—"ওদের একলা ছেড়ে দিতে হবে; 'হনিমুন' বন্ধুবান্ধব নিয়ে হয় না।"

কিরণ বলিল—"তা কি ওরা আমাদের ছেড়ে দিতে চাইবে?"

প্রফুল্ল কিরণের প্রশ্নে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিয়া বলিল—"তার একটা উপায় স্থির করো—"

কিরণ লজ্জিত হইয়া বলিল—"আমি তা পার্‌বো না—সোনা যে জ্বালাতন করে আমাকে, ও ভাব্‌বে আমিই বুঝি ওদের আলাদা ক'রে দিতে চাই।"

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল—"তা কি তুমি একেবারেই চাও না কিরণ?" কিরণ স্বামীর সাম্‌নে একলা থাকিয়াও কর্ণমূল লাল করিয়া ফেলিল, বলিল—"আঃ যাও তুমি, কি যে বলো—"

প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ যাইবার মিথ্যা উদ্‌যোগ করিয়া বলিল—"আচ্ছা যাচ্ছি—আর কিছুই ব'লবো না—"

কিরণ সন্ত্রস্তভাবে ডাকিল—"শোনো শোনো—"

প্রফুল্ল জিতিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"বাঃ বেশ ত যেতে ব'লে আবার ডাক্‌ছো—"

কিরণ পরাজয় স্বীকার না করিয়া রাগিয়া বলিল—"আহা আমি ডাক্‌লাম কৈ? বল্‌ছি যে ওদের ব্যবস্থাটা কি কর্‌বে তা ত' বল্‌লে না—"

প্রফুল্ল গম্ভীর হইয়া ভাবিতে ভাবিতে অস্ফুটস্বরে যেন নিজের মনেই বলিল—"ওদের একটা ব্যবস্থা না কর্‌লে ত তোমার ব্যবস্থাও হ'চ্ছে না"—তাহা কিরণের কাণে না পৌঁছিবার মত আস্তে বলে নাই। কিরণ আবার আরো রাগিয়া ঘুরিয়া সত্যই চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া বলিল—"যাও তুমি, তোমার খালি—"

সুলোচনা—

"... তিনটি দেববালা তার-যন্ত্র সংযোগে গান গাহিয়া ... শিশুর চোখে প্রগাঢ় ঘুম আনিয়া দেয়।" এস, জি, এম।

এবার তাহার রাগের পরিমাণ দেখিয়া প্রফুল্ল ডাকিয়া ফেলিল—“কি—কি—কিরণ—”

কিরণ এবারে সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়া মুচ্‌কী হাসিয়া শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল—“কি বল্‌ছো বলো”! তখনো চাপা হাসি তাহার চোখের দৃষ্টিতে বাহির হইতেছিল।

প্রফুল্ল সে হাসির অর্থ বুঝিয়াও সপ্রতিভভাবে বলিল—“আচ্ছা, তুমি আমাকে চ’লে যেতে ব’লে এক মুহূর্ত্তও দেখ্‌লে না—আমি গেলুম কি না, আমি যদি তোমার অবাধ্য হয়ে না যেতুম—”

কিরণ তেমনিভাবেই বলিল—“তুমি ত এখনো আছো—” বলিয়া সে প্রফুল্লর জামার খুঁটটি ধরিয়া রাখিল ও তাহাতেই তাহার আবার পরাজয়ের ব্যবস্থা করিয়া রাখিল।

প্রফুল্ল কারণ দেখাইয়া বলিল—“বাঃ, যাবার কড়া হুকুম দিয়ে জামার খুঁট ধ’রে থাক্‌লে কি ক’রে হুকুম পালন করি?”

কিরণ অপারগ হইয়া জামা ছাড়িয়া দিয়া বলিল—“জ্বাঃও, ও রকম কথা বল্‌লে আমি চ’লে যাবো।”

প্রফুল্ল দুষ্টামি করিয়া সত্যই রাগাইবার জন্য আগে তাহাকে দুই হাতে বাঁধিয়া বলিল—“বাঃ বেশ—আমি কি তোমাকে থাক্‌তে ব’লেছি?” কিরণ কিন্তু রাগিল না, লজ্জায় স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল। প্রফুল্ল পরাজয় মানিল। ঘরের বাহিরে সোনার গলা শোনা গেল। কিরণ তাড়াতাড়ি বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া দ্রুতপদে অন্য ঘরে ঢুকিল। প্রফুল্ল বাহির হইয়া সোনাকে বলিল”—আর পারা যায় না, আমি জীবনে আর কখনো ওর মুখ দর্শন ক’রবোনা—“সে ভয়ানক রাগের ভাণ করিল।

কিরণ তাহার সহিত ঝগড়া করিয়াছে ভাবিয়া সোনা বলিল—“আবার কি হ’লো আপনাদের, প্রফুল্লদা?”

প্রফুল্ল রাগতভাবেই বলিল—"কী আর হবে? আমার একটি কথা ম'রে গেলেও শুন্‌বে না! যেন ওর গুরুর দিব্যি দেওয়া আছে! তাই আজ প্রতিজ্ঞা ক'রেছি—ওর আর মুখ দর্শন ক'রবো না—"

সোনা ইতিমধ্যে তাহাদের পরস্পরের গা ছুঁইয়া দিব্য করার কথা শুনিয়াছিল, তাই বলিল—"কিরণের গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেন নি ত?"

প্রফুল্ল ঈষৎ লজ্জিতভাবে হাসিয়া ফেলিল; সেই সময়ে অবগুণ্ঠনে সম্পূর্ণভাবে মুখ ঢাকিয়া কিরণ সেখানে আসিল। স্বামীর প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের কারণ না হয় যেন সে!

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল—"না গা ছুঁয়ে দিব্যি করিনি বটে, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা অটল—"

সোনা ক্ষিপ্র হস্তে কিরণের অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিয়াই দেখিল প্রফুল্ল প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিয়া কিরণের মুখের প্রতি চাহিয়া আছে। সে হাসিয়া উঠিল।

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া বলিল—"আমি ত দেখিনি ওর মুখ, তুমিই ত জোর ক'রে দ্যাখালে।"

সোনা হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, তা বৈ কি; যে প্রতিজ্ঞা করার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তা ভাঙ্‌বেন জানেন সে করাই বা কেন—আর হাঁফিয়ে উঠে ভাঙাই বা কেন?"

প্রফুল্ল আবার হার মানিল, গম্ভীর হইয়া বলিল—"ওটা আমার একটা বেজায় দুর্ব্বলতা, মিসেস্ রায়—"

"মিসেস্ রায়!" বলিয়া সোনা ডাগর চোখ্ দুটি আরো ডাগর করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল।

"তবে ছোট রাণী মা—" বলিয়া প্রফুল্ল অপেক্ষা করিয়া রহিল।

ইহার মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের গন্ধ পাইয়া সোনা ব্যথিত হইল, দুঃখিত হইয়া শুধু বলিল—"কেন প্রফুল্ল দা—"

প্রফুল্ল তাহাকে অজ্ঞাতে ব্যথা দিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল—"কেন বলি শোনো,—তোমার বিয়ের দু'দিন আগে তোমার বাবার কাছ থেকে এক নিমন্ত্রণ-পত্র পাই—"

সোনা সে ব্যথা ভুলিয়াই বলিয়া উঠিল—"সে আমি ব'লেই করিয়েছিলাম, আপনি শুধু ও পক্ষেরই হবেন তা আমরা কেউই অনুমোদন করি নি—"

প্রফুল্ল শুনিয়া নিজের সৌভাগ্য-গর্ব্বে ধন্য বোধ করিয়া বলিল—"সে বুঝেছিলাম—তারপর শোনো, চিঠিতে দেখ্‌লাম, তোমার ভাল নাম আর আমার মায়ের নাম একই; তারপর জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লাম, তোমার ডাক নামটি আলাদা নাম নয়, ভাল নামেরই অপভ্রংশ মাত্র; তাই তখন থেকেই আমার মায়ের শুধু নাম ধ'রে বা তারই ছাটা নাম ধ'রে তোমাকে ডাকতে পারি নি।" তারপর একটু ভাবিয়া বলিল—"মিসেস্ রায় ব'লে প্রভু হ'লেও পৃথিবী মধ্যে শ্রেষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রীকে পর ক'রে দিতে চাই না, ছোট রাণী মা ব'লেও তোমার মনে ব্যথা দিতে পার্‌বো না,—কিন্তু আমার অনুরোধ, প্রার্থনা—আমাকে 'সোনা-মা' ব'ল্‌তে দাও—"

প্রফুল্লর চক্ষে অনুরোধ অপেক্ষা মিনতিই বেশী প্রকাশ পাইল।

সোনা বুঝিল—হিন্দু ব্রাহ্মণের আজন্ম সংস্কার প্রফুল্লর মনে চিরকালই জাগরূক আছে; সেই সংস্কারই তাহাকে তাহার মাতার নাম বা তাহার অপভ্রংশ মুখে আনিতে বাধা দিতেছিল। সোনা নীরবে তাহাতেই রাজী হইল। প্রফুল্ল তখন সানন্দ চিত্তে বলিয়া উঠিল—"সোনা-মা, কাল খুব ভোরে উঠে তোমরা ত সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে যাবে ঠিক ক'রেছ, আমি কিন্তু

ব'লে রাখছি, ওকে নিয়ে কাল আর আমি যাবো না।"—তারপর মৃদুকণ্ঠে যোগ করিয়া দিল—"অন্ততঃ তোমাদের সাম্‌নে বা সঙ্গে—"

সোনা ওটুকু শুনিয়া হাসিয়া বলিল—"তা হ'লে তোমাদের ডেকে তুল্‌বো না? আমরা কিন্তু রাত থাক্‌তেই বেরিয়ে পড়বো—"

সোনা জানিত প্রফুল্ল তাহার প্রতিজ্ঞা কিছুতেই রাখিতে পারিবে না; তাই তাহাকে তাহাদের সহিত যাইবার জন্য জেদ দেখাইল না, মনে ভাবিল, তাহারা এক সঙ্গে বাহির না হইলেও পরে নিশ্চয়ই তাহাদের সহিত যোগদান করিবে।

প্রফুল্ল মনে মনে হাসিল ও তখনি কিরণের প্রতি চাহিয়া নীরবে যেন বলিল—"দেখ্‌লে, কি ক'রে ব্যবস্থা ক'রতে হয়!"

২০

পূর্ব্বাকাশে আলোর ক্ষীণরেখা দেখা দিয়াছে, পাখীরা কুলায় ছাড়িয়া তখনও তাহাদের ভোরের গান আরম্ভ করে নাই, নিশার অন্ধকার সবে যেন সজাগ হইয়া পশ্চিম-পথে ঝুঁকিয়াছে।

আলো সোনার কোমল করখানি ধরিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই দূরে বৃক্ষশাখায় একটি পক্ষী একবার ডানায় ঝাপ্‌টা দিয়া উঠিল। সেই অতি মৃদু নীলাভ আলোকোজ্জ্বল, সোনার মুখের প্রতি চাহিয়া আলো জিজ্ঞাসা করিল—"ভয় কর্‌বে কি তোমার সোনা?"

সোনা শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল তাহার ভয় নাই—সুবৃহৎ চোখ দুটির দৃষ্টি যেন সরব হইয়া বলিল—"তুমি পাশে থাক্‌লে ভয় কি ক'রে আমার কাছে ঘেঁস্‌বে!"

আলো তাহার হস্তে মৃদু আকর্ষণ করিতে সোনা সিঁড়ি বাহিয়া বালির উপর নামিল। আলো পূর্ব্বদিক লক্ষ্য করিয়া যেন সূর্য্যদেবেকে

আগুবাড়িয়া আহ্বান করিবার জন্য ধীরে ধীরে চলিল। তাহারা খানিক গেলে ক্রমে আলোর দীপ্তি বাড়িতে লাগিল। আলো মাঝে মাঝে ঘাড় দূর চলিয়া বাঁকাইয়া অনূদিত তরুণ সূর্য্যালোক উদ্ভাসিত শ্রীমণ্ডিত সোনার মুখখানির প্রতি অতি কোমল দৃষ্টি রাখিয়া এক অননুভূত মৃদু বক্ষস্পন্দন বোধ করিতেছিল। তাহারা পরস্পরের করুণ-করস্পর্শ অনুভব করিতে করিতে চলিতেই লাগিল।

ক্রমে চারিদিকে নবীন আলো ছড়াইয়া পড়িল; পক্ষীকুল স্ফূর্ত্তি-ভরে গান আরম্ভ করিল। বহুদূরের বাড়ীর সারি ক্রমশঃ দিবালোকে স্পষ্টতর ভাবে দেখা যাইতে লাগিল।

আলো ধীরে ধীরে ফিরিয়া মৃদুকণ্ঠে সোনাকে জিজ্ঞাসা করিল— "বালির উপর একটু ব'সবে এখন? অনেক দূরে এসে প'ড়েছি আমরা!"

জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিজের স্বর্ণপুরীর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ অবস্থায় সোনা আলোর প্রশ্নে এবারও শুধু মাথা নাড়িয়া বসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

আলো খানিকটা জায়গা পরিষ্কার দেখিয়া বলিল—"বোসো সোনা—"

সোনা দুই পা ডানদিকে মুড়িয়া রাখিয়া বাম হস্তের উপর ভর দিয়া বসিয়া আলোর মুখের দিকে চাহিল। আলো তাহার দৃষ্টির নীরব ভাষা বুঝিয়া বলিল—"আমিও ব'সছি"—সে একবার চারিদিক চাহিয়া সোনার পাশে গিয়া বসিল; তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া আলো ও মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—"সোনা—"

সোনা মুখ ঈষৎ উঁচু করিয়া চাহিল। আলো বলিল—"মনে পড়ে সোনা—যেদিন টকীতে তোমাকে একলা বেড়াতে নিয়ে গেছলাম,

তুমি নাম্‌তে গিয়ে প'ড়ে যাচ্ছিলে, আমি ধ'রে কী অপ্রস্তুতই হ'য়েছিলাম—"

আলো আর বলিল না; সোনা তাহার কারণ বুঝিয়া ধীরে বলিল—"তার পর তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি—আমি—"সোনা দুইহাতে আলোর ডান হাত খানি ধরিয়া মুখ নীচু করিল।

আলো তাড়াতাড়ি বলিল—"তার পর ক'লকাতায় যেদিন তোমাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখি, সেদিন বুঝলাম তুমি কী কষ্টই পেয়েছিলে, কিন্তু তারপর যে দিন মা তোমাকে বরণ ক'রে আমাদের ঘরে তুল্‌লেন সেদিন—"

সূর্য্যদেব ঠিক উঠিবার পূর্ব্বের আরক্তিম আলোকরাগে সোনার লালিমাময় মুখখানি আরো বেশী রঙীন করিয়া দিল। সোনা দুইহাতে আলোর হাতখানি জড়াইয়া ধরিয়াছিল, সহসা সে সরিয়া আসিয়া তাহার বাহুমূলে গণ্ড রাখিয়া দিল, আলোর জামার উপর নিরাবিল অবিমিশ্র আনন্দের একফোঁটা অশ্রুজল পড়িল।

সোনা পূর্ব্বমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, একটু পরেই রক্তবর্ণ সূর্য্যদেব অত্যুজ্জ্বল আলোক-বিন্দুর মত, জলের মধ্য হইতে যেন ফুটিয়া উঠিলেন। সোনা করজোড়ে অস্ফুটস্বরে বলিয়া গেল—

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং—

আলো মুখ তুলিয়া দেখিল, তরুণ উদীয়মান সূর্য্যের ক্রমোজ্জ্বল আলোকরশ্মি পাতে সোনার কমনীয় মুখখানি ক্রমশঃই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে; তাহার অন্তরের নিভৃত অপার আনন্দ তাহার মুখখানিকে তরুণ তপনের আলোসহযোগে আরো উজ্জ্বল করিয়া দিল। আলো দেখিল—শুধু অপলকনেত্রে চাহিয়া দেখিল।

সোনা সূর্য্যদেবকে নত মস্তকে অনেকক্ষণ প্রণাম করিল; তারপর

সে মুখ গুজিয়া চোখ মেলিতে প্রণামান্তেই—যাহার কথা সর্ব্বদাই মনে হয়—তাহাকেই অতি নিকটে তাহার প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল! দেবতা যেন তাহার একটা সামান্য মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিলেন ভাবিয়া সে ঈষৎ হাসিল; তখন ধীরে সন্তর্পণে সোনার কাঁধের উপর দুই হাত রাখিয়া আলোও তেমনি হাসিল, সোনা মস্তক নত করিল, কিন্তু তাহার সমস্ত মুখমণ্ডল ও নত-নয়ন-যুগল সেই অনিন্দ্যনীয় মধুর প্রীতি হাস্যের প্রকাশ্য ক্রীড়া-ভূমি হইল, সে হাসি যেন স্থানাভাবে বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া আলোর কমনীয় সমস্ত মুখাবয়বের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া খেলিতে লাগিল।

আলো বলিল—"চলো সোনা, এবার ফেরা যাক্—"

সোনা ধীরে বলিল—"বেশ, চলো"

আলো তাহার দুই কাঁধের উপর অল্প জোরে হাতের চাপ দিয়া তাহাকে যাইতে দিল না। সোনা একবার চাহিয়া নতমস্তকে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আলো তাহার স্কন্ধদ্বয় ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া নিজে এক পা অগ্রসর হইয়া সোনার আরো নিকটে গেল, ধীরে মস্তক নত করিয়া তাহার বক্ষাশ্রিত সোনার ঘনকুঞ্চিত কেশাচ্ছাদিত মস্তকের উপর—যেখানে সিন্দুর-বিন্দু তরুণ তপন-রাগে উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছিল তাহারই ঈষৎ স্পর্শে সসম্ভ্রমে অতুলনীয় এক প্রণয়-চুম্বন নীরবে রাখিয়া দিল। আলো অনুভব করিল সোনা যেন তাহার বক্ষের মাঝে লুক্কাইত কপাল ঈষৎ জোরে তাহার বক্ষপঞ্জরে চাপিয়া রাখিয়াই দিল—আলোর পরিপূর্ণ পূত হৃদয়ের মন্দিরদ্বারে যেন সে সশ্রদ্ধকৃতজ্ঞতায় মাথা ঠেকাইয়া লইল।

কিছু পরে সোনা মুখ তুলিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"চলো এখন যাই, বেশী রোদ্দ র উঠ্‌লে তোমার কষ্ট হবে এতটা যেতে—"

সোনা সত্যই ভুলিয়া গিয়াছিল যে, তাহার নিজের তাহাতে কিছু কম কষ্ট হইবে না।

আলো শুধু—"চলো" বলিয়া—তাহার হস্ত ধরিল।

কিছু দূর যাইয়া তাহারা দেখিল কয়েকজন ধীবর জাল লইয়া তাহাদের দিকেই আসিতেছে, আলো সোনার কথা ভাবিয়াই হাত ছাড়িয়া দিল! কিছুক্ষণ পরে তাহারা প্রফুল্ল ও কিরণকে সেইপথে আসিতে দেখিতে পাইয়া পরস্পরের প্রতি চাহিয়া দুইজনেই বলিয়া উঠিল—"ওই যে ওরা অস্‌ছে।"

প্রফুল্ল কতকটা নিকটে আসিলে বাম হাত বাম চোখের পাশে রাখিয়া কিরণকে আড়াল করিল; আরো নিকটে আসিলে সে কিরণের দিকে পিঠ রাখিয়া গম্ভীর হইয়া পাশ হাঁটিয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইল। আলো ও সোনা হাসিতেছিল, কিরণ হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছিল।

সোনা বলিল—"ভীষ্মদেব আমাদের প্রতি সদয় হউন—"

আলো সহাস্যে বলিল—"হে ভীষ্মপত্নি কিরণবালা, তোমার জন্য মহাভারত আবার লিখ্‌তে হবে দেখ্‌ছি।"

কিরণ সরিয়া দাঁড়াইল কিন্তু তবুও প্রফুল্ল তাহার হাত নামাইল না।

সোনা মহাভারতের কথা ছাড়িয়া কিরণকে জিজ্ঞাসা করিল—"কিরণ সূর্য্যোদয় কেমন দেখ্‌লে?"

কিরণ আস্তে আস্তে বলিল—"বেশ চমৎকার, এমন সুন্দর তা আর কী বল্‌বো—"

প্রফুল্ল অবাক হইয়া না ফিরিয়াই বলিল—"সত্যি না কি? এত সুন্দর? কৈ আমি ত দেখিই নি!"

আলোরও তখন খেয়াল হইল কৈ সেও ত তাহা দেখিতে পায় নাই,

কিন্তু সূর্য্যোদয়ের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা শতগুণ মধুর সৌন্দর্য্য দেখিয়াছে বুঝিয়া মনে কোনও আপশোষ না রাখিয়াই বলিল—"দ্যাখো নি কি হে প্রফুল্ল ? চোখের সাম্‌নে যদি সূর্য্য ওঠে তবে না দেখে কি করে পারে মানুষে ?" নিজেই মনে মনে তাহার উত্তর দিল—"সূর্য্যের সৌন্দর্য্য ম্লান ক'রে দেবার মত এমন কিছু যদি কাছে থাকে—"সে একবার সোনার দিকে চাহিল ; সোনার এতক্ষণে মনে হইল যে, আলোও হয়ত মোটেই সূর্য্যোদয় দেখিতে পায় নাই, তাহার কর্ণমূল ঈষৎ রক্তিমাভ হইয়া উঠিল।

প্রফুল্ল ভাবিতে ভাবিতে সকলেরই জ্ঞাতে ও সাক্ষাতে কটাক্ষে কিরণের প্রতি সচকিতে চাহিয়া বলিল—"তাইত—তাইত, মানুষে তা কি ক'রে পারে ?" আলোর মুখ দেখিয়া চতুর প্রফুল্ল বুঝিয়াছিল যে, সেও তাহারই মত নিতান্ত অমানুষ তাই জুড়িয়া দিল—"তবে বোধ হয় গো-ব্রাহ্মণে পারে—"

সোনা সোজাসুজি বলিল—"ছিঃ আপনি গো-ব্রাহ্মণ হ'তে যাবেন কেন ? শুধু ব্রাহ্মণ ত আপনি—"

প্রফুল্ল বোকা সাজিয়া বলিল—"হুঁ, আমি ত ব্রাহ্মণ তা হ'লে আমি পারি,—"তারপর মুখ নীচু করিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া ভাবিতে লাগিল—"ব্রাহ্মণ আমি, সেইজন্য আমি পারি ; আর যে পারে, তা হ'লে সে সে —তার আগেরটা—"

কিরণ কিছুতেই সরব হাসি রোধ করিতে পারিল না, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই প্রফুল্লর প্রতি বড় করিয়া চাহিল। আলোও হাসিয়া —"দুটোই তুমি, গো-ব্রাহ্মণ কোথাকার।" বলিয়া তাহাকে তাড়া করিতেই প্রফুল্ল দ্রুতগতিতে কিরণের পিছনে হাঁটু ভাঙ্গিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় আঁচল চাপা দিল। কিরণ সরিয়া গেলেও সে তাহার অনুগমন

করিতে লাগিল। আলো তখন তাহাকে "কলির ভীষ্ম" বলিয়া "ক্ষমা ঘেন্না" করিয়া দিল।

এতক্ষণ পরে সোনা অজ্ঞানে আলোরই উপর কি বিশেষণ চাপাইয়া দিয়াছে বুঝিয়া হাসিতে হাসিতেই কেমন লজ্জা বোধ করিতে লাগিল।

প্রফুল্ল কখন চোখের পাশ হইতে তুলিয়া হাত নামাইয়া ফেলিয়াছিল; সহসা অদূরে কিরণকে ঠিক সম্মুখে দেখিয়া তাড়াতাড়ি হাত দিয়া চোখ ঢাকিয়া আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া কিরণের প্রতি চোখ রাঙ্গাইয়া বলিল—"এক বিপদকে সঙ্গে এনে আজ ত সূর্য্যিকে ওঠ্‌বার সময়ে একেবারেই দেখ্‌তে পেলাম না, কিন্তু কাল থেকে একলা এসে রোজ সকালে জলে-ডোবা মামাকে আবার নব জীবন পেয়ে জল থেকেই ওঠ্‌বার সময়ে তার ভিজে চেহারাটা দেখ্‌বোই দেখ্‌বো; যদি তা না দেখি তবে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা যে, আমি এই অতল জলেই—"

কিরণকে বিপদ বলায় রাগিলেও সে মনে করিল—"আচ্ছা বাড়ী চলো—তখন দেখ্‌বে বাঘ এসে প'ড়েছে।" কিন্তু যখন ভীষ্মদেব প্রতিজ্ঞাটা প্রায় শেষ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন তখন তাঁহার মহাভারতে অনুপস্থিত পত্নী শুধু এক বঙ্কিম কটাক্ষেই ভীষ্মের মাথা ও প্রতিজ্ঞাবাণী ঘুরাইয়া দিল। ভীষ্ম বীর দর্পে প্রতিজ্ঞা করিয়াই গেলেন, বলিলেন—"ওই—ওই অতল জলেই খানিকটা নুন ছড়িয়ে দোবো—যাতে—যাতে মামার সন্ধ্যে বেলায়—"

কটাক্ষ সূর্য্যদেবের আত্ম-হত্যার উল্লেখ আশঙ্কায় আরো তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু ভীষ্মকে ভীত করিতে না পারিলেও, তাহার বাণগুলি বীর দেহে বিঁধিয়া তাহাকে শরশয্যায় শায়িত করিল,—তথাপি তরুণ নবীন পিতামহ এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেলেন—

"—ভর সন্ধ্যা বেলায় সারা দিন রোদে-পোড়া মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্যে, নূণ দিতে ভুলে গিয়ে ঐ জলে টক দই গুলে বেশ আরাম ক'রে চেকে চেকে খেতে পান্সে না লাগে ! ! !"

উচ্চ ও অনতিউচ্চ দুটি হাসির শব্দের মধ্যে আলো-সোনা উভয়েই দেখিল—কিরণ আড়চোখে ও প্রফুল্ল ঢাকা-চোখে পরস্পরের প্রতি চোখ রাঙ্গাইতেছে। তাহারা আরো হাসিতে লাগিল। তখন তাহা বুঝিয়া কিরণ সলজ্জভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, আর প্রফুল্ল দুই হাতে চক্ষু আবৃত করিল।

গৃহাভিমুখে চলিতে চলিতে আলো জিজ্ঞাসা করিল—"তা হ'লে প্রফুল্ল তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি কাল একলাই সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে বেরুবে?" সোনা তাড়াতাড়ি বলিল—"না, না, একলা কেন? ভীষ্মদেব আমাদের সঙ্গে আস্‌বেন,—কি বলুন?"

সোনা ও কিরণ পাশাপাশি যাইতেছিল; প্রফুল্ল ছুটিয়া তাহাদের পার্শ্বে আসিয়া তাড়াতাড়ি কিরণকে দেখাইয়া সোনাকে বলিল—"আচ্ছা ওর গা ছুঁয়ে বলো ত সোনা-মা—ঠিক সত্য না ব'ল্‌লে কিন্তু আমি বিধবা হ'য়ে যাবো—যে তুমি আমাকে—সর্ব্বান্তঃকরণে—সকালে তোমাদের দু'জনের সঙ্গে আস্‌তে ব'ল্‌ছো—"

কিরণের গাত্র স্পর্শ করা দূরে থাক সে যেন সভয়ে কিরণের নিকট হইতে একটু দূরে সরিয়া গেল, যেন তাহার বস্ত্রাঞ্চলও তাহার গায়ে না লাগে। কিন্তু ভয়ানক রাগিতে ছাড়িল না—তাই সজোর আপত্তি জানাইয়া বলিল—"বাঃ আমাদের মানে আমি আর কিরণ এই দু'জনের কথা ব'লেছিলাম—"

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি বলিল "আচ্ছা,—সেইটেই না হয় আমার এই টিকির ডগাটা ছুঁয়ে ব'লো, আমি বিধবা হই এটা যখন তুমি পছন্দ ক'রলে না।"

সোনা এবার মহা কুপিত হইয়া প্রফুল্লর কথার উত্তরই দিল না, কিরণকে দূরে রাখিয়া ডাকিয়া বলিল—"চলো কিরণ, আমরা এখান থেকে চ'লে যাই—"

তাহার সমস্ত ক্রোধটা প্রফুল্লর উপর পড়িয়াছিল, কিন্তু আলোকে সে কি অপরাধে ছাড়িয়া যায়? প্রফুল্লর একশত হাতের ভিতরেও ত সে থাকিতে পারে না! তাই সে পশ্চাতে ফিরিয়া একবার আলোর প্রতি চাহিয়া তাহাতেই যেন কিছুক্ষণের চোখের খোরাক জোগাইয়া সজোরে কিরণের আগে আগে তাহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া চলিল। কিরণও কি করে বেচারা—তাহার পশ্চাদনুগমন করিল, কিন্তু তাহারও সোনাকে তখন ধরিয়া তাহার পাশাপাশি হইয়া যাইবার কোন ইচ্ছা প্রকাশ পাইল না পাছে সে-ই সোনাকে ছুঁইয়া ফেলিয়া কোন অমঙ্গলের ছায়া টানিয়া আনে। প্রফুল্লর শেষ পরিহাসটি কিরণের মুখেও কিঞ্চিৎ ভয় ও বিরক্তির এতটুকু ছায়া আনিয়া ফেলিয়াছিল।

তখন বেলা বেশ বাড়িয়াছিল, সমুদ্রতীরের বালিও আলোর কাছে যেন একটু গরম বোধ হইল, সোনাকে কিঞ্চিৎ দ্রুত গতিতে যাইতে দেখিয়া তাহার কষ্ট হইতেছে ও অনাবশ্যক ভাবে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবে ভাবিয়া আলো মনে মনে বেশ একটু ক্লিষ্ট হইলেও তখন কিছুই বলিতে পারিল না।

আলো ও প্রফুল্ল বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল, সোনা চায়ের পটে চামচে করিয়া চা ঢালিতেছে। টেবিলের উপর জলখাবারও সাজানো রহিয়াছে। তাহারা একটু বিশ্রাম করিয়া লইলে সোনা কাপে চা ঢালিয়া খাবারের রেকাবের সহিত তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া দিল ও তাহাদিগকে পরিতোষ সহকারে পানাহার করাইল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে প্রফুল্লর উপর যে কী ভীষণ রাগই করিয়াছিল তাহা তাহারই মনে ছিল না।

শেষটুকুর একটুকু।

কুমার প্রদীপ-নারায়ণ পূর্ব্বে রেস কোর্সে যে স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বৃথাই শ্রান্ত ক্লান্ত ও প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, পাঁচ বৎসর পরে প্রফুল্ল সেই চতুর জীবটিকে তাহার যত্নে, ধৈর্য্যে ও অধ্যবসায়ে এষ্টেটের এলাকাভুক্ত সেই সুবৃহৎ জঙ্গলের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিয়া কুমার বাহাদুরকে দেখাইল। তিনি খুসী হইয়া মৃগের গাত্রে তাহার হাত একবার বুলাইয়া প্রফুল্লকে অনেক তারিফ করিয়া ফিরিয়া গেলেন।

স্বর্ণমৃগকে যখন প্রফুল্ল আনিয়া দিল, তখন কুমারের তাহার প্রতি নিষ্ঠা ও স্পৃহা অনেক কমিয়া গিয়াছিল।

তারপর যখন তিনি বাকী জীবন পরমার্থ চিন্তায় নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে কাটাইবার জন্য কাশীতে গঙ্গার পাশেই একখানি বাড়ী কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তখন একদিন সকালে খবরের কাগজ ঘোষণা করিয়া দিল—গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজা উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছে। সকলেই আনন্দ উৎসব করিল, কিন্তু করিলেন না মাত্র তিনি, যিনি নামের পূর্ব্বে তাহা বসাইবার অধিকার পাইলেন। কিন্তু তিনিও কিছু পরিতোষ লাভ করিতেন মাত্র তখন—যখন সম্মান লাভের পর তিনি তাঁহার সাধ্বী পতিগতপ্রাণা পত্নীকে চির পুরাতন 'রাণী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কাশীতে বাড়ী ক্রয় করা হইল, কিন্তু সেখানে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বাস করার প্রধান অন্তরায় হইল কুমার আলোক-নারায়ণের দুই বৎসরের সুকুমার শিশু পুত্র দীপ্তিনারায়ণ।

* * *

কৌতূহলের বশে প্রফুল্ল মিমির খোঁজ করিয়া জানিয়াছিল যে, সে বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের অল্প দিন পরে তাহার বৃদ্ধা মাতার

নিকট হইতে চলিয়া গিয়া, কোন-এক পল্লীতে উঠিয়া গিয়াছিল। তাহার মাতা ভগ্ন হৃদয় লইয়াই চিরনিদ্রাভিভূত হইয়াছিল; কিন্তু মিমি তাহা জানিতেও পারে নাই। এই পর্য্যন্ত জানিয়াই প্রফুল্লর কৌতূহল পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

* * *

শান্তশিশু দীপ্তিনারায়ণ সন্ধ্যার পরই আহারান্তে মাতার কাছে ধীরে আধো ভাষায় বলে "মা, নাম্‌মা দাবো—" মাতা কিন্তু পুত্রকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়াই থাকে—যতক্ষণ না আলো সে সময়ে একবার তাহার ঘরে আসে। আলো দিনের পর দিন, প্রতি সন্ধ্যায় ক্রোড়স্থ শিশু সহ তাহারই প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মানা পত্নীকে দেখিয়া কিছুতেই আশ মিটাইতে পারে না; পুত্রকে বক্ষে ধরিয়া, দিনান্তে একবার তাহার সেই নয়ন-পুত্তলিকা পুত্রের পিতার প্রতীক্ষায় সোৎকণ্ঠায় দাঁড়াইতে না পাইলে সে দিনটাই সোনার সম্পূর্ণ বৃথায় যায়। আলো আসিয়া তেমনি মুগ্ধনেত্রে তাহাদের প্রতি চাহিয়া, একই ভুজ বন্ধনে উভয়কে বাঁধিয়া একটি সানন্দ চুম্বন এক সঙ্গে দুইটি কোমল গণ্ডে আঁকিয়া দেয়। তারপর সোনা শিশুকে তাহার পিতামহীর কাছে দিয়া আসে।

তখন কিরণ মাঝে মাঝে তাহার তিন বৎসরের কন্যাটিকে লইয়া আসিয়া সোনার সহিত গল্পগুজব করে।

সন্ধ্যাবেলাতেও প্রফুল্ল বৈষয়িক কার্য্য করে। আলোর পশার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে অবসরও কমিয়া আসিতে লাগিল; কিন্তু সন্ধ্যার পরই সে তাহা করিয়াই লইত।

বিনয়ের বিবাহ হইয়াছিল লক্ষ্ণৌ সহরে; এখন তাহার স্ত্রীর কোলে ছয় মাসের একটি কন্যা এবং তাহার জন্মের পর হইতেই বিনয়ের বেশ অর্থাগম হইতে লাগিল।

মিষ্টার বোস ও চারুবালা প্রায়ই নাতিকে দেখিতে যান, নাতিও পিতামাতাসহ সেখানে যাইয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করে।

শিশু দীপ্তিনারায়ণ ঘুমাইবার সময়ে প্রত্যহই ঠাকুমাকে বলে—"নাম্‌মা—গপো—" ঠাকুমা কোন একটা গল্প বলেন—

রাজা রাণী, বাঘ ভাল্লুকের গল্প তাহার ঘুম আনে না। গল্পশেষে ঠাকুমা সুর করিয়া বলেন—

"আমার কথাটি ফুরালো—
ন'টে গাছটি মুড়ালো—"

সেই একটানা সুরে শিশুর চোখের পাতা বুজিয়া আসে; তখন সে দেখে যেন তিনটি দেববালা মধুর কণ্ঠে সুমিষ্ট যন্ত্রসুর ও ঝঙ্কারের সহিত তাহার কানে সুরের সুধা ঢালিয়া দিতেছে।

সে একবার চোখ মেলিয়া ঠাকুমাকে দেখিয়া হাসে; ঠাকুমা তখন তাহার কান থাব্‌ড়াইয়া সেই সুরই টানেন। শিশু আবার চক্ষু বুজিয়া থাকে; আবার সেই তিনটি দেববালা তার-যন্ত্র সংযোগে গান গাহিয়া ঠাকুমার সেই একটানা সুরে যোগদান করে ও শিশুর চোখে প্রগাঢ় ঘুম আনিয়া দেয়; কিন্তু ঠাকুমা তবুও ধীরে ধীরে সুর করিয়া বলিয়া যান—

"আমার কথাটি ফুরালো—"

সম্পূর্ণ।